হারাম ও কবীরা গুনাহ্

দ্বিতীয়াংশ

সম্পাদনায়ঃ
মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ

(মুসলিম, হাদীস ১৩৩৭)

অর্থাৎ যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু বর্জন করতে বলি তখন তোমরা অবশ্যই তা বর্জন করবে।

الْكَبَائِرُ وَ الْمُحَرَّمَاتُ

الْجُزْءُ الثَّانِيْ

فِيْ ضُوْءِ مَا وَرَدَ فِيْ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ

কোর'আন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

হারাম ও কবীরা গুনাহ্

(দ্বিতীয়াংশ)

সম্পাদনায়ঃ

মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ

প্রকাশনায়ঃ

المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن

বাদ্শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফ্র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

সূচিপত্রঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

আহ্বান

প্রিয় পাঠক! আমাদের প্রকাশিত সকল বই পড়ার জন্য আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের বইগুলো নিম্নরূপঃ

১. বড় শির্ক
২. ছোট শির্ক
৩. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (১)
৪. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (২)
৫. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (৩)
৬. ব্যভিচার ও সমকাম
৭. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা
৮. মদপান ও ধূমপান
৯. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শন সমূহ
১০. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা
১১. সাদাকা-খায়রাত
১২. নবী ﷺ যেভাবে পবিত্রতার্জন করতেন
১৩. নামায ত্যাগ ও জামাতে নামায আদায়ের বিধান

আমাদের উক্ত বইগুলোতে কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন বিষয়-বস্তু আপনার নিকট অসম্পন্ন মনে হলে অথবা তাতে আপনার কোন বিশেষ প্রস্তাবনা থাকলে অথবা আপনার নিকট দা'ওয়াতের কোন আকর্ষণীয় পদ্ধতি অনুভূত হলে তা আমাদেরকে অতিসত্বর জানাবেন। আমরা তা অবশ্যই সাদরে ও সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবো। জেনে রাখুন, কোন কল্যাণের সন্ধানদাতা উক্ত কল্যাণ সম্পাদনকারীর ন্যায়ই।

আহ্বানে
দা'ওয়াহ্ অফিস
কে. কে. এম. সি. হাফ্র আল-বাতিন

১০. মিথ্যা বলা অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াঃ

মিথ্যা বলা অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া একটি মারাত্মক অপরাধ।

কোন বিষয়ে নিশ্চিত জানাশোনা না থাকা সত্ত্বেও সে বিষয়ে অনুমান ভিত্তিক কোন কথা বলা সত্যিই অপরাধ এবং তা অধিকাংশ সময় মিথ্যা হতেই বাধ্য।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلآئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُوْلاً ﴾

(ইস্রা'/বানী ইস্রাঈল : ৩৬)

অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমার পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই সে বিষয়ের পেছনে পড়ো না তথা অনুমানের ভিত্তিতে কখনো পরিচালিত হয়ো না। নিশ্চয়ই তুমি কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় এ সবের ব্যাপারে (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ قُتِلَ الْخَرَّاصُوْنَ ﴾

(যারিয়াত : ১০)

অর্থাৎ (অনুমান ভিত্তিক) মিথ্যাচারীরা ধ্বংস হোক।

মিথ্যুক আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত পাওয়ার উপযুক্ত।

মুবাহালার আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ ﴾

(আ'লি 'ইম্রান : ৬১)

অর্থাৎ অতঃপর আমরা সবাই (আল্লাহ্ তা'আলার নিকট) এ মর্মে প্রার্থনা করি যে, মিথ্যুকদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত পতিত হোক।

মুলা'আনার আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ الْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ ﴾

(নূর : ৭)

অর্থাৎ পঞ্চমবার পুরুষ এ কথা বলবে যে, তার উপর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত পতিত হোক যদি সে (নিজ স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে) মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে।

মিথ্যা কখনো কখনো মিথ্যাবাদীকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয় এবং মিথ্যা বলতে বলতে পরিশেষে সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মিথ্যুক হিসেবেই পরিগণিত হয়।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ ، وَ إِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّـــةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَ يَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا، وَ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ، وَ إِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ ، وَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَ يَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

(মুসলিম, হাদীস ২৬০৭)

অর্থাৎ তোমরা সত্যকে আঁকড়ে ধরো। কারণ, সত্য পুণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য জান্নাতের পথ। কোন ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বললে এবং সর্বদা সত্যের অনুসন্ধানী হলে সে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সত্যবাদী হিসেবেই লিখিত হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকো। কারণ, মিথ্যা পাপাচারের রাস্তা দেখায় আর পাপাচার জাহান্নামের রাস্তা। কোন ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বললে এবং সর্বদা মিথ্যার অনুসন্ধানী হলে সে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মিথ্যাবাদী রূপেই লিখিত হয়।

হযরত সামুরাহ্ বিন্ জুন্দুব ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে নিজ স্বপ্ন বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ গত রাত আমার নিকট দু' জন ব্যক্তি এসেছে। তারা আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললোঃ চলুন, তখন আমি তাদের সাথেই রওয়ানা করলাম। যেতে যেতে আমরা এমন এক ব্যক্তির

নিকট পৌঁছুলাম যে চিত হয়ে শায়িত। অন্য আরেক জন তার পাশেই দাঁড়িয়ে একটি মাথা বাঁকানো লোহা হাতে। লোকটি বাঁকানো লোহা দিয়ে শায়িত ব্যক্তির একটি গাল, নাকের ছিদ্র এবং চোখ ঘাড় পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলছে। এরপর সে উক্ত ব্যক্তির অন্য গাল, নাকের ছিদ্র এবং চোখটিকেও এমনিভাবে ছিঁড়ে ফেলছে। লোকটি শায়িত ব্যক্তির এক পার্শ্ব ছিঁড়তে না ছিঁড়তেই তার অন্য পার্শ্ব পূর্বাবস্থায় ফিরে যাচ্ছে এবং লোকটি শায়িত ব্যক্তিটির সাথে সে ব্যবহারই করছে যা পূর্বে করেছে। ফিরিশ্তাদ্বয় উক্ত ঘটনার ব্যাখ্যায় বলেনঃ উক্ত ব্যক্তির দোষ এই যে, সে ভোর বেলায় ঘর থেকে বের হয়েই মিথ্যা কথা বলে বেড়ায় যা দুনিয়ার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে।

(বুখারী, হাদীস ৭০৪৭ মুসলিম, হাদীস ২২৭৫)

বিশেষ আফসোসের ব্যাপার এই যে, অনেক রসিক ব্যক্তি শুধুমাত্র মানুষকে হাসানোর জন্যই মিথ্যা কথা বলে থাকেন। তাতে তার ইহলৌকিক অন্য কোন ফায়েদা নেই। অথচ সে অন্যকে ফুর্তি দেয়ার জন্যই এমন জঘন্য কাজ করে থাকে।

হযরত 'হিযাম ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَيْلٌ لِلَّذِيْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ ، لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ ، وَيْلٌ لَهُ ، وَيْلٌ لَهُ

(তিরমিযী, হাদীস ২৩১৫)

অর্থাৎ অকল্যাণ হোক সে ব্যক্তির যে মানুষকে হাসানোর জন্যই মিথ্যা কথা বলে। অকল্যাণ হোক সে ব্যক্তির ; অকল্যাণ হোক সে ব্যক্তির।

অনেকের মধ্যে তো আবার মিথ্যা স্বপ্ন তথা স্বপ্ন বানিয়ে বলার প্রবণতা রয়েছে। বর্তমানে নতুন নতুন মাযার তৈরির এই তো হচ্ছে একমাত্র পুঁজি। কোন পীর-বুযুর্গের নাম-গন্ধও নেই অথচ মাযার উঠার অলীক স্বপ্ন আউড়িয়ে নতুন নতুন মাযারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হচ্ছে। একে তো মাযার উঠানো আবার তা তথা কথিত অলীক স্বপ্নের ভিত্তিতে। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন এ জাতীয় মানুষকে দু'টি যব একত্রে জোড়া দিতে বাধ্য করবেন অথচ সে

তা করতে পারবে না।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَّعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ ، وَ لَنْ يَّفْعَلَ

(বুখারী, হাদীস ৭০৪২ তিরমিযী, হাদীস ২২৮৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন স্বপ্ন দেখেছে বলে দাবি করলো অথচ সে তা দেখেনি তা হলে তাকে দু'টি যব একত্রে জোড়া দিতে বাধ্য করা হবে অথচ সে তা কখনোই করতে পারবে না।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُّرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ

(বুখারী, হাদীস ৭০৪৩)

অর্থাৎ সর্ব নিকৃষ্ট মিথ্যা এই যে, কেউ যা স্বপ্নে দেখেনি তা সে দেখেছে বলে দাবি করছে।

তবে অতি প্রয়োজনীয় কোন কল্যাণ অর্জনের জন্য অথবা নিশ্চিত কোন অঘটন থেকে বাঁচার জন্য ; যা সত্য বললে কোনভাবেই হবে না এবং তাতে কারোর কোন অধিকারও বিনষ্ট করা হয় না অথবা কোন হারামকেও হালাল করা হয় না এমতাবস্থায় মিথ্যা বলা জায়িয। তবুও এমতাবস্থায় এমনভাবে মিথ্যাটিকে উপস্থাপন করা উচিৎ যাতে বাহ্যিকভাকে তা মিথ্যা মনে হলেও বাস্তবে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয় না। কারণ, কথাটি বলার সময় তার ধ্যানে সত্য কোন একটি দিক তখনো উদ্ভাসিত ছিলো। আরবী ভাষায় যা তাওরিয়া বা মা'আরীয নামে পরিচিত।

হযরত 'ইম্রান বিন্ 'হুস্বাইন رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ فِيْ الْمَعَارِيْضِ لَمَنْدُوْحَةً عَنِ الْكَذِبِ

(বায়হাক্বী ১০/১৯৯ ইব্নু 'আদী ৩/৯৬)

অর্থাৎ ঘুরিয়ে কথা বললে জাজ্বল্য মিথ্যা বলা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

হযরত উম্মে কুল্সূম বিন্তে 'উক্ববাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِيْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَ يَقُوْلُ خَيْرًا وَ يَنْمِيْ خَيْرًا

(বুখারী, হাদীস ২৬৯২ মুসলিম, হাদীস ২৬০৫)

অর্থাৎ সে ব্যক্তি মিথ্যুক নয় যে মানুষের পরস্পর বিরোধ মীমাংসা করে এবং সে উক্ত উদ্দেশ্যেই ভালো কথা বলে এবং তা বানিয়ে বলে।

হযরত উম্মে কুল্সূম বিন্তে 'উক্ববাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ শুধুমাত্র তিনটি ব্যাপারেই মিথ্যা বলার সুযোগ দিয়েছেন। তিনি বলতেনঃ

لاَ أَعُدُّهُ كَاذِبًا: الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، يَقُوْلُ الْقَوْلَ وَ لاَ يُرِيْدُ بِه إِلاَّ الإِصْلاَحَ، وَ الرَّجُلُ يَقُوْلُ فِيْ الْحَرْبِ ، وَ الرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ ، وَ الْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৯২১)

অর্থাৎ আমি মিথ্যা মনে করি না যে, কোন ব্যক্তি মানুষের পরস্পর বিরোধ মীমাংসার জন্য কোন কথা বানিয়ে বলবে। তার উদ্দেশ্য কেবল বিরোধ মীমাংসাই। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি শত্রু পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে জেতার জন্য কোন কথা বানিয়ে বলবে। তেমনিভাবে কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীর সঙ্গে এবং কোন মহিলা নিজ স্বামীর সঙ্গে কোন কথা বানিয়ে বলবে।

হযরত ইব্নু শিহাব যুহ্রী বলেনঃ আমার শুনাজানা মতে তিন জায়গায়ই মিথ্যা কথা বলা যায়। আর তা হচ্ছে যুদ্ধ, মানুষের পরস্পর বিরোধ মীমাংসা এবং স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর কথা।

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানও কবীরা গুনাহ্গুলোর অন্যতম।

আল্লাহ্'র খাঁটি বান্দাহ্দের বৈশিষ্ট্য তো এই যে, তারা কখনো মিথ্যা সাক্ষ্য দিবেন না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ الَّذِيْنَ لاَ يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ﴾

(ফুরকান : ৭২)

অর্থাৎ আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না।

মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার অপকার সমূহঃ

ক. বিচারককে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার ব্যাপারে লক্ষ্যভ্রষ্ট করা। কারণ, বিচার ফায়সালা নির্ণিত হয় বাদীর পক্ষের সাক্ষী অথবা বিবাদীর কসমের উপর। অতএব বাদীর পক্ষের সাক্ষী ভুল হলে এবং বিচার সে সাক্ষীর ভিত্তিতেই হলে ফায়সালা নিশ্চয়ই ভুল হতে বাধ্য। আর তখন এর একমাত্র দায়-দায়িত্ব সাক্ষীকেই বহন করতে হবে এবং এ জন্য সেই গুনাহ্গার হবে।

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ ، وَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّته مِنْ بَعْضٍ ، وَ أَقْضِيْ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

(বুখারী, হাদীস ২৪৫৮, ২৬৮০, ৬৯৬৭, ৭১৬৯, ৭১৮১, ৭১৮৫ মুসলিম, হাদীস ১৭১৩)

অর্থাৎ আমি তো মানুষ মাত্র। আর তোমরা আমার কাছে মাঝে মাঝে বিচার নিয়ে আসো। হয়তো বা তোমাদের কেউ কেউ নিজ প্রমাণ উপস্থাপনে অন্যের চাইতে অধিক পারঙ্গম। অতএব আমি শুনার ভিত্তিতেই তার পক্ষে ফায়সালা করে দেই। সুতরাং আমি যার পক্ষে তার কোন মুসলমান ভাইয়ের কিছু অধিকার ফায়সালা করে দেই সে যেন তা গ্রহণ না করে। কারণ, আমি উক্ত বিচারের ভিত্তিতে তার

হাতে একটি জাহান্নামের আগুনের টুকরাই উঠিয়ে দেই।

খ. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার মাধ্যমে বিবাদীর উপর বিশেষভাবে যুলুম করা হয়। কারণ, এরই মাধ্যমে তার বৈধ অধিকার অবৈধভাবে অন্যের হাতে তুলে দেয়া হয়। তখন সে মাযলুম। আর মাযলুমের ফরিয়াদ আল্লাহ্ তা'আলা কখনো বৃথা যেতে দেন না।

গ. মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে বাদীর উপরও যুলুম করা হয়। কারণ, এরই মাধ্যমে তার হাতে আগুনের একটি টুকরা উঠিয়ে দেয়া হয়। যা ভবিষ্যতে তার সমূহ অকল্যাণই ডেকে নিয়ে আসে।

ঘ. মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে দোষীকে আরো হঠকারী বানিয়ে দেয়া হয়। কারণ, সে এরই মাধ্যমে কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই পায়। অতএব সে মিথ্যা সাক্ষ্য পাওয়ার আশায় আরো অপরাধ কর্ম ঘটিয়ে যেতে কোন দ্বিধা করে না।

ঙ. মিথ্যা সাক্ষ্য এর ভিত্তিতে অনেক হারাম বস্তুকে হালাল করে দেয়া হয়। অনেক মানুষের জীবন বিসর্জন দিতে হয়। অনেক সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা হয়। এ সবের জন্য বাদী-বিবাদী ও বিচারক কিয়ামতের দিন মিথ্যা সাক্ষীর বিপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বিচার দায়ের করবে।

চ. মিথ্যা সাক্ষ্য এর মাধ্যমে বাদীকে নির্দোষ সাব্যস্ত করা হয় অথচ সে দোষী এবং বিবাদীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় অথচ সে দোষী নয়।

ছ. মিথ্যা সাক্ষ্য এর মাধ্যমে শরীয়তের হালাল-হারামের ব্যাপারে বিনা জ্ঞানে আল্লাহ্ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করা হয়।

হযরত আনাস্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَ قَتْلُ النَّفْسِ ، وَ عُقُوْقُ الْوَالِـدَيْنِ ، وَ قَـوْلُ الزُّوْرِ ، أَوْ قَالَ: وَ شَهَادَةُ الزُّوْرِ

(বুখারী, হাদীস ৬৮৭১ মুসলিম, হাদীস ৮৮)

অর্থাৎ সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ্ হচ্ছে চারটিঃ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে হত্যা করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া ও মিথ্যা কথা বলা। বর্ণনাকারী বলেনঃ হয়তোবা রাসূল ﷺ বলেছেনঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

১১. ফরয নামায আদায় না করাঃ

ফরয নামায আদায় না করাও একটি মারাত্মক অপরাধ। যা শির্ক তথা কুফরও বটে এবং যার পরিণতিই হচ্ছে জাহান্নাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوْا الصَّلاَةَ وَ اتَّبَعُوْا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، إِلاَّ مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلآئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَ لاَ يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا ﴾

(মার্ইয়াম : ৫৯-৬০)

অর্থাৎ নবী ও হিদায়াতপ্রাপ্তদের পর আসলো এমন এক অপদার্থ বংশধর যারা নামায বিনষ্ট করলো এবং প্রবৃত্তির পূজারী হলো। সুতরাং তারা "গাই" নামক জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। তবে যারা এরপর তাওবা করে নিয়েছে, ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারাই তো জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ যুলুম করা হবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ ، الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآؤُوْنَ ، وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴾

(মা'উন : ৪-৭)

অর্থাৎ সুতরাং ওয়াইল্ নামক জাহান্নাম সেই মুসল্লীদের জন্য যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে গাফিল। যারা লোক দেখানোর জন্যই তা আদায় করে এবং যারা গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাট বস্তু অন্যকে দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ، إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِيْنِ، فِيْ جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُوْنَ، عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ، مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ، قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ، وَ كُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ، وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِيْنُ ﴾

(মুদ্দাস্সির : ৩৮-৪৭)

অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে সে দিন আবদ্ধ থাকবে। তবে তারা নয় যারা নিজ আমলনামা ডান হাতে পেয়েছে। তারা জান্নাতেই থাকবে। তারা অপরাধীদের সম্পর্কে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এমনকি তারা জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞাসা করবেঃ কেন তোমরা সাক্বার নামক জাহান্নামে আসলে? তারা বলবেঃ আমরা তো নামাযী ছিলাম না এবং আমরা মিসকিনদেরকেও খাবার দিতাম না। বরং আমরা সমালোচনাকারীদের সাথে সমালোচনায় নিমগ্ন থাকতাম। এমনকি আমরা প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করতাম। আর এমনিভাবেই হঠাৎ আমাদের মৃত্যু এসে গেলো।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

(মুসলিম, হাদীস ৮২ তিরমিযী, হাদীস ২৬১৯ ইবনে মাজাহ, হাদীস ১০৮৭)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি এবং কুফর ও শিরকের মাঝে ব্যবধান শুধু নামায না পড়ারই। যে নামায ছেড়ে দিলো সে কাফির হয়ে গেলো।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

العَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

(তিরমিযী, হাদীস ২৬২১ ইবনে মাজাহ, হাদীস ১০৮৮ মুস্তাদ্রাক, হাদীস ১১ আহমাদ, হাদীস ২২৯৮৭ বায়হাকী, হাদীস ৬২৯১ ইবনে হিব্বান/ইহ্সান, হাদীস ১৪৫৪ ইবনে আবী শায়বাহ, হাদীস ৩০৩৯৬ দারাকুত্বনী ২/৫২)

অর্থাৎ আমাদের ও কাফিরদের মাঝে ব্যবধান শুধু নামাযেরই। যে নামায ত্যাগ করলো সে কাফির হয়ে গেলো।

হযরত বুরাইদাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

(বুখারী, হাদীস ৫৫৩, ৫৯৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আসরের নামায পরিত্যাগ করলো তার সকল আমল বরবাদ হয়ে গেলো।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الَّذِيْ تَفُوْتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَ مَالُهُ

(বুখারী, হাদীস ৫৫২ মুসলিম, হাদীস ৬২৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তির আসরের নামায ছুটে গেলো তার পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পদের যেন বিরাট ক্ষতি হয়ে গেলো।

হযরত মু'আয ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ আমাকে দশটি নসীহত করলেন তার মধ্যে বিশেষ একটি এটাও যে,

وَ لاَ تَتْرُكَنَّ صَلاَةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا ، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ

(আহ্মাদ্ ৫/২৩৮)

অর্থাৎ তুমি ইচ্ছাকৃত ফরয নামায ত্যাগ করো না। কারণ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ফরয নামায ত্যাগ করলো তার উপর আল্লাহ্ তা'আলার কোন জিম্মাদারি থাকলো না।

নামায পড়া মুসলমানদের একটি বাহ্যিক নিদর্শন। সুতরাং যে নামায পড়ে না সে মুসলমান নয়।

হযরত আবু সা'ঈদ্ খুদ্রী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা কিছু

মালামাল বন্টন সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে জনৈক উঁচু গাল, ঠেলা কপাল এবং গর্তে ঢোকা চোখ বিশিষ্ট ঘন শ্মশ্রুমণ্ডিত মাথা নেড়া জঙ্ঘার উপর কাপড় পরা রাসূল ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বললোঃ

يَا رَسُوْلَ اللهِ! اتَّقِ اللهَ، قَالَ: وَيْلَكَ ، أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَّتَّقِيَ اللهَ؟! قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ، قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَلاَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: لاَ، لَعَلَّهُ أَنْ يَّكُوْنَ يُصَلِّيْ

(বুখারী, হাদীস ৪৩৫১)

অর্থাৎ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করুন। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ তুমি ধ্বংস হয়ে যাও! আমি কি দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি নই ; যে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করবে। বর্ণনাকারী বলেনঃ যখন লোকটি রওয়ানা করলো তখন খালিদ বিন্ ওয়ালীদ্ رضي الله عنه বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমি কি তার গর্দান কেটে ফেলবো না? রাসূল ﷺ বললেনঃ না, হয়তো বা সে নামায পড়ে।

হযরত 'উমর رضي الله عنه বলেনঃ

لاَحَظَّ فِيْ الإِسْلاَمِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ

(বায়হাকী, হাদীস ১৫৫৯, ৬২৯১)

অর্থাৎ নামায ত্যাগকারী নির্ঘাত কাফির।

হযরত 'আলী رضي الله عنه বলেনঃ

مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ

(বায়হাকী, হাদীস ৬২৯১)

অর্থাৎ যে নামায পড়ে না সে কাফির।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ মাসউদ رضي الله عنه বলেনঃ

مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلاَ دِيْنَ لَهُ

(বায়হাকী, হাদীস ৬২৯১)

অর্থাৎ যে নামায পড়ে না সে মোসলমান নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন শাক্বীক তাবেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ لاَ يَرَوْنَ شَيْئاً مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ

(তিরমিযী, হাদীস ২৬২২)

অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম নামায ছাড়া অন্য কোন আমল পরিত্যাগ করাকে কুফুরী মনে করতেন না।

১২. ফরয হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় না করাঃ

কারোর উপর যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় না করা মারাত্মক অপরাধ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه هُوَ خَيْراً لَّهُمْ ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ، سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِه يَوْمَ الْقِيَامَـةِ ، وَ لِلَّـهِ مِيْـرَاثُ الـسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴾

(আ'লি ইম্রান : ১৮০)

অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করে কিছু সম্পদ দিয়েছেন অথচ তারা উহার কিয়দংশও আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় সদকা করতে কার্পণ্য করে তারা যেন এ কথা মনে না করে যে, তাদের এ কৃপণতা তাদের কোন উপকারে আসবে। বরং এ কৃপণতা তাদের জন্য সমূহ অকল্যাণ বয়ে আনবে। তারা যে সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় ব্যয় করতে কৃপণতা করেছে তা কিয়ামতের দিন তাদের কণ্ঠাভরণ হবে। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের স্বত্বাধিকারী এবং তোমরা যা করছো তা আল্লাহ্ তা'আলা ভালোভাবেই জানেন।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴾

(তাওবাহ্ : ৩৪-৩৫)

অর্থাৎ যারা স্বর্ণ-রুপা সংরক্ষণ করে এবং তা আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় একটুও ব্যয় করেনা তথা যাকাত দেয়না আপনি (রাসূল ﷺ) তাদেরকে কঠিন শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সে দিন যে দিন জাহান্নামের আগুনে ওগুলোকে উত্তপ্ত করে তাদের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে এবং বলা হবেঃ এ হচ্ছে ওসম্পদ যা তোমরা নিজের জন্যে সংরক্ষণ করেছিলে। সুতরাং তোমরা এখন নিজ সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ করো।

যাকাত আদায় না করা মুশ্রিকদের একটি বিশেষ চরিত্রও বটে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ، الَّذِيْنَ لاَ يُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ ، وَ هُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُوْنَ ﴾

(হা' মীম আস্সাজদাহ্/ফুস্সিলাত : ৬-৭)

অর্থাৎ ওয়াইল্ নামক জাহান্নাম এমন মুশ্রিকদের জন্য যারা যাকাত আদায় করে না এবং যারা আখিরাতে অবিশ্বাসী।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَ لاَ فِضَّةٍ ، لاَ يُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَ جَبِيْنُهُ وَ ظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ ، فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيْلَهُ ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِمَّا إِلَى النَّارِ

(মুসলিম, হাদীস ৯৮৭)

অর্থাৎ কোন স্বর্ণ ও রুপার মালিক যদি উহার যাকাত আদায় না করে তাহলে কিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের পাত তৈরি করা হবে এবং তা জাহান্নামের অগ্নিতে জ্বালিয়ে উত্তপ্ত করে তার পার্শ্বদেশ, কপাল ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তা আবার গরম করে দেয়া হবে। এমন দিনে যে দিন দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। যখন সকল মানুষের ফায়সালা শেষ হবে তখন সে জান্নাতে যাবে বা জাহান্নামে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَتَاهُ اللهُ مَالاً ، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْـرَعَ ، لَـهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِيْ بِشِدْقَيْهِ ، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا مَالُكَ ، أَنَا كَنْزُكَ ، ثُمَّ تَلاَ آيَةَ آلِ عِمْرَانَ

(বুখারী, হাদীস ১৪০৩)

অর্থাৎ যাকে আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদ দিয়েছেন। অথচ সে উহার যাকাত আদায় করেনি তখন তার সমূহ ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন মাথায় চুল বিহীন একটি সাপের রূপ দেয়া হবে। যার উভয় চোখের উপর দু'টি কালো দাগ থাকবে। যা তার গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পাশ দংশন করতে থাকবে এবং বলবেঃ আমি তোমার সম্পদ। আমি তোমার ধনভাণ্ডার। অতঃপর নবী ﷺ সূরা আ'লি ইমরানের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

হযরত জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يَفْعَلُ فِيْهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ، وَ قَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَ أَخْفَافِهَا ، وَ لاَ صَاحِبِ بَقَرٍ لاَ يَفْعَلُ فِيْهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَ قَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ

، تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَ تَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا ، وَ لاَ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يَفْعَلُ فِيْهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَ قَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، لَيْسَ فِيْهَا جَمَّاءُ وَ لاَ مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا ، وَ لاَ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يَفْعَلُ فِيْهِ حَقَّهُ، إِلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ ، فَيُنَادِيْهِ : خُذْ كَنْزَكَ الَّذِيْ خَبَأْتَهُ ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لاَ بُدَّ مِنْهُ ، سَلَكَ يَدَهُ فِيْ فِيْهِ ، فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ

(মুসলিম, হাদীস ৯৮৮)

অর্থাৎ কোন উটের মালিক উটের অধিকার তথা যাকাত আদায় না করলে তা কিয়ামতের দিন আরো বেশি হয়ে তার নিকট উপস্থিত হবে এবং সে এক প্রশস্ত ভূমিতে তাদের অপেক্ষায় থাকবে। উটগুলো তাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে যাবে। কোন গরুর মালিক গরুর অধিকার তথা যাকাত আদায় না করলে তা কিয়ামতের দিন আরো বেশি হয়ে তার নিকট উপস্থিত হবে এবং সে এক প্রশস্ত ভূমিতে তাদের অপেক্ষায় থাকবে। গরুগুলো তাকে শিং দিয়ে গুঁতো মারবে এবং পা দিয়ে মাড়িয়ে যাবে। কোন ছাগলের মালিক ছাগলের অধিকার তথা যাকাত আদায় না করলে তা কিয়ামতের দিন আরো বেশি হয়ে তার নিকট উপস্থিত হবে এবং সে এক প্রশস্ত ভূমিতে তাদের অপেক্ষায় থাকবে। ছাগলগুলো তাকে শিং দিয়ে গুঁতো মারবে এবং পা দিয়ে মাড়িয়ে যাবে। সেগুলোর মধ্যে কোন একটি এমন হবে না যে তার কোন শিং নেই অথবা থাকলেও তার শিং ভাঙ্গা। কোন সংরক্ষিত সম্পদের মালিক উক্ত সম্পদের অধিকার তথা যাকাত আদায় না করলে তা কিয়ামতের দিন মাথায় চুল বিহীন একটি সাপের রূপ ধারণ করবে। সাপটি মুখ খোলা অবস্থায় তার পিছু নিবে এবং তার নিকট পৌঁছুতেই লোকটি তা থেকে পালাতে শুরু করবে। তখন সাপটি তাকে ডেকে বলবেঃ নাও তোমার সম্পদ যা তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে।

তাতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। লোকটি যখন দেখবে আর কোন গত্যন্তর নেই তখন সে তার হাতখানা সাপের মুখে ঢুকিয়ে দিবে। তখন সাপটি তার হাতখানা চাবাতে থাকবে এক মহা শক্তিধরের ন্যায়।

কোন সম্প্রদায় যাকাত দিতে অস্বীকার করলে প্রশাসন বল প্রয়োগ করে হলেও তার থেকে অবশ্যই যাকাত আদায় করে নিবে। যেমনটি হযরত আবু বকর ﷺ তাঁর যুগের যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের সাথে করেছেন। এমনকি প্রয়োজনে শাস্তি স্বরূপ তাদের থেকে যাকাতের চাইতেও বেশি সম্পদ নিতে পারে। আর তা একমাত্র প্রশাসকের বিবেচনার উপরই নির্ভরশীল।

হযরত আবু বকর ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَ اللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَ الزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَ اللهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا

(বুখারী, হাদীস ৬৯২৪, ৬৯২৫)

অর্থাৎ আল্লাহ্'র কসম! অবশ্যই আমি যুদ্ধ করবো ওদের সঙ্গে যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। তারা নামায পড়ে ঠিকই তবে যাকাত দিতে অস্বীকার করে। অথচ যাকাত হচ্ছে সম্পদের অধিকার। আল্লাহ্'র কসম! তারা যদি আমাকে ছাগলের একটি ছোট বাচ্চা (অন্য বর্ণনায় রশি) দিতেও অস্বীকার করে যা তারা দিয়েছিলো আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ কে তা হলেও আমি তাদের সাথে তা না দেয়ার দরুন যুদ্ধ করবো।

হযরত মু'আবিয়া বিন্ হাইদাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ উটের যাকাত সম্পর্কে বলেনঃ

وَ مَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوْهَا وَ شَطْرَ مَالِه عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَ جَلَّ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৫৭৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি যাকাতের উটটি দিতে অস্বীকার করবে আমি তো তা নেবোই বরং তার সম্পদের অর্ধেকও নিয়ে নেবো আমার মহান প্রভুর অধিকার হিসেবে।

১৩. কোন ওযর ছাড়াই রমযানের রোযা না রাখাঃ

শরীয়ত সম্মত কোন অসুবিধে না থাকা সত্ত্বেও রমযানের রোযা না রাখা একটি মারাত্মক অপরাধ।

হযরত আবু উমামাহ্ বা'হিলী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتَانِيْ رَجُلاَن فَأَخَذَا بِضَبْعِيْ ، فَأَتَيَا بِيْ جَبَلاً وَعِراً ، فَقَالاَ: اصْعَدْ ، فَقُلْتُ: إِنِّيْ لاَ أُطِيْقُهُ ، فَقَالاَ: سَنُسَهِّلُهُ لَكَ ، فَصَعَدْتُ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِيْ سَوَادِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيْدَةٍ ، قُلْتُ: مَا هَذِهِ الأَصْوَاتُ؟ قَالُوْا: هَذَا عُوَاءُ أَهْـــلِ النَّارِ ، ثُمَّ انْطَلَقَا بِيْ ، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِيْنَ بِعَرَاقِيْبِهِمْ ، مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ ، تَسِيْلُ أَشْدَاقُهُمْ دَماً ، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلاَءِ؟ قَالَ: الَّذِيْنَ يُفْطِرُوْنَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ

(নাসায়ী/কুব্‌রা, হাদীস ৩২৮৬)

অর্থাৎ আমি একদা ঘুমুচ্ছিলাম। এমতাবস্থায় দু' ব্যক্তি এসে আমার বাহু ধরে এক দুরতিক্রম্য পাহাড়ে নিয়ে গেলো। তারা আমাকে বললোঃ পাহাড়ে উঠুন। আমি বললামঃ আমি উঠতে পারবো না। তারা বললোঃ আমরা পাহাড়টিকে আপনার আরোহণযোগ্য করে দিচ্ছি। অতঃপর আমি পাহাড়টিতে উঠলাম। যখন আমি পাহাড়টির চূড়ায় উঠলাম তখন খুব চিৎকার শুনতে পেলাম। তখন আমি তাদেরকে বললামঃ এ চিৎকার কিসের? তারা বললোঃ এ চিৎকার জাহান্নামীদের। অতঃপর তারা আমাকে নিয়ে সামনে এগুলো। দেখতে পেলাম, কিছু সংখ্যক লোককে পায়ের গোড়ালির মোটা রগে রশি লাগিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হলো। তাদের মুখ চিরে দেওয়া হয়েছে। তা থেকে রক্ত ঝরছে। আমি বললামঃ এরা কারা? তারা বললোঃ এরা ওরা যারা ইফতারের পূর্বে রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে।

১৪. ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করাঃ

ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা একটি মারাত্মক অপরাধ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً ، وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ ﴾

(আ'লি ইম্‌রান : ৯৭)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই উক্ত ঘরের হজ্জ করা ওদের উপর বাধ্যতামূলক যারা এ ঘরে পৌঁছুতে সক্ষম। যে ব্যক্তি (হজ্জ না করে) আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কুফরি করলো তার জানা উচিৎ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব জগতের প্রতি অমুখাপেক্ষী।

হযরত 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رِجَالاً إِلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ فَيَنْظُرُوْا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ جِدَةٌ وَ لَمْ يَحُجَّ لِيَضْرِبُوْا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِيْنَ ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِيْنَ

অর্থাৎ আমার ইচ্ছে হয় যে, আমি কতেক ব্যক্তিকে শহরগুলোতে পাঠাবো। অতঃপর যাদের সম্পদ রয়েছে অথচ হজ্জ করেনি তাদের উপর কর বসিয়ে দিবে। তারা মুসলমান নয়। তারা মুসলমান নয়।

হযরত 'আলী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَنْ قَدَرَ عَلَى الْحَجِّ فَتَرَكَهُ فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَّمُوْتَ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্জ করতে সক্ষম অথচ হজ্জ করেনি। সে ইহুদী হয়ে মরুক বা খ্রিস্টান হয়ে তাতে কিছু আসে যায়না।

১৫. আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর উপর মিথ্যারোপ করাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর উপর মিথ্যারোপ করা একটি

মারাত্মক অপরাধ। তম্মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করা সর্বোচ্চ অপরাধ। চাই তা জেনে হোক অথবা না জেনে। চাই তা তাঁর নাম, কাম বা গুণাবলীতে হোক অথবা তাঁর শরীয়তে। আল্লাহ্ তা'আলাকে এমন গুণে গুণান্বিত করা যে গুণ না তিনি নিজে তাঁর জন্য চয়ন করেছেন না তাঁর রাসূল ﷺ সে সম্পর্কে কাউকে সংবাদ দিয়েছেন। বরং তা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর বর্ণনার বিপরীত। এর অবস্থান শির্কের পরপরই। আবার কখনো কখনো তা শির্ক চাইতেও মারাত্মক রূপ ধারণ করে যখন তা জেনে শুনে হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِيْ الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ﴾

(আন্'আম : ১৪৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি না জেনেশুনে আল্লাহ্ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা যালিমদেরকে কখনো সুপথ দেখান না।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا ، أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ، إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ ﴾

(আন্'আম : ২১)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করে এবং তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? বস্তুত যালিমরা কখনো সফলকাম হতে পারে না।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَ لَمْ يُوْحَ إِلَيْهِ

شَيْءٌ ، وَ مَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَآ أَنْزَلَ اللهُ ، وَ لَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُوْنَ فِيْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلَآئِكَةُ بَاسِطُوْا أَيْدِيْهِمْ ، أَخْرِجُوْا أَنْفُسَكُمْ ، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ، وَ كُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴾

(আন্'আম : ৯৩)

অর্থাৎ ওব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী আর কে হতে পারে? যে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মিথ্যারোপ করে অথবা বলেঃ আমার নিকট ওহী পাঠানো হয় অথচ তার নিকট কোন ওহী পাঠানো হয়নি। আরো বলেঃ আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপ (তাঁর আয়াতসমূহ) অবতীর্ণ করেন আমিও সেরূপ অবতীর্ণ করি। আর যদি তুমি দেখতে পেতে সে মৃত্যু সময়কার কঠিন অবস্থা যার সম্মুখীন হচ্ছে যালিমরা তখন সত্যিই ভয়ানক অবস্থাই দেখতে পেতে। তখন ফিরিশ্তারা তাদের প্রতি হাত বাড়িয়ে বলবেঃ তোমাদের জীবনপ্রাণ বের করে দাও। আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনাকর শাস্তি দেয়া হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার উপর অবৈধভাবে মিথ্যারোপ করতে এবং অহঙ্কার করে তাঁর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করতে।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللهِ وُجُوْهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ، أَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴾

(যুমার : ৬০)

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করে আপনি কিয়ামতের দিন তাদের চেহারা কালো দেখবেন। উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?

যে মুশ্রিক আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্যকে শরীক করে অথচ সে আল্লাহ্ তা'আলার সকল গুণাবলী বাস্তবে যথার্থভাবে বিশ্বাস করে সে ব্যক্তি তুলনামূলকভাবে ওব্যক্তি অপেক্ষা অনেক ভালো যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করে না অথচ সে আল্লাহ্ তা'আলার সমূহ

গুণাবলীতে যথার্থ বিশ্বাসী নয়।

যেমনঃ কোন ব্যক্তি কারো রাষ্ট্রক্ষমতা ও তদ্সংক্রান্ত সকল গুণাবলীতে বিশ্বাসী অথচ সে কোন কোন কাজে তার অংশীদারকেও বিশ্বাস করে এমন ব্যক্তি ওব্যক্তি অপেক্ষা অনেক ভালো যে উক্ত ব্যক্তির অংশীদার সাব্যস্ত করে না এবং তার রাষ্ট্রক্ষমতা ও তদ্সংক্রান্ত গুণাবলীতেও বিশ্বাসী নয়।

হযরত আবু হুরাইরাহ্, মুগীরাহ্ ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্উদ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

(বুখারী, হাদীস ১১০, ১২৯১, ৩৪৬১, ৬১৯৭ মুসলিম, হাদীস ৩, ৪ তিরমিযী, হাদীস ২৬৫৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জেনেশুনে আমার উপর মিথ্যারোপ করলো সে যেন নিজের বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিলো।

হযরত 'আলী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَكْذِبُوْا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ

(বুখারী, হাদীস ১০৬ মুসলিম, হাদীস ১)

অর্থাৎ তোমরা কখনো আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। কারণ, যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করলো সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

জেনেশুনে ভুল হাদীস বর্ণনাকারীও মিথ্যুকদের অন্তর্গত।

হযরত মুগীরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ حَدِيْثًا ؛ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ ؛ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ

(তিরমিযী, হাদীস ২৬৬২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করলো অথচ সে জানে যে, তা আমার কথা নয় বরং তা ডাহা মিথ্যা তা হলে সে মিথ্যুকদেরই একজন।

১৬. মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়াঃ

মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া একটি গুরুতর অপরাধ।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَ الْيَمِيْنُ الْغُمُوْسُ ، وَ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَ قَتْلُ النَّفْسِ

(বুখারী, হাদীস ৬৮৭০)

অর্থাৎ কবীরা গুনাহ্গুলো হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, ইচ্ছাকৃত মিথ্যে কসম খাওয়া, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া এবং অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা।

হযরত মুগীরা বিন্ শু'বাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ ، وَ وَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَ مَنْعاً وَ هَاتِ ، وَ كَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَ قَالَ ، وَ كَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَ إِضَاعَةَ الْمَالِ

(বুখারী, হাদীস ২৪০৮, ৫৯৭৫)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর হারাম করে দিয়েছেন মায়ের অবাধ্যতা, জীবিত মেয়েকে দাফন করা, কারোর প্রাপ্য না দেয়া ও নিজের পাওনা নয় এমন বস্তু কারোর নিকট চাওয়া। তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন যে কোন শুনা কথা বলা, বেশি বেশি চাওয়া ও সম্পদ বিনষ্ট করা।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَ لاَ عَاقٌّ وَ لاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ

(জা'মিউস্ সাগীর : ৬/২২৮)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবেনাঃ যে ব্যক্তি কাউকে অনুগ্রহ করে পুনরায় খোঁটা দেয়, মাতা-পিতার অবাধ্য এবং মদপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি।

তিনি আরো বলেনঃ

ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ ...

(জা'মিউস্ সাগীর : ৩/৬৯)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি।

তিনি আরো বলেনঃ

لاَ يَدْخُلُ حَائِطَ الْقُدْسِ سِكِّيْرٌ وَ لاَ عَاقٌّ وَ لاَ مَنَّانٌ

(সিল্সিলাতুল্ আহা'দীসিস্ সাহীহাহ্ : ২/২৮৯)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তি বাইতুল্ মাক্বদিসে প্রবেশ করতে পারবেনাঃ অভ্যস্ত মদ্যপায়ী, মাতা-পিতার অবাধ্য এবং যে ব্যক্তি কাউকে অনুগ্রহ করে পুনরায় খোঁটা দেয়।

মাতা-পিতার অবাধ্যতার স্বরূপঃ

মাতা-পিতার অবাধ্যতা দু' ধরনেরঃ হারাম ও মাকরূহ্।

ক. হারাম অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত। যেমনঃ

মাতা-পিতা সন্তানের উপর কোন ব্যাপারে কসম খেয়েছেন। অথচ সে তাদের উক্ত কসমটি রক্ষা করেনি।

মাতা-পিতা সন্তানের নিকট প্রয়োজনীয় কিছু চেয়েছেন। অথচ সে তাদের উক্ত চাহিদা পূরণ করেনি।

মাতা-পিতা সন্তানের নিকট কোন কিছু আশা করেছেন। অথচ সে তাদের উক্ত আশা ভঙ্গ করেছে।

মাতা-পিতা সন্তানকে কোন কাজের আদেশ করেছেন। অথচ সে তাদের উক্ত আদেশটি মান্য করেনি।

মাতা-পিতাকে মেরে, গালি দিয়ে বা কারোর নিকট তাদের গীবত বা দোষ চর্চা করে তাদেরকে কষ্ট দেয়া সর্বোচ্চ নাফরমানি। তবে গুনাহ্'র কাজে

তাদের কোন আনুগত্য করা যাবেনা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ إِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا ، وَصَاحِبْهُمَا فِيْ الدُّنْيَا مَعْرُوْفاً، وَ اتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴾

(লুক্বমান : ১৫)

অর্থাৎ তোমার মাতা-পিতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বস্তু বা ব্যক্তিকে শরীক করতে পীড়াপীড়ি করে যে ব্যাপারে তোমার কোন জ্ঞান নেই তথা কোর'আন ও হাদীসের কোন সাপোর্ট নেই তাহলে তুমি এ ব্যাপারে তাদের কোন আনুগত্য করবেনা। তবে তুমি এতদ্সত্ত্বেও দুনিয়াতে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে এবং সর্বদা তুমি আমি (আল্লাহ্) অভিমুখী মানুষের পথ অনুসরণ করবে। কারণ, পরিশেষে তোমাদের সকলকে আমার নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি তোমাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই অবগত করবো।

খ. মাকরূহ্ অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত। যেমনঃ

আপনার পিতা খাবার শেষ করেছেন। এখন তিনি হাত ধুতে চাচ্ছেন এবং তিনি স্বয়ং উঠে গিয়ে হাতও ধুয়েছেন। আপনি শুধু তা দেখেই আছেন। কিছুই করেননি। এতে আপনি পিতার অবাধ্য হননি।

তবে কাজটি আরো ভালো হতো যদি আপনি আপনার কাজের ছেলেকে হাত ধোয়ার পানিটুকু আপনার পিতাকে এগিয়ে দিতে বলতেন।

কাজটি আরো ভালো হতো যদি আপনি স্বয়ং উঠে গিয়ে হাত ধোয়ার পানিটুকু আপনার পিতাকে এগিয়ে দিতেন।

তবে আপনার পিতা যদি দাঁড়াতে না পারেন অথবা দাঁড়াতে কষ্ট হয় অথবা আপনার পিতা স্বয়ং আপনাকেই পানি উপস্থিত করতে আদেশ করলেন এবং

আপনি আদেশটি পালন করলেন না তখন কিন্তু আপনি আপনার পিতার অবাধ্য বলে বিবেচিত হবেন।

অবাধ্যতার আরো কিছু দৃষ্টান্তঃ

১. মাতা-পিতার নিকট আপনি কখনো বসছেন না। তাদের ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন না। পারিবারিক সমস্যা নিয়ে তাদের সঙ্গে কোন আলোচনাই করছেন না এবং তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে কিছু জানতেও চাচ্ছেন না।

২. তারা আপনার যে যে ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারেন সে ব্যাপারে আপনি তাদের নিকট কোন পরামর্শও চাচ্ছেন না। কারণ, কিছু কিছু ব্যাপার তো এমনো থাকতে পারে যে তারা সে ব্যাপারে আপনাকে কোন পরামর্শ দেয়ারই যোগ্যতা রাখেন না। তখনো কিন্তু আপনি সে ব্যাপারে বিজ্ঞ লোকের পরামর্শ তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করে তাদের মতামত চাইতে পারেন। তখন অবশ্যই তারা এ পরামর্শ সমর্থন করবেন এবং আপনার উপর সন্তুষ্ট হবেন।

৩. কোথাও যাওয়ার সময় আপনি তাদের অনুমতি চাচ্ছেন না অথবা ঘর থেকে বেরনোর সময় আপনি তাদেরকে জানিয়ে বেরুচ্ছেন না।

৪. সহজভাবে তাদের যে কোন খিদ্মত আঞ্জাম দেয়ার আপনার কোন সদিচ্ছাই নেই। অথচ এ ব্যাপারে তাদের নিকট অপারগতা প্রকাশ করতে আপনি খুবই তৎপর। আপনি কখনো এ কথা জানতে চাচ্ছেন না যে, তারা আমার এ অপারগতার কথা বিশ্বাস করছেন কি? নাকি আপনার অপারগতার কথা তারা প্রত্যাখ্যানই করছেন। নাকি তারা শুধু আপনার কথা শুনেই চুপ থাকলেন। আপনার উপর অসন্তুষ্টির কারণে পরিষ্কার কিছু বলছেননা। কারণ, আপনি মনে করছেন, তারা আমার অপারগতার কথা শুনেই আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। অথচ ব্যাপারটি অন্য রকমও হতে পারে।

৫. আপনার প্রয়োজনকেই আপনার মাতা-পিতার প্রয়োজনের উপর অগ্রাধিকার দিলেন। যেমনঃ আপনাকে তারা কোন কাজের আদেশ করলেন।

উত্তরে আপনি বললেনঃ এখন আমার একটুও সময় নেই। সময় পেলেই তা করে ফেলবো।

৬. নিজকে আপনার মাতা-পিতার চাইতেও বড় মনে করলেন। তা সাধারণত হয়ে থাকে যখন আপনি সামাজিক কোন সম্মানের অধিকারী হয়ে থাকেন অথবা মাতা-পিতা অপেক্ষা আপনি বেশি নেককার। যেমনঃ আপনি নামায পড়ছেন অথচ আপনার মাতা-পিতা নামায পড়ছেন না। তখনই আপনার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি অবাধ্যতা পাওয়া যাওয়া খুবই সহজ।

৭. মাতা-পিতার মধ্যে কোন অপরাধ অবলোকন করে আপনি তাদের অবাধ্য হলেন। যেমনঃ আপনার মাতা-পিতা খুব কঠিন মেজাজের, অত্যন্ত কৃপণ, গোঁয়ার বা একগুঁয়ে। কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, শির্ক চাইতে আর বড় অপরাধ দুনিয়াতে নেই। যখন আপনার মাতা-পিতা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে আপনাকে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে শরীক করতে বললেও আল্লাহ্ তা'আলা আপনার মাতা-পিতার সাথে দুনিয়াতে ভালো ব্যবহার করতে আদেশ করেছেন তখন এ ছাড়া অন্য কোন অপরাধের কারণে তাদের অবাধ্য হওয়া মারাত্মক অপরাধই বটে।

৮. দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করে আপনি তাদের সঙ্গে কোন ব্যাপারে তর্ক ধরলেন। যেমনিভাবে আপনি তর্ক ধরে থাকেন আপনার সাথী-সঙ্গীদের সাথে। কারণ, আপনি তাদের সঙ্গে কোন দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে আদিষ্ট নন। বরং আপনি সর্বদা তাদের সঙ্গে নম্রতা দেখাতে একান্তভাবে বাধ্য।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ قَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إلاَّ إِيَّاهُ ، وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ، وَ لاَ تَنْهَرْهُمَا ، وَ قُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ، وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْراً ﴾

(ইস্‌রা/বানী ইসরাঈল্ : ২৩-২৪)

অর্থাৎ আপনার প্রভু এ বলে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারোর ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন বা উভয়জন তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তুমি তাদেরকে বিরক্তি সূচক কোন শব্দ বলবেনা এবং তাদেরকে ভর্ৎসনাও করবেনা। বরং তাদের সাথে সম্মান সূচক নম্র কথা বলবে। দয়াপরবশ হয়ে তাদের প্রতি সর্বদা বিনয়ী থাকবে এবং সর্বদা তাদের জন্য এ দো'আ করবে যে, হে আমার প্রভু! আপনি তাদের প্রতি দয়া করুন যেমনিভাবে শৈশবে তারা আমার প্রতি অশেষ দয়া করে আমাকে লালন-পালন করেছেন।

তবে তারা আপনাকে কোন গুনাহ্'র আদেশ করলে আপনি তাদেরকে কোর'আন ও হাদীসের বাণী শুনিয়ে সে আদেশ থেকে বিরত রাখবেন।

৯. মাতা-পিতার পারস্পরিক ঝগড়া দেখে আপনি তাদের যে কারোর পক্ষ নিয়ে অন্যজনকে কোন অপবাদ, কটু কথা বা বিরক্তি সূচক শব্দ বললেন। এমনকি তার অবাধ্য হলেন। যেমনঃ আপনি আপনার মাতা-পিতার মধ্যে কোন ঝগড়া হতে দেখলেন এবং আপনি বুঝতেও পারলেন যে, আপনার পিতা এ ব্যাপারে সত্যিকারই দোষী। সুতরাং আপনি এ পরিবেশে আপনার পিতাকে কোন গাল-মন্দ করতে পারেননা এবং তার সাথে কোন কঠোরতাও দেখাতে পারেননা। যাতে আপনি তার অবাধ্য বলে বিবেচিত হবেন। বরং আপনার কাজ হবে, সূক্ষ্মভাবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া। তবে খেয়াল রাখবেন, মীমাংসা করতে গিয়ে আপনার পিতাকে আপনি কোন বিশ্রী শব্দ বলবেননা। যাতে তিনি আপনাকে আপনার মায়ের পক্ষপাতী বলে মনে না করেন। বরং আপনি আপনার পিতার প্রতি ভালোবাসা দেখাবেন এবং তাদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। এরপরও আপনার পিতা হঠকারিতা দেখালে আপনি তাকে কটু বাক্য শুনাতে পারেননা এবং তার প্রতি কঠোরও হতে পারেননা।

১০. আপনি বিবাহ্ করার পর আপনার মাতা-পিতা থেকে ভিন্ন হয়ে গেলেন।

আপনি মনে করছেন, আপনার মাতা-পিতার সঙ্গে আপনার মানসিকতার কোন মিল নেই। সুতরাং দূরে থাকাই ভালো অথবা আপনার স্ত্রী আপনাকে ভিন্ন হতে বাধ্য করেছে অথবা আপনি আপনার পরিবারের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে চান অথবা আপনি মনে করছেন, ঘরে এমন লোক রয়েছে যারা তাদের খিদমতের জন্য যথেষ্ট অথবা আপনি একাকী ভালো খেতে ও ভালো পরতে চান। কারণ, আপনার এমন সঙ্গতি নেই যে, আপনি আপনার মাতা-পিতাকে নিয়ে ভালো খাবেন ও ভালো পরবেন।

আপনার ধারণাগুলো সঠিক কিনা সে বিষয়ে আলোচনা না করে আমি উক্ত ব্যাপারে আপনাকে একটি মৌলিক ধারণা দিতে চাই। তা হচ্ছে এই যে, এ ব্যাপারে আপনাকে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবেঃ

ক. তাদের থেকে ভিন্ন হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম আপনাকে তাদের অনুমতি চাইতে হবে। তারা আপনাকে ভিন্ন হওয়ার মৌখিক অনুমতি দিলেও আপনাকে এ ব্যাপারে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে, তারা অনুমতিটুকু সুস্পষ্ট ভাষায় ও সন্তুষ্ট চিত্তে দিচ্ছেন কিনা? নাকি এমনিতেই দিচ্ছেন।

খ. তাদের খিদমতের জন্য পছন্দসই যথেষ্ট লোক থাকতে হবে। সুতরাং ঘরের মধ্যে যদি তাদের খিদমতের জন্য কোন লোক না থাকে অথবা তারা আপনার ও আপনার স্ত্রীর খিদমতের মুখাপেক্ষী হন তাহলে এমতাবস্থায় আপনার জন্য ভিন্ন হওয়া জায়িয হবে না। যদিও তারা আপনাকে এ ব্যাপারে মৌখিক অনুমতি দিয়ে থাকে। কারণ, সে অনুমতি কখনো সন্তুষ্ট চিত্তে হবে না।

গ. তাদেরকে সর্বদা প্রয়োজনীয় খরচাদি দিতে হবে। আপনি যেখানেই থাকুননা কেন।

১১. তারা আপনাকে কোন সংবাদ জিজ্ঞাসা করছেন। অথচ আপনি এ ব্যাপারে তাদেরকে কোন উত্তরই দিচ্ছেন না। যেমনঃ আপনি কোন ব্যাপারে খুশি হয়েছেন অথবা নাখোশ। তখন এ ব্যাপারে আপনার মাতা-পিতা জানতে

চাইলেন। অথচ আপনি কিছুই বলছেননা।

১২. আপনি কারোর মাতা-পিতাকে গালি দিলেন। অতঃপর সেও আপনার মাতা-পিতাকে গালি দিয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ ، وَ يَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ

(বুখারী, হাদীস ৫৯৭৩ মুসলিম, হাদীস ৯০)

অর্থাৎ সর্ববৃহৎ অপরাধ হচ্ছে নিজ মাতা-পিতাকে লা'নত করা। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহ্'র রাসূল! মানুষ কিভাবে নিজ মাতা-পিতাকে লা'নত করতে পারে? তিনি বললেনঃ তা এভাবেই সম্ভব যে, সে কারোর মাতা-পিতাকে গালি দিলো। অতঃপর সে ব্যক্তি এর মাতা-পিতাকে গালি দিলো।

মাতা-পিতার অবাধ্যতার কারণসমূহঃ

১. সন্তান কখনো এমন মনে করে যে, আমার মাতা-পিতার এ আদেশটি মানার চাইতে অন্য কোন নেক আমল করা অনেক ভালো। যেমনঃ তার পিতা তাকে বলেছেনঃ অমুক বস্তুটি বাজার থেকে নিয়ে আসো। তখন দেখা যাচ্ছে, তার মন তা করতে চাচ্ছেনা। কারণ, সে মনে করছে, কোর'আন হিফ্জ অথবা ধর্মীয় বিষয়ের কোন ক্লাসে বসা তার জন্য এর চাইতেও অনেক বেশি সাওয়াবের।

তার এ কথা জানা উচিৎ যে, তার নেক আমলটি তো আর জিহাদ চাইতে উত্তম নয়। অথচ রাসূল ﷺ মাতা-পিতার খিদমতকে হিজ্রত ও জিহাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেনঃ

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَ الْجِهَادِ ، أَبْتَغِيْ الأَجْرَ مِنَ اللهِ، قَالَ: فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَلْ كِلاَهُمَا، قَالَ: فَتَبْتَغِيْ الأَجْرَ مِنَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا

(মুসলিম, হাদীস ২৫৪৯)

অর্থাৎ আল্লাহ্'র নবীর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বললোঃ আমি সাওয়াবের আশায় আপনার নিকট হিজ্‌রত ও জিহাদের বায়'আত করতে চাই। নবী ﷺ বললেনঃ তোমার মাতা-পিতার কোন একজন বেঁচে আছে কি? সে বললোঃ জি, উভয় জনই বেঁচে আছেন। নবী ﷺ বললেনঃ তুমি কি সত্যিই সাওয়াব চাও? সে বললোঃ জি। তিনি বললেনঃ অতএব তুমি তোমার মাতা-পিতার নিকট চলে যাও। তাদের সঙ্গে সদাচরণ করো।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

(বুখারী, হাদীস ৫৯৭০)

অর্থাৎ আমি নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেছি, কোন আমল আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেনঃ সময় মতো নামায পড়া। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি বললামঃ অতঃপর। তিনি বললেনঃ মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণ। আমি বললামঃ অতঃপর। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্'র পথে জিহাদ করা।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ ، وَ تَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ ، فَقَالَ: ارْجِعْ عَلَيْهِمَا ؛ فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا

(আবু দাউদ, হাদীস ২৫২৮)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি রাসূলের নিকট এসে বললোঃ আমার মাতা-পিতাকে কাঁদিয়ে আমি আপনার নিকট হিজ্‌রতের বায়'আত করতে এসেছি। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ তাদের নিকট ফিরে যাও। তাদেরকে হাসাও যেমনিভাবে তাদেরকে কাঁদিয়েছো।

হযরত মু'আবিয়া বিন্ জা'হিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমার পিতা জা'হিমা নবী ﷺ এর নিকট এসে বললেনঃ

أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ، وَ قَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيْرُكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: فَالْزَمْهَا ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا

(সাহীহুল্ জা'মি' : ১/৩৯৫)

অর্থাৎ আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাচ্ছি। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি? নবী ﷺ বললেনঃ তোমার মা জীবিত আছেন? সে বললোঃ হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেনঃ তাঁর খিদমতে লেগে যাও। কারণ, নিশ্চয়ই জান্নাত তাঁর পায়ের কাছে। অর্থাৎ তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই জান্নাত পাবে।

২. সন্তান কোন একটি নফল নেক আমল করতে যাচ্ছে এবং তা করতে গেলে তার মাতা-পিতার খিদমতে সমস্যা দেখা দিবে সত্যিই কিংবা সে আমল করতে তাকে বহু দূর যেতে হবে। তবুও সে তা করতে গিয়ে মাতা-পিতার অনুমতি নিচ্ছে না অথবা তাদেরকে এ ব্যাপারটি জানিয়েও যাচ্ছে না। কারণ, সে মনে করছে, যে কোন নেক আমল করতে মাতা-পিতার অনুমতি নিতে হয় না। অথচ এ মানসিকতা একেবারেই ভুল। কারণ, রাসূল ﷺ জনৈক সাহাবীকে জিহাদ করার জন্য মাতা-পিতার অনুমতি নিতে আদেশ করেন। তা হলে অন্য যে কোন নফল নেক আমলের জন্য তাদের অনুমতি চাওয়া তো আবশ্যকই বটে। বিশেষ করে যখন তার অনুপস্থিতিতে তাদের খিদমতে সমস্যা দেখা দেওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে।

সুতরাং যে আমল করতে বহু দূর যেতে হয় না অথবা তা করতে গেলে মাতা-

পিতার খিদমতে কোন ত্রুটি হয় না এমন আমল করার জন্য মাতা-পিতার অনুমতি আবশ্যক নয়। বরং এ সকল ক্ষেত্রে তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাদেরকে জানিয়ে যাবে মাত্র। অতএব সৌদী আরবে অবস্থানরত কোন প্রবাসীকে হজ্জ বা 'উমরাহ্ করার জন্য মাতা-পিতার অনুমতি নিতে হবে না।

হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

هَاجَرَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ قَالَ: أَبَوَايَ، قَالَ: أَذِنَا لَكَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ ، وَ إِلاَّ فَبِرَّهُمَا

(আবু দাউদ, হাদীস ২৫৩০)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি ইয়েমেন থেকে হিজ্‌রত করে রাসূল ﷺ এর নিকট আসলো। রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়েমেনে তোমার কেউ আছে? সে বললোঃ সেখানে আমার মাতা-পিতা রয়েছেন। রাসূল ﷺ বললেনঃ তারা তোমাকে হিজ্‌রত করার অনুমতি দিয়েছে কি? সে বললোঃ না। তিনি বললেনঃ তুমি তাদের নিকট গিয়ে অনুমতি চাও। তারা অনুমতি দিলে যুদ্ধ করবে। নতুবা তাদের নিকট থেকেই তাদের সঙ্গে সদাচরণ করবে।

৩. সাধারণত ক্লাসের শিক্ষকরা ছাত্রদেরকে এ ব্যাপারে কমই নসীহত করে থাকেন। তারা এ ব্যাপারে কম গুরুত্ব দেয়ার কারণেই মাতা-পিতার অবাধ্যতা বেড়েই চলছে।

৪. অন্যন্য ব্যাপারে যেমন প্রচুর বাস্তব নমুনা পাওয়া যায় তেমনিভাবে মাতা-পিতার বাধ্যতার ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই ছোটরা বড়দের কাছ থেকে এ ব্যাপারে অনুকরণীয় জ্বলন্ত আদর্শ খুঁজে না পাওয়ার দরুন হাতে-কলমে কার্যকরী শিক্ষা পাচ্ছে না।

৫. আদতেই মাতা-পিতারা নেককার সন্তানকে যে কোন কাজের জন্য বেশি বেশি আদেশ করেন। যা বদকার ছেলেকে করেন না। কিন্তু এতে করে অনেক

নেককার ছেলের মধ্যে এ ভুল মনোভাব জন্ম নেয় যে, আমার মাতা-পিতা ওকে খুব ভালোবাসে। অথচ ব্যাপারটা এমন নয়। বরং তাঁরা আপনাকে বেশি ভালোবাসার দরুনই বার বার কাজের ফরমায়েশ করছেন। কারণ, তারা জানেন, আপনি ভালো হওয়ার দরুন ওদের সকল ফরমায়েশ আপনি ঠিক ঠিক মানবেন। এর বিপরীতে অন্য জন এমন নয়। তাই আপনি ওদের একমাত্র নেক সন্তান হিসেবে অন্যদের পক্ষের ঘাটতিটুকু আপনারই পূরণ করা উচিৎ।

৬. সন্তানের মধ্যে আল্লাহ্'র ভয় না থাকা অথবা মাতা-পিতার অনুগ্রহের কথা অস্বীকার করা।

৭. পিতা-মাতা সন্তানকে ছোট থেকেই এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ না দেয়া অথবা সন্তান নেককার হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দো'আ না করা।

৮. পিতা-মাতা তাদের পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। তবে তা তাদের সন্তান তাদের সঙ্গে দুরাচার করা জায়িয করে দেয়না। কারণ, তারা পাপ করলে আপনিও পাপ করবেন কি? আপনি তাদের সঙ্গে এমন আচরণ করলে আপনার সন্তানরাও আপনার সঙ্গে তেমন আচরণ করবে।

৯. অনেক মাতা-পিতা সন্তানদেরকে কিছু দেয়ার ব্যাপারে সমতা বজায় রাখে না। যদ্দরুন যে কম পাচ্ছে সে নিজকে মাযলুম তথা অত্যাচারিত মনে করে। তখন সে মাতা-পিতার অবাধ্য হতে উদ্ধত হয়।

১০. অনেক মাতা-পিতা কোন সন্তান তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার পরও তাকে ভুল বুঝে থাকে অথবা তার উপর যুলুম করে অথবা তারা তার কাছ থেকে এমন কিছু চায় যা তার পক্ষে দেয়া সম্ভবপর নয়। এমতাবস্থায় সন্তানটি তাদের সাথে আর ভালো ব্যবহার করতে চায় না। এমন করা ঠিক নয়। বরং আপনি ধৈর্যের সঙ্গে সাওয়াবের নিয়্যাতে তাদের খিদমত করে যাবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

(যুমার : ১০)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত সাওয়াব দেয়া হবে।

মাতা-পিতার অবাধ্যতার কিছু অপকারঃ

১. মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তির রিযিকে সংকট দেখা দেয় এবং তার জীবনে কোন বরকত হয় না।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ এবং হযরত আনাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ ، وَ أَنْ يُّنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

(বুখারী, হাদীস ২০৬৭, ৫৯৮৫, ৫৯৮৬ মুসলিম, হাদীস ২৫৫৭)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রিযিকে প্রশস্ততা ও বয়সে বরকত চায় তার উচিৎ সে যেন নিজ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে।

কারোর জন্য নিজ মাতা-পিতার চাইতেও নিকটাত্মীয় আর কে হতে পারে?

২. মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি কখনো আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

رِضَا الرَّبِّ فِيْ رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَ سَخَطُهُ فِيْ سَخَطِهِمَا

(সাহীহুল্ জা'মি' : ৩/১৭৮)

অর্থাৎ প্রভুর সন্তুষ্টি মাতা-পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি তাঁদের অসন্তুষ্টির মধ্যে।

৩. মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তির সন্তানও তার অবাধ্য হবে অথবা হওয়া স্বাভাবিক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ ، وَ مَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ، وَ مَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴾

(ফুস্সিলাত/হা' মীম আস্ সাজ্দাহ্ : ৪৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎ কাজ করলো সে তা তার ভালোর জন্যই করলো। আর যে মন্দ কাজ করলো সে অবশ্যই উহার প্রতিফল ভোগ করবে। আপনার প্রভু তাঁর বান্দাহ্দের প্রতি কোন যুলুম করেন না।

৪. মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি যখন তার অপরাধের কথা বুঝতে পারবে তখন সে চরমভাবে লজ্জিত হবে। তার বিবেক সর্বদা তাকে দংশন করতে থাকবে। কিন্তু তখন এ লজ্জা আর কোন কাজে আসবে না।

৫. কোন সন্তান তার মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়ার কারণে তার মাতা-পিতা তাকে কোন বদদো'আ বা অভিশাপ দিলে তা তার সমূহ অকল্যাণ বয়ে আনবে।

হযরত আনাস্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ثَلاَثُ دَعْوَاتٍ لاَ تُرَدُّ : دَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَ دَعْوَةُ الصَّائِمِ ، وَ دَعْوَةُ الْمُسَافِرِ

(সাহীহুল্ জা'মি' : ৩/৬৩)

অর্থাৎ তিনটি দো'আ কখনো না মঞ্জুর করা হয়নাঃ মাতা-পিতার দো'আ তার সন্তানের জন্য, রোযাদারের দো'আ ও মুসাফিরের দো'আ।

যেমনিভাবে মাতা-পিতার দো'আ সন্তানের কল্যাণে আসে তেমনিভাবে তাদের বদদো'আও তার সকল অকল্যাণ ডেকে আনে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ "জুরাইজ" নামক জনৈক ইবাদাতগুযার ব্যক্তি কোন এক গির্জায় ইবাদাত করতো। একদা তার মা তার গির্জায় এসে তাকে ডাকতে শুরু করলো। বললোঃ হে "জুরাইজ"! আমি তোমার মা। তুমি আমার সাথে কথা বলো। তার মা তাকে নামায পড়তে দেখলো। তখন সে তাঁর ডাকে বললোঃ

হে আল্লাহ্! আমার মা এবং আমার নামায! এ কথা বলেই সে নামাযে রত থাকলো। এভাবে তার মা তিন দিন তাকে ডাকলো এবং সে প্রতি দিন তাঁর সঙ্গে একই আচরণ দেখালো। তৃতীয় দিন তার মা তাকে এ বলে বদদো'আ করলোঃ হে আল্লাহ্! আপনি আমার ছেলেটিকে মৃত্যু দিবেন না যতক্ষণ না সে কোন বেশ্যা মহিলার চেহারা দেখে। আল্লাহ্ তা'আলা তার মায়ের বদদো'আ কবুল করেন।

জনৈক মেষচারক তার গির্জায় রাত্রিযাপন করতো। একদা এক সুন্দরী মহিলা গ্রাম থেকে বের হয়ে আসলে সে তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। অতঃপর মহিলাটি একটি ছেলে জন্ম দেয়। মহিলাটিকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলেঃ সন্তানটি ইবাদাতগুযার ব্যক্তির। এ কথা শুনে সাধারণ জনগণ কুড়াল-সাবল নিয়ে গির্জায় উপস্থিত হয়। তারা গির্জায় এসে তাকে নামায পড়তে দেখে তার সাথে কোন কথা বলেনি। বরং তারা গির্জাটি ধ্বংস করার কাজে লেগে গেলো। সে এ কাণ্ড দেখে গির্জা থেকে নেমে আসলো। তখন তারা তাকে বললোঃ কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকলে এ মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করো। ইবাদাতগুযার ব্যক্তিটি মুচকি হেসে বাচ্চার মাথায় হাত রেখে বললোঃ তোমার পিতা কে? বাচ্চাটি বললোঃ মেষচারক। জনগণ তা শুনে তাকে বললোঃ আমরা তোমার ধ্বংসপ্রাপ্ত গির্জা সোনা-রূপা দিয়ে বানিয়ে দেবো। সে বললোঃ তা করতে হবে না। বরং তোমরা মাটি দিয়েই বানিয়ে দাও যেভাবে পূর্বে ছিলো।

(মুসলিম, হাদীস ২৫৫০)

৬. মানুষ তার বদনাম করবে এবং তার দিকে সুদৃষ্টিতে তাকাবেনা।

৭. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ فَمَاتَ ، فَدَخَلَ النَّــارَ ،

فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، قُلْ: آمِيْنُ ، فَقُلْتُ: آمِيْنُ

(সাহীহুল্ জা'মি' : ১/৭৮)

অর্থাৎ আমার নিকট জিব্রীল এসে বললোঃ হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি মাতা-পিতার কোন একজনকে জীবিত পেয়েও তাদের খিদমত করেনি। বরং তার অবাধ্য হয়েছে এবং যদ্দরুন সে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিজ রহমত থেকে বঞ্চিত করুক। আপনি বলুনঃ হে আল্লাহ্! আপনি দো'আটি কবুল করুন। আমি বললামঃ হে আল্লাহ্! আপনি দো'আটি কবুল করুন।

১৭. স্ত্রীর গুহ্যদ্বার ব্যবহার অথবা মাসিক অবস্থায় তার সাথে সঙ্গম করাঃ

কামোত্তেজনা প্রশমনের জন্য স্ত্রীদের মলদ্বার ব্যবহার অথবা মাসিক অবস্থায় তার সাথে সঙ্গম করা আরেকটি মারাত্মক অপরাধ। রাসূল ﷺ উক্ত কর্মকে ছোট সমকাম বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

هِيَ اللُّوْطِيَّةُ الصُّغْرَى ، يَعْنِيْ الرَّجُلَ يَأْتِيْ امْرَأَتَهُ فِيْ دُبُرِهَا

(আহ্মাদ্, হাদীস ৬৭০৬, ৬৯৬৭, ৬৯৬৮ বায়হাক্বী, হাদীস ১৩৯০০)

অর্থাৎ সেটি হচ্ছে ছোট সমকাম। অর্থাৎ পুরুষ নিজ স্ত্রীর মলদ্বার ব্যবহার করা।

হযরত খুযাইমাহ্ বিন্ সা'বিত رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، لاَ تَأْتُوْا النِّسَاءَ فِيْ أَدْبَارِهِنَّ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৯৫১ ইব্নু আবী শাইবাহ্, হাদীস ১৬৮১০)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না। রাসূল

ﷺ উক্ত বাক্যটি তিন বার বলেছেন। অতএব তোমরা মহিলাদের গুহ্যদ্বার ব্যবহার করো না।

আল্লাহ্ তা'আলা মহিলাদের গুহ্যদ্বার ব্যবহারকারীর প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন না।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِيْ دُبُرِهَا

(ইবনু মাজাহ্, হাদীস ১৯৫০ ইবনু আবী শাইবাহ্, হাদীস ১৬৮১১)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন না যে নিজ স্ত্রীর গুহ্যদ্বার ব্যবহার করে।

রাসূল ﷺ মহিলাদের গুহ্যদ্বার ব্যবহারকারীকে কাফির বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِيْ أَعْجَازِهِنَّ فَقَدْ كَفَرَ

('আব্দুর রায্যাক, হাদীস ২০৯৫৮)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মহিলাদের গুহ্যদ্বার ব্যবহার করলো সে যেন কুফরি করলো।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَتَى حَائِضاً أَوْ امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

(তিরমিযী, হাদীস ১৩৫ ইবনু আবী শাইবাহ্, হাদীস ১৬৮০৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস করলো অথবা কোন মহিলার মলদ্বার ব্যবহার করলো অথবা কোন গণককে বিশ্বাস করলো সে

যেন মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর অবতীর্ণ বিধানকে অস্বীকার করলো।

রাসূল ﷺ মহিলাদের মলদ্বার ব্যবহারকারীকে লা'নত দিয়েছেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَلْعُوْنٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِيْ دُبُرِهَا

(আবু দাউদ, হাদীস ২১৬২)

অর্থাৎ অভিশপ্ত সে ব্যক্তি যে নিজ স্ত্রীর মলদ্বার ব্যবহার করে।

১৮. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করাঃ

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা একটি মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীদের নিন্দা করেন এবং তাদেরকে লা'নত ও অভিসম্পাত দেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِيْ الأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ ، أُوْلآئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾

(মুহাম্মাদ্ : ২২-২৩)

অর্থাৎ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ্ তা'আলা এদেরকেই করেন অভিশপ্ত, বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَ يَقْطَعُوْنَ مَـا أَمَـرَ اللهُ بِـهِ أَنْ يُّوْصَلَ، وَ يُفْسِدُوْنَ فِيْ الأَرْضِ ، أُوْلآئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ ﴾

(রা'দ্ : ২৫)

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে দেয়া দৃঢ় অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের জন্য রয়েছে লা'নত ও অভিসম্পাত এবং তাদের জন্যই রয়েছে মন্দ আবাস।

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না।

হযরত জুবায়ের বিন্ মুত্ব'ইম ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

(বুখারী, হাদীস ৫৯৮৪ মুসলিম, হাদীস ২৫৫৬ তিরমিযী, হাদীস ১৯০৯ আবু দাউদ, হাদীস ১৬৯৬ আব্দুর্ রায্যাক, হাদীস ২০২৩৮ বায়হাক্বী, হাদীস ১২৯৯৭)

অর্থাৎ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না।

হযরত আবু মূসা ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَ قَاطِعُ الرَّحِمِ وَ مُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ

(আহমাদ, হাদীস ১৯৫৮৭ হা'কিম, হাদীস ৭২৩৪ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ৫৩৪৬)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে নাঃ অভ্যস্ত মদ্যপায়ী, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী ও যাদুতে বিশ্বাসী।

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর নেক আমল আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করেন না।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ أَعْمَالَ بَنِيْ آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيْسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَلاَ يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ

(আহমাদ, হাদীস ১০২৭৭)

অর্থাৎ আদম সন্তানের আমল সমূহ প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রিতে (আল্লাহ্ তা'আলার নিকট) উপস্থাপন করা হয়। তখন আত্মীয়তার বন্ধন বিচ্ছিন্নকারীর আমল গ্রহণ করা হয় না।

আল্লাহ্ তা'আলা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন। উপরন্তু আখিরাতের শাস্তি তো তার জন্য প্রস্তুত আছেই।

হযরত আবু বাক্রাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُّعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِيْ الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِيْ الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَ قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৯০২ তিরমিযী, হাদীস ২৫১১ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪২৮৬ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ৪৫৫, ৪৫৬ বায্যার, হাদীস ৩৬৯৩ আহ্মাদ্, হাদীস ২০৩৯০, ২০৩৯৬, ২০৪১৪)

অর্থাৎ দু'টি গুনাহ্ ছাড়া এমন কোন গুনাহ্ নেই যে গুনাহ্গারের শাস্তি আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেই দিবেন এবং তা দেওয়াই উচিৎ ; উপরন্তু তার জন্য আখিরাতের শাস্তি তো আছেই। গুনাহ্ দু'টি হচ্ছে, অত্যাচার ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী।

কেউ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করলে আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে নিজ সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِه قَالَت الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ ، قَالَ: نَعَمْ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَ أَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ! قَالَ: فَهُوَ لَكِ

(বুখারী, হাদীস ৪৮৩০, ৫৯৮৭ মুসলিম, হাদীস ২৫৫৪)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিকুল সৃজন শেষে আত্মীয়তার বন্ধন (দাঁড়িয়ে) বললোঃ এটিই হচ্ছে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর স্থান। আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ হ্যাঁ, ঠিকই। তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, আমি ওর সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করবো যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং আমি ওর সাথেই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবো যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবে। তখন সে বললোঃ আমি এ কথায় অবশ্যই রাজি আছি হে আমার প্রভু! তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ তা হলে তোমার জন্য তাই হোক।

কেউ কেউ মনে করেন, আত্মীয়-স্বজনরা তার সাথে দুর্ব্যবহার করলে তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা জায়িয। মূলতঃ ব্যাপারটি তেমন নয়। বরং আত্মীয়রা আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করার পরও আপনি যদি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার দেখান তখনই আপনি তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেছেন বলে প্রমাণিত হবে।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَ لَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

(বুখারী, হাদীস ৫৯৯১ আবু দাউদ, হাদীস ১৬৯৭ তিরমিযী, হাদীস ১৯০৮ বায়হাক্বী, হাদীস ১২৯৯৮)

অর্থাৎ সে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী হিসেবে গণ্য হবে না যে কেউ তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করলেই সে তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে। বরং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী সে ব্যক্তি যে কেউ তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করলেও সে তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমার এমন কিছু আত্মীয়-স্বজন রয়েছে যাদের সাথে আমি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করি অথচ

তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করি অথচ তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আমি তাদের সাথে ধৈর্যের পরিচয় দেই অথচ তারা আমার সাথে কঠোরতা দেখায়। অতএব তাদের সাথে এখন আমার করণীয় কি? তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ

لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ ، وَ لاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৫৮)

অর্থাৎ তুমি যদি সত্যি কথাই বলে থাকো তা হলে তুমি যেন তাদেরকে উত্তপ্ত ছাই খাইয়ে দিচ্ছো। আর তুমি যতদিন পর্যন্ত তাদের সাথে এমন ব্যবহার করতে থাকবে ততদিন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের উপর তোমার জন্য একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত থাকবে।

হযরত উম্মে কুল্‌সূম বিন্‌তে 'উক্ববাহ্, 'হাকীম বিন্ 'হিযাম ও আবু আইয়ূব رضي الله عنهم থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِيْ الرَّحِمِ الْكَاشِحِ

(ইব্‌নু খুযাইমাহ্, হাদীস ২৩৮৬ বায়হাক্বী, হাদীস ১৩০০২ দা'রামী, হাদীস ১৬৭৯ ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ৩১২৬, ৩৯২৩, ৪০৫১ আওসাত্ব, হাদীস ৩২৭৯ আহ্মাদ্, হাদীস ১৫৩৫৫, ২৩৫৭৭)

অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ সাদাকা হচ্ছে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যে আপনার শত্রু তার উপর সাদাকা করা।

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল।

হযরত 'উক্ববাহ্ বিন্ 'আমির ও হযরত 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ কে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে

তিনি বলেনঃ

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ ، وَ أَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ ، وَ أَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ

(আহ্মাদ্, হাদীস ১৭৩৭২, ১৭৪৮৮ ’হাকিম্, হাদীস ৭২৮৫ বায়হাক্বী, হাদীস ২০৮৮০ ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ৭৩৯, ৭৪০ আওসাত্ব, হাদীস ৫৫৬৭)

অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো ওর সঙ্গে যে তোমার সঙ্গে সে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, দাও ওকে যে তোমাকে বঞ্চিত করেছে এবং যালিমের পাশ কেটে যাও তথা তাকে ক্ষমা করো।

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করলে রিযিক ও বয়সে বরকত আসে।

হযরত আনাস্ ও আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ وَ يُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

(বুখারী, হাদীস ২০৬৭, ৫৯৮৫, ৫৯৮৬ মুসলিম্, হাদীস ২৫৫৭ আবু দাউদ, হাদীস ১৬৯৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রিযিক ও বয়স বেড়ে যাক সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

تَعَلَّمُوْا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ ؛ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِيْ الأَهْلِ، مَثْرَاةٌ فِيْ الْمَالِ ، مَنْسَأَةٌ فِيْ الأَثَرِ

(তিরমিযী, হাদীস ১৯৭৯)

অর্থাৎ তোমরা নিজ বংশ সম্পর্কে ততটুকুই জানবে যাতে তোমরা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে পারো। কারণ, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করলে আত্মীয়-স্বজনদের ভালোবাসা পাওয়া যায় এবং ধন-সম্পদ ও বয়স

বেড়ে যায়।

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ঈমানের একটি বাহ্যিক পরিচয়।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

(বুখারী, হাদীস ৬১৩৮)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন নিজ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে।

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করলে জান্নাত অতি নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম অতি দূরবর্তী হয়ে যায়।

হযরত আবু আইয়ূব আন্সারী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَبِيِّ ﷺ فَقَالَ: دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْنِيْنِيْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ، قَالَ: تَعْبُدُ اللهَ ، لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَ تُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَ تُؤْتِيْ الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

(বুখারী, হাদীস ১৩৯৬, ৫৯৮২, ৫৯৮৩ মুসলিম, হাদীস ১৩)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে বললেনঃ (হে নবী!) আপনি আমাকে এমন একটি আমল বাতলিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। নবী ﷺ বললেনঃ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করবে ; তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। নামাজ কা'য়িম করবে, যাকাত দিবে ও নিজ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করবে। লোকটি রওয়ানা করলে রাসূল ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ সে যদি আদিষ্ট বিষয়গুলো আঁকড়ে ধরে রাখে তা হলে সে জান্নাতে যাবে।

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করলে গুনাহ্ মাফ হয়। যদিও তা বড় হোক না কেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيْمًا ، فَهَلْ لِـيْ مِـنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ: لاَ ، قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: فَبِرَّهَا

(তিরমিযী, হাদীস ১৯০৪)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমি একটি বড় গুনাহ্ করে ফেলেছি। সুতরাং আমার জন্য কি তাওবাহ্ আছে? রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেনঃ তোমার কি মা আছে? সে বললোঃ নেই। রাসূল ﷺ তাকে আবারো জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমার কি খালা আছে? সে বললোঃ জি হ্যাঁ। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ সুতরাং তার সাথেই ভালো ব্যবহার করবে।

আত্মীয়-স্বজনদেরকে সাদাকা করলে দু'টি সাওয়াব পাওয়া যায়ঃ একটি সাদাকার সাওয়াব এবং অপরটি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার।

একদা রাসূল ﷺ মহিলাদেরকে সাদাকা করার উপদেশ দিলে নিজ স্বামীদেরকেও সাদাকা করা যাবে কি না সে ব্যাপারে দু' জন মহিলা সাহাবী হযরত বিলাল رضي الله عنه এর মাধ্যমে রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ

لَهُمَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَ أَجْرُ الصَّدَقَةِ

(বুখারী, হাদীস ১৪৬৬ মুসলিম, হাদীস ১০০০)

অর্থাৎ (স্বামীদেরকে দিলেও চলবে) বরং তাতে দু'টি সাওয়াব রয়েছেঃ একটি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার সাওয়াব এবং আরেকটি সাদাকার সাওয়াব।

একদা হযরত মাইমূনা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) রাসূল ﷺ কে না জানিয়ে একটি বান্দি স্বাধীন করে দিলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ কে সে সম্পর্কে জানালে তিনি বলেনঃ

أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ

(বুখারী, ২৫৯২, ২৫৯৪ মুসলিম, হাদীস ৯৯৯ আবু দাউদ, হাদীস ১৬৯০)

অর্থাৎ জেনে রাখো, তুমি যদি বান্দিটিকে তোমার মামাদেরকে দিয়ে দিতে তা হলে তুমি আরো বেশি সাওয়াব পেতে।

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার বিশেষ গুরুত্বের কারণেই রাসূল ﷺ নিজ সাহাবাদেরকে মিসরে অবস্থানরত তাঁরই আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ভালো ব্যবহারের ওয়াসিয়ত করেন।

হযরত আবু যর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُوْنَ مِصْرَ ، وَ هِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيْهَا الْقِيْرَاطُ ، فَـإِذَا فَتَحْتُمُوْهَـا فَأَحْسِنُوْا إِلَى أَهْلِهَا ، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَ رَحِمًا أَوْ قَالَ: ذِمَّةً وَ صِهْرًا

(মুসলিম, হাদীস ২৫৪৩)

অর্থাৎ তোমরা অচিরেই মিশর বিজয় করবে। যেখানে ক্বীরাতের (দিরহাম ও দীনারের অংশ বিশেষ) প্রচলন রয়েছে। যখন তোমরা তা বিজয় করবে তখন সে এলাকার অধিবাসীদের প্রতি দয়া করবে। কারণ, তাদের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি ও আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। (হযরত ইস্‌মা'ঈল عليه السلام এর মা হযরত হা'জার {'আলাইহাস্ সালা'ম} সেখানকার) অথবা হয়তো বা রাসূল ﷺ বলেছেনঃ কারণ, তাদের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি ও আমার শ্বশুর পক্ষীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। (রাসূলের স্ত্রী হযরত মা'রিয়া {রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা} সেখানকার)।

অন্ততপক্ষে সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে হলেও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

بُلُّوْا أَرْحَامَكُمْ وَ لَوْ بِالسَّلَامِ

(বায্‌যার, হাদীস ১৮৭৭)

অর্থাৎ অন্ততপক্ষে সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে হলেও তোমরা তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করো।

১৯. কোন ক্ষমতাশীল ব্যক্তির তার অধীনস্থদের উপর যুলুম করা অথবা তাদেরকে ধোঁকা দেয়াঃ

কোন ক্ষমতাশীল ব্যক্তির জন্য তার অধীনস্থদের উপর যুলুম করা অথবা তাদেরকে যে কোন ব্যাপারে ধোঁকা দেয়া কখনোই জায়িয নয়। বরং তা কবীরা গুনাহ্গুলোর অন্যতম। কোন ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ يَبْغُوْنَ فِيْ الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، أُوْلَآئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴾

(শূরা' : ৪২)

অর্থাৎ শুধুমাত্র তাদের বিরুদ্ধেই (শাস্তির) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। বস্তুতঃ এদের জন্যই রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

হযরত জা'বির বিন্ 'আব্দুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اتَّقُوْا الظُّلْمَ ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৭৮)

অর্থাৎ কারোর উপর অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকো। কারণ, এ অত্যাচার কিয়ামতের দিন ঘোর অন্ধকার রূপেই দেখা দিবে।

হযরত মা'ক্বিল বিন্ ইয়াসা'র মুযানী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللهُ رَعِيَّةً ، يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَ هُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

(বুখারী, হাদীস ৭১৫১ মুসলিম, হাদীস ১৪২ আবু 'আওয়ানাহ্, হাদীস ৭০৪৫, ৭০৪৬)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাহ্'র উপর সাধারণ জনগণের কোন দায়িত্বভার অর্পণ করলে অতঃপর সে তাদেরকে সে ব্যাপারে ধোঁকা দিয়ে মারা গেলে তার উপর জান্নাত হারাম করে দেন।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

أَيُّمَا رَاعٍ غَشَّ رَعِيَّتَهُ فَهُوَ فِيْ النَّارِ

(সা'হীহুল্ জা'মি', হাদীস ২৭১৩)

অর্থাৎ যে কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি তার অধীনস্থ প্রজাদেরকে ধোঁকা দিলে সে জাহান্নামে যাবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ أَمِيْرِ عَشَرَةٍ إِلاَّ يُؤْتَى بِهِ مَغْلُوْلَةً يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ ، أَطْلَقَهُ عَدْلُهُ أَوْ أَوْبَقَهُ جَوْرُهُ

(আহমাদ্, হাদীস ৯৫৭৩ ইব্নু আবী শাইবাহ্, হাদীস ১২৬০২ বায্যার, হাদীস ১৬৩৮, ১৬৩৯, ১৬৪০, দারিমী ২/২৪০ বায়হাক্বী ৩/১২৯)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি দশ জনের আমীর হলেও তাকে (কিয়ামতের দিন) গলায় হাত বেঁধে উপস্থিত করা হবে। তার ইনসাফ তাকে ছাড়িয়ে নিবে অথবা তার যুলুম তাকে ধ্বংস করবে।

অত্যাচারী প্রশাসক রাসূল ﷺ এর সুপারিশ পাবে না।

হযরত আবু উমামাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِيْ لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِيْ : إِمَامٌ ظَلُوْمٌ غَشُوْمٌ ، وَ كُلُّ غَالٍ مَارِقٍ

(ত্বাবারানী/কাবীর খণ্ড ৮ হাদীস ৮০৭৯ আর্রোয়ানী, হাদীস ১১৮৬ সা'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ২২১৮)

অর্থাৎ আমার উম্মাতের মধ্য থেকে দু' জাতীয় মানুষই (কিয়ামতের দিন) আমার সুপারিশ পাবে না। তাদের একজন হচ্ছে বড় যালিম প্রশাসক এবং অন্যজন হচ্ছে প্রত্যেক ধর্মচ্যুত হঠকারী ব্যক্তি।

অত্যাচারী আমীরের সহযোগীরাও কিয়ামতের দিন হাউজে কাউসারের পানি পান থেকে বঞ্চিত থাকবে।

হযরত 'হুযাইফাহ্ ও হযরত জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

سَيَكُوْنُ أُمَرَاءُ فَسَقَةٌ جَوَرَةٌ ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَ أَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَ لَسْتُ مِنْهُ ، وَ لَنْ يَّرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ

(আহমাদ্ ৫/৩৮৪ হাদীস ১৫২৮৪ বাযযার, হাদীস ১৬০৬, ১৬০৭, ১৬০৯ হা'কিম ৪/৪২২ ত্বাবারানী/কবীর, হাদীস ৩০২০)

অর্থাৎ অচিরেই এমন আমীর আসবে যারা হবে ফাসিক ও যালিম। যারা তাদের মিথ্যাকে সত্য এবং তাদের যুলুমে সহযোগিতা করবে তারা আমার নয় আর আমিও তাদের নই। তারা কখনোই আমার হাউজে কাউসারে অবতরণ করবে না।

যে আমীর ও প্রশাসকরা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী চলে না এতদুপরি তারা প্রজাদের উপর যুলুম ও নির্যাতনের কারণে তাদের লা'নত ও ঘৃণার পাত্র হয় রাসূল ﷺ তাদেরকে সর্ব নিকৃষ্ট শাসক বলে আখ্যায়িত করেন।

হযরত আয়িয বিন্ 'আমর রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ

(মুসলিম, হাদীস ১৮৩০)

অর্থাৎ যালিমই হচ্ছে সর্ব নিকৃষ্ট প্রশাসক।

হযরত 'আউফ বিন্ মালিক ﷛ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

شِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَ يُبْغِضُوْنَكُمْ وَ تَلْعَنُوْنَهُمْ وَ يَلْعَنُوْنَكُمْ

(মুসলিম, হাদীস ১৮৫৫)

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যকার সর্ব নিকৃষ্ট প্রশাসক হচ্ছে ওরা যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তেমনিভাবে যাদেরকে তোমরা লা'নত করো এবং তারাও তোমাদেরকে লা'নত করে।

যারা রাসূল ﷺ এর আদর্শ অনুযায়ী বিচার করে না তাদেরকে তিনি বেকুব বলে আখ্যায়িত করেন।

হযরত জাবির ﷛ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ ! أَعَاذَكَ اللهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ ، أُمَرَاءَ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ ، لاَ يَهْتَدُوْنَ بِهَدْيِيْ ، وَ لاَ يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِيْ

(আব্দুর রায্যাক, হাদীস ২০৭১৯ আহ্মাদ্ ৩/৩২১, ৩৯৯ হাকিম ৩/৪৮০, ৪/৪২২ ইবনু হিব্বান, হাদীস ১৭২৩, ৪৫১৪ আবু নু'আইম/'হিল্য়াহ্ ৮/২৪৭)

অর্থাৎ হে কা'ব্ বিন্ 'উজ্রাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে বেকুবদের প্রশাসন থেকে রক্ষা করুন। আমার ইন্তিকালের পরে এমন কিছু আমির আসবে যারা আমার আদর্শে আদর্শবান এবং আমার সুন্নাতের অনুসারী হবে না।

ঠিক এরই বিপরীতে ন্যায় ও ইন্সাফ প্রতিষ্ঠাকারী প্রশাসকরা আল্লাহ্ তা'আলার 'আর্শের নিচে ছায়া পাবে এবং নূরের মিম্বারের উপর তাদের অবস্থান হবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷛ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : الإِمَامُ الْعَادِلُ

(বুখারী, হাদীস ৬৬০, ১৪২৩, ৬৪৭৯, ৬৮০৬ মুসলিম, হাদীস ১০৩১)

অর্থাৎ সাত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার 'আর্শের ছায়া পাবে যে দিন আর কোন ছায়া থাকবে না। তার মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন ইন্সাফ প্রতিষ্ঠাকারী রাষ্ট্রপতি।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ ، عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَ جَلَّ ، وَ كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ ، اَلَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِيْ حُكْمِهِمْ وَ أَهْلِيْهِمْ وَ مَا وَلُوْا

(মুসলিম, হাদীস ১৮২৭)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই ইন্সাফ প্রতিষ্ঠাকারীরা কিয়ামতের দিন পরম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার ডানে নূরের মিম্বারের উপর অবস্থান করবে। আর আল্লাহ্ তা'আলার উভয় হাতই ডান। ইন্সাফকারী ওরা যারা বিচার কার্যে, নিজ পরিবারবর্গে ও অধীনস্থদের উপর ইন্সাফ করবে।

আল্লাহ্ তা'আলা যালিমদেরকে খুব তাড়াতাড়ি নিজ ভুল শুধরে নেয়ার জন্য কিছু সময় অবশ্যই দিয়ে থাকেন। তবে যখন তিনি তাদেরকে একবার ধরবেন তখন কিন্তু আর কোন ছাড়াছাড়ি নেই।

হযরত আবু মূসা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ لَيُمْلِيْ لِلظَّالِمِ ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَ كَـذَلِكَ أَخْـذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَ هِيَ ظَالِمَةٌ ، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ﴾

(বুখারী, হাদীস ৪৬৮৬ মুসলিম, হাদীস ২৫৮৩)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা যালিমকে কিছু সময় সুযোগ দিয়ে থাকেন। তবে যখন তিনি তাকে একবার পাকড়াও করবেন তখন আর কিন্তু (শাস্তি না দিয়ে) তাকে ছাড়বেন না। অতঃপর রাসূল ﷺ উক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন যার অর্থঃ এভাবেই তিনি কোন জনপদ অধিবাসীদেরকে পাকড়াও

করেন যখন তারা অত্যাচার করে। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যাতনাদায়ক সুকঠিন। (হূদ : ১০২)

মযলুমের বদ্‌দো'আ আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই কবুল করেন। যদিও সে কাফির অথবা ফাসিক হয়ে থাকুক না কেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ হযরত মু'আয ﷺ কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বিদায়ী নসীহত করতে গিয়ে বলেনঃ

وَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

(বুখারী, হাদীস ১৪৯৬, ২৪৪৮, ৪৩৪৭ মুসলিম, হাদীস ১৯ আবু দাউদ, হাদীস ১৫৮৪ তিরমিযী, হাদীস ৬২৫ আহমাদ্, হাদীস ২০৭১)

অর্থাৎ মযলুমের বদ্‌দো'আ থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, তার বদ্‌দো'আ ও আল্লাহ্ তা'আলার মাঝে কোন পর্দা বা আড় নেই। অতএব তার বদ্‌দো'আ কবুল হবেই হবে।

হযরত খুযাইমাহ্ বিন্ সা'বিত ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اِتَّقُوْا دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ ، فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ ، يَقُوْلُ اللهُ: وَ عِزَّتِيْ وَ جَلاَلِيْ لأَنْصُرَنَّكَ وَ لَوْ بَعْدَ حِيْنٍ

(ত্বাবারানী/কাবীর খণ্ড ৪ হাদীস ৩৭১৮ সা'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ২২১৮)

অর্থাৎ তোমরা মযলুমের বদ্‌দো'আ থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, তার বদ্‌দো'আ মেঘমালার উপর উঠিয়ে নেয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমার সম্মান ও মহিমার কসম! আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবো যদিও তা কিছু দিন পরেই হোক না কেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ مُسْتَجَابَةٌ ، وَ إِنْ كَانَ فَاجِراً فَفُجُوْرُهُ عَلَى نَفْسِه

(আহ্মাদ্, হাদীস ৮৭৮১ ত্বাবারানী/আওসাত্ব, হাদীস ১১৮২)

অর্থাৎ মযলুমের বদ্দো'আ অবশ্যই গ্রহণীয়। যদি সে ফা'জির তথা গুনাহ্গার হয়ে থাকে তা হলে তার গুনাহ্ তারই ক্ষতি করবে। তবে তা তার ফরিয়াদ গ্রহণে কোন ধরনের বাধা সৃষ্টি করবে না।

হযরত আনাস্ বিন্ মা'লিক ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ وَ إِنْ كَانَ كَافِرًا ، لَيْسَ دُوْنَهَا حِجَابٌ

(আহ্মাদ্, হাদীস ১২৫৭১ সা'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ২২৩১)

অর্থাৎ মযলুমের বদ্ দো'আ কবুল হতে কোন বাধা নেই যদিও সে কাফির হয়ে থাকুক না কেন।

কেউ কারোর উপর কোন ধরনের যুলুম করে থাকলে তাকে আজই সে ব্যাপারে তার সাথে যে কোনভাবে মীমাংসা করে নিতে হবে। কারণ, কিয়ামতের দিন কারোর হাতে এমন কোন টাকাকড়ি থাকবে না যা দিয়ে তখন কোন মীমাংসা করা যেতে পারে। বরং তখন মীমাংসার একমাত্র মাধ্যম হবে সাওয়াব অথবা গুনাহ্। অন্যকে নিজ সাওয়াব দিয়ে দিবে নতুবা তার গুনাহ্ বহন করবে। এমনো তো হতে পারে যে, তাকে অন্যের গুনাহ্ বহন করেই জাহান্নামে যেতে হবে। আর তখনই তার মতো নিঃস্ব আর কেউই থাকবে না।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِه أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَ لاَ دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِه ، وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِه فَحُمِلَ عَلَيْهِ ، وَ فِيْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيْ: رَحِمَ

اللهُ عَبْدًا كَانَتْ لأَخِيْهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِيْ عِرْضٍ أَوْ مَالٍ ، فَجَاءَهُ ، فَاسْتَحَلَّهُ ...

(বুখারী, হাদীস ২৪৪৯, ৬৫৩৪ তিরমিযী, হাদীস ২৪১৯)

অর্থাৎ কারোর কাছে অন্য কারোর কোন হরণ করা অধিকার থাকলে (তা ইয্যত, সম্পদ অথবা যে কোন সম্পর্কীয় হোক না কেন) সে যেন তার সাথে আজই সে ব্যাপারে মীমাংসা করে নেয়। সে দিনের অপেক্ষা সে যেন না করে যে দিন কোন দীনার-দিরহাম তথা টাকা-পয়সা থাকবে না। সে দিন তার কোন নেক আমল থেকে থাকলে অন্যের অধিকার হরণের পরিবর্তে তার থেকে তা ছিনিয়ে নেয়া হবে। আর যদি সে দিন তার কোন নেক আমল না থেকে থাকে তা হলে তার প্রতিপক্ষের গুনাহ্ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوْا: الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَ لاَ مَتَاعَ ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِيْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَ صِيَامٍ وَ زَكَاةٍ ، وَ يَأْتِيْ قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَ قَذَفَ هَذَا ، وَ أَكَلَ مَالَ هَذَا ، وَ سَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَ ضَرَبَ هَذَا ، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُّقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ طُرِحَ فِيْ النَّارِ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৮১ তিরমিযী, হাদীস ২৪১৮)

অর্থাৎ তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সাহাবারা বললেনঃ নিঃস্ব সে ব্যক্তিই যার কোন দিরহাম তথা টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। রাসূল ﷺ বললেনঃ আমার উম্মাতের মধ্যে সে ব্যক্তিই নিঃস্ব যে কিয়ামতের দিন (আল্লাহ্ তা'আলার সামনে) অনেকগুলো নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। অথচ (হিসেব করতে গিয়ে) দেখা যাবে যে, সে অমুককে গালি দিয়েছে। অমুককে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে। অমুকের সম্পদ খেয়ে ফেলেছে।

অমুকের রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং অমুককে মেরেছে। তখন একে তার কিছু সাওয়াব দেয়া হবে এবং ওকে আরো কিছু। এমনিভাবে যখন তার সকল সাওয়াব ও পুণ্য শেষ হয়ে যাবে অথচ এখনো তার দেনা বাকি তখন ওদের গুনাহ্ সমূহ তার উপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে জাহান্নামে দেয়া হবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷛ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৮২)

অর্থাৎ তোমরা সকলেই কিয়ামতের দিন অন্যের হক্ব অধিকার সমূহ সেগুলোর অধিকারীদেরকেই পৌঁছিয়ে দিবে অবশ্যই। এমনকি সে দিন শিংবিশিষ্ট ছাগল থেকেও শিংবিহীন ছাগলের জন্য ক্বিসাস্ তথা সমপ্রতিশোধ নেয়া হবে।

কেউ মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কারোর কোন অধিকার অবৈধভাবে হরণ করলে তাকে অবশ্যই সে জন্য জাহান্নামে যেতে হবে এবং জান্নাত হবে তার উপর হারাম।

হযরত আবু উমামাহ্ ﷛ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ ، وَ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَ إِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا ، يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: وَ إِنْ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ

(মুসলিম, হাদীস ১৩৭)

অর্থাৎ কেউ (মিথ্যা) কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের অধিকার হরণ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম বাধ্যতামূলক করেন এবং জান্নাত হারাম করে দেন। জনৈক (সাহাবী) বলেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! যদিও সামান্য কোন কিছু হোক না কেন। রাসূল ﷺ বলেনঃ যদিও "আরাক"

গাছের ডাল সমপরিমাণ হোক না কেন। যা মিসওয়াকের গাছ।

বিশেষ করে কেউ কারোর জমিন অবৈধভাবে হরণ করলে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট হবেন এবং সে পরিমাণ সাত স্তর জমিন তার গলায় পরিয়ে দিবেন।

হযরত ওয়ায়িল বিন্ 'হুজ্‌র ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

(মুসলিম, হাদীস ১৩৯)

অর্থাৎ কেউ কারোর জমিন অবৈধভাবে হরণ করলে সে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তখন তিনি তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট।

হযরত 'আ'য়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مِنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ

(বুখারী, হাদীস ২৪৫৩, ৩১৯৫ মুসলিম, হাদীস ১৬১২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারোর এক বিঘত সমপরিমাণ জমিন অবৈধভাবে হরণ করলো (কিয়ামতের দিন) তার গলায় সাত জমিন পরিয়ে দেয়া হবে।

কোন যালিমের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য যা করতে হয়ঃ

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

إِذَا أَتَيْتَ سُلْطَانًا مَهِيْبًا تَخَافُ أَنْ يَسْطُوَ بِكَ فَقُلْ: اللهُ اَكْبَرُ ، اللهُ أَعَزُّ مِنْ خَلْقِه جَمِيْعًا، اللهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَ أَحْذَرُ ، أَعُوْذُ بِاللهِ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ، الْمُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ أَنْ يَّقَعْنَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِه ، مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلاَنٍ وَ جُنُوْدِه وَ أَتْبَاعِه وَ أَشْيَاعِه مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ ، اَللَّهُمَّ كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ ، جَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَ عَزَّ جَارُكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ – ثَلاَثَ مَرَّاتٍ –

(ইব্নু আবী শাইবাহ্ খণ্ড ৬ হাদীস ২৯১৭৭ ত্বাবারানী/কাবীর খণ্ড ১০ হাদীস ১০৫৯৯ সা'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ২২৩৮)

অর্থাৎ যখন তুমি ভয়ঙ্কর কোন রাষ্ট্রপতির সামনে উপস্থিত হও এবং তার যুলুম ও আক্রমণের ভয় পাও তখন উপরোক্ত দো'আটি বলবে যার অর্থঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বমহান। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সকল সৃষ্টি থেকেও অধিক সম্মানী। আমি যা ভয় পাচ্ছি অথবা যে ব্যাপারে আশঙ্কা করছি এর চাইতেও আল্লাহ্ তা'আলা অনেক ঊর্ধ্বে। আমি আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় চাচ্ছি। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। তিনিই সমস্ত আকাশ মণ্ডলকে ধরে রেখেছেন যেন তাঁর অনুমতি ছাড়া তা ভূমণ্ডলে ভেঙ্গে না পড়ে। (হে আল্লাহ্! আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি) আপনার অমুক বান্দাহ্, তার সেনাবাহিনী, অনুসারী ও অনুগামীদের অনিষ্ট থেকে। চাই তারা জিন হোক অথবা মানব। হে আল্লাহ্! আপনি তাদের অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করুন। আপনি প্রশংসিত সুমহান। আপনার আশ্রয়ই বড় আশ্রয়। আপনার নাম কতই না বরকতময়। আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। উক্ত দো'আটি তিন বার বলবে।

২০. গর্ব, দাম্ভিকতা ও আত্মঅহঙ্কারঃ

গর্ব, দাম্ভিকতা, অহঙ্কার ও অহংবোধ একটি মারাত্মক অপরাধ। যা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খুবই অপছন্দনীয় এবং যা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অসন্তুষ্টি ও জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণও বটে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ﴾

(না'হ্ল : ২৩)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) অহংকারীদেরকে ভালোবাসেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ رَجُلٍ يَخْتَالُ فِيْ مِشْيَتِهِ وَ يَتَعَاظَمُ فِيْ نَفْسِهِ إِلاَّ لَقِيَ اللهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

(আহ্মাদ্, হাদীস ৫৯৯৫ বুখারী/আল্-আদাবুল্ মুফ্রাদ্, হাদীস ৫৪৯ হা'কিম ১/৬০)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি গর্বভরে চলাফেরা করলে এবং যে সত্যিই আত্মম্ভরী সে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তখন তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট থাকবেন।

হযরত আবু সা'ঈদ খুদ্রী ও হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْعِزُّ إِزَارُهُ ، وَ الْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ ، فَمَنْ يُنَازِعُنِيْ عَذَّبْتُهُ

(মুসলিম, হাদীস ২৬২০)

অর্থাৎ ইয্যত তাঁর (আল্লাহ্ তা'আলার) নিম্ন বসন এবং গর্ব তাঁর চাদর। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে আমার সাথে দ্বন্দ্ব করবে তাকে আমি শাস্তি দেবো।

হযরত মূসা عليه السلام সকল গর্বকারীদের থেকে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় কামনা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ قَالَ مُوْسَى إِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَ رَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَّ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴾

(গাফির/মু'মিন : ২৭)

অর্থাৎ মূসা عليه السلام বললোঃ যারা হিসাব দিবসে বিশ্বাসী নয় সে সকল অহঙ্কারী ব্যক্তি থেকে আমি আমার ও তোমাদের প্রভুর আশ্রয় কামনা করছি।

সর্ব প্রথম গুনাহ্ যা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে করা হয়েছে তা হচ্ছে অহঙ্কার।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوْا لآدَمَ فَسَجَدُوْا إِلاَّ إِبْلِيْسَ ، أَبَى وَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ﴾

(বাক্বারাহ্ : ৩৪)

অর্থাৎ যখন আমি ফিরিশ্তাদেরকে বললামঃ তোমরা আদমকে সিজদাহ্ করো। তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সিজদাহ্ করলো। শুধুমাত্র সেই অহঙ্কার বশত সিজদাহ্ করতে অস্বীকার করলো। আর তখনই সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

দলীল বিহীন যারা কোর'আন ও হাদীস নিয়ে অন্যের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় তারা অহঙ্কারীই বটে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ، إِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ، مَا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ، فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴾

(গাফির/মু'মিন : ৫৬)

অর্থাৎ যারা দলীল বিহীন আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত সমূহ নিয়ে ঝগড়া করে তাদের অন্তরে রয়েছে শুধু অহঙ্কারই অহঙ্কার। তারা তাদের উদ্দেশ্যে কখনো সফলকাম হবে না। অতএব তুমি আল্লাহ্ তা'আলার শরণাপন্ন হও। তিনিই তো সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।

গর্বকারীরা সত্যিই জাহান্নামী এবং যাদেরকে নিয়ে জাহান্নাম জান্নাতের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়েছে।

হযরত 'হা'রিসা বিন্ ওয়াহ্ব ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ قَالُوْا: بَلَى ، قَالَ: كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ

(বুখারী, হাদীস ৪৯১৮, ৬০৭১, ৬৬৫৭ মুসলিম, হাদীস ২৮৫৩)

অর্থাৎ আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে সংবাদ দেবো না? সাহাবারা বললেনঃ অবশ্যই দিবেন। তখন তিনি বলেনঃ জাহান্নামী হচ্ছে প্রত্যেক কঠিন প্রকৃতির ধনী কৃপণ অহঙ্কারী।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

تَحَاجَّتِ النَّارُ وَ الْجَنَّةُ ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ وَ الْمُتَجَبِّرِيْنَ ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فَمَا لِيْ لاَ يَدْخُلُنِيْ إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَ سَقَطُهُمْ وَ عَجَزُهُمْ

(মুসলিম, হাদীস ২৮৪৬)

অর্থাৎ জাহান্নাম ও জান্নাত পরস্পর তর্ক করছিলো। জাহান্নাম বললোঃ আমাকে দাম্ভিক ও অহঙ্কারী মানুষগুলো দেয়া হয়েছে যা তোমাকে দেয়া হয়নি। জান্নাত বললোঃ আমার কি দোষ যে, দুর্বল, অক্ষম ও গুরুত্বহীন মানুষগুলোই আমার ভেতর প্রবেশ করছে।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ، قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَ نَعْلُهُ حَسَنَةً ، قَالَ: إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَ غَمْطُ النَّاسِ

(মুসলিম, হাদীস ৯১)

অর্থাৎ যার অন্তরে অণু পরিমাণ গর্ব থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জনৈক সাহাবী বললোঃ মানুষ তো চায় যে, তার কাপড় সুন্দর হোক এবং তার জুতো সুন্দর হোক (তাও কি গর্ব বলে গণ্য হবে?) রাসূল ﷺ বললেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সুন্দর। অতএব তিনি সুন্দরকেই পছন্দ করেন। তবে গর্ব হচ্ছে সত্য প্রত্যাখ্যান এবং মানব অবমূল্যায়ন।

গর্বকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন মানুষের আকৃতিতেই ছোট পিপীলিকার ন্যায় উঠাবেন। তখন তাদের লাঞ্ছনার আর কোন সীমা থাকবে না।

হযরত 'আমর বিন্ শু'আইব্ তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেনঃ তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِيْ صُوَرِ الرِّجَالِ ، يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ

كُلِّ مَكَانٍ ، فَيُسَاقُوْنَ إِلَى سِجْنٍ فِيْ جَهَنَّمَ – يُسَمَّى بُـــوْلَسَ – تَعْلُـــوْهُمْ نَـــارُ الأَنْيَارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ ؛ طِيْنَةَ الْخَبَالِ

(তিরমিযী, হাদীস ২৪৯২ আহ্মাদ্, হাদীস ৬৬৭৭ দায়লামী, হাদীস ৮৮২১ বায্যার, হাদীস ৩৪২৯)

অর্থাৎ গর্বকারীদেরকে কিয়ামতের দিন মানুষের আকৃতিতেই ছোট পিপীলিকার ন্যায় উঠানো হবে। সর্ব দিক থেকে লাঞ্ছনা তাদেরকে ছেয়ে যাবে। "বূলাস" নামক জাহান্নামের একটি জেলখানার দিকে তাদেরকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তাদের উপরে থাকবে শুধু আগুন আর আগুন এবং তাদেরকে জাহান্নামীদের পুঁজরক্ত পান করানো হবে।

একদা বানী ইস্রা'ঈলের জনৈক ব্যক্তি গর্ব করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কঠিন শাস্তি দেন। রাসূল ﷺ এর যুগেও এমন একটি ঘটনা ঘটে যায়।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ‎رضي الله عنه‎ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ فِيْ حُلَّةٍ ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(বুখারী, হাদীস ৫৭৮৯, ৫৭৯০ মুসলিম, হাদীস ২০৮৮)

অর্থাৎ একদা জনৈক ব্যক্তি এক জোড়া জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরে (রাস্তা দিয়ে) চলছিলো। তাকে নিয়েই তার খুব গর্ববোধ হচ্ছিলো। তার জমকালো লম্বা চুলগুলো সে খুব যত্নসহকারে আঁচড়িয়ে রেখেছিলো। হঠাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভূমিতে ধ্বসিয়ে দেন এবং সে কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই নিচের দিকে নামতে থাকবে।

হযরত সালামাহ্ বিন্ আকওয়া' ‎رضي الله عنه‎ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَكَلَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِشِمَالِهِ ، فَقَالَ: كُلْ بِيَمِيْنِكَ ، قَالَ: لاَ أَسْتَطِيْعُ،

قَالَ: لاَ اسْتَطَعْتَ ، مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ

(মুসলিম, হাদীস ২০২১ ইব্নু হিব্বান খণ্ড ১৪ হাদীস ৬৫১২, ৬৫১৩ বাইহাক্বী, হাদীস ১৪৩৮৮ ইব্নু আবী শাইবাহ্, হাদীস ২৪৪৪৫ দা'রামী, হাদীস ২০৩২ আবু 'আওয়ানাহ্, ৮২৪৯, ৮২৫১, ৮২৫২ আহ্মাদ্, হাদীস ১৬৫৪০, ১৬৫৪৬, ১৬৫৭৮ ত্বাবারানী/কাবীর খণ্ড ৭ হাদীস ৬২৩৫, ৬২৩৬ ইব্নু 'হুমাইদ্, হাদীস ৩৮৮)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিকট বাম হাতে খাচ্ছিলো। তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেনঃ ডান হাতে খাও। সে বললোঃ আমি ডান হাতে খেতে পারবো না। রাসূল ﷺ বললেনঃ ঠিক আছে ; তুমি আর পারবেও না। দম্ভের কারণেই সে তা করতে রাজি হয়নি। অতএব সে আর কখনো ডান হাত মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা দাম্ভিকের সাথে কথা বলবেন না, তার দিকে রহ্মতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না, তাকে গুনাহ্ থেকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لاَ يُزَكِّيْهِمْ وَ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ لَهُمْ عَـــذَابٌ أَلِيْمٌ: شَيْخٌ زَانٍ ، وَ مَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَ عَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

(মুসলিম, হাদীস ১০৭)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদেরকে গুনাহ্ থেকেও পবিত্র করবেন না, তাদের দিকে রহ্মতের দৃষ্টিতেও তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তারা হচ্ছে বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যুক রাষ্ট্রপতি ও দাম্ভিক ফকির।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ

(বুখারী, হাদীস ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪ মুসলিম, হাদীস ২০৮৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি গর্ব করে নিজ নিম্ন বসন মাটিতে টেনে চলবে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি রহ্মতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

২১. মদ্য পান অথবা যে কোন মাদকদ্রব্য সেবনঃ

মদ্য পান অথবা যে কোন নেশাকর দ্রব্য গ্রহণ তথা সেবন (চাই তা খেয়ে কিংবা পান করেই হোক অথবা ঘ্রাণ নেয়া কিংবা ইন্জেকশন গ্রহণের মাধ্যমেই হোক) একটি মারাত্মক কবীরা গুনাহ্। যার উপর আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর অভিশাপ ও অভিসম্পাত রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদের মধ্যে মদ্যপান তথা যে কোন নেশাকর দ্রব্য গ্রহণ অথবা সেবনকে শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। শয়তান চায় এরই মাধ্যমে মানুষে মানুষে শত্রুতা, হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ্'র স্মরণ ও নামায থেকে মানুষকে গাফিল করতে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ، إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِيْ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ، وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴾

(মা'য়িদাহ্ : ৯০-৯১)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ (নেশাকর দ্রব্য), জুয়া, মূর্তি ও লটারীর তীর এ সব নাপাক ও গর্হিত বিষয়। শয়তানের কাজও বটে। সুতরাং এগুলো থেকে তোমরা সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকো। তা হলেই তো তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো এটিই চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের

পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ ও নামায থেকে তোমরা বিরত থাকো। সুতরাং এখনো কি তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাকবে না?

উক্ত আয়াতে মদ্যপানকে শির্কের পাশাপাশি উল্লেখ করা, উহাকে অপবিত্র ও শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করা, তা থেকে বিরত থাকার ইলাহী আদেশ, তা বর্জনে সমূহ কল্যাণ নিহিত থাকা, এরই মাধ্যমে শয়তানের মানুষে মানুষে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ ও নামায থেকে গাফিল রাখার চেষ্টা এবং পরিশেষে ধমকের সুরে তা থেকে বিরত থাকার আদেশ থেকে মদ্যপানের ভয়ঙ্করতার পর্যায়টি সুস্পষ্টরূপেই প্রতিভাত হয়।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ مَشَى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، وَ قَالُوْا: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَ جُعِلَتْ عِدْلاً لِلشِّرْكِ

(ত্বাবারানী/কাবীর খণ্ড ১২ হাদীস ১২৩৯৯ হা'কিম খণ্ড ৪ হাদীস ৭২২৭)

অর্থাৎ যখন মদ্যপান হারাম করে দেয়া হলো তখন সাহাবারা একে অপরের নিকট গিয়ে বলতে লাগলোঃ মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে এবং উহাকে শির্কের পাশাপাশি অবস্থানে রাখা হয়েছে।

মদ বা মাদকদ্রব্য সকল অকল্যাণ ও অঘটনের মূল।

হযরত আবুদ্দারদা' رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমাকে আমার প্রিয় বন্ধু (রাসূল ﷺ) এ মর্মে ওয়াসিয়াত করেনঃ

لاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ ؛ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৩৪)

অর্থাৎ (কখনো) তুমি মদ পান করো না। কারণ, তা সকল অকল্যাণ ও অঘটনের চাবিকাঠি।

একদা বনী ইস্রাঈলের জনৈক রাষ্ট্রপতি সে যুগের জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তিকে চারটি কাজের যে কোন একটি করতে বাধ্য করে। কাজগুলো হলোঃ মদ্য পান, মানব হত্যা, ব্যভিচার ও শুকরের গোস্ত খাওয়া। এমনকি তাকে এর কোন না কোন একটি করতে অস্বীকার করলে তাকে হত্যার হুমকিও দেয়া হয়। পরিশেষে উক্ত ব্যক্তি বাধ্য হয়ে মদ্য পানকেই সহজ মনে করে তা করতে রাজি হলো। যখন সে মদ্য পান করে সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে গেলো তখন উক্ত সকল কাজ করাই তার জন্য সহজ হয়ে গেলো।

এ কথা সবারই জানা থাকা দরকার যে, হাদীসের পরিভাষায় সকল মাদক দ্রব্যকেই "খাম্‌র" বলা হয় তথা সবই মদের অন্তর্ভুক্ত। আর মদ বলতেই তো সবই হারাম।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

(মুসলিম, হাদীস ২০০৩ আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৭৯ ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৫০, ৩৪৫৩)

অর্থাৎ প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই মদ বা মদ জাতীয়। আর প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই তো হারাম। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, প্রত্যেক মদ জাতীয় বস্তুই হারাম।

হযরত 'আয়িশা, 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্‌উদ্, মু'আবিয়াহ্ ও হযরত আবু মূসা ﵃ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ কে মধুর সুরার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

(মুসলিম, হাদীস ২০০১ আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৮২ ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৪৯, ৩৪৫১, ৩৪৫২, ৩৪৫৪)

অর্থাৎ প্রত্যেক পানীয় যা নেশাকর তা সবই হারাম। অন্য শব্দে, প্রত্যেক

নেশাকর বস্তুই হারাম।

তেমনিভাবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, যে বস্তুটি বেশি পরিমাণে সেবন করলে নেশা আসে তা সামান্য পরিমাণে সেবন করাও হারাম।

হযরত জা'বির বিন্ 'আব্দুল্লাহ্, হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর ও হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৮১ তিরমিযী, হাদীস ১৮৬৪, ১৮৬৫ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৫৫, ৩৪৫৬, ৩৪৫৭)

অর্থাৎ প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই হারাম এবং যে বস্তুটির বেশি পরিমাণ নেশাকর তার সামান্যটুকুও হারাম।

শুধু আঙ্গুরের মধ্যেই মদের ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা যে কোন বস্তু থেকেও বানানো যেতে পারে এবং তা সবই হারাম।

হযরত নু'মান বিন্ বাশীর ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا ، وَ إِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا ، وَ إِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْــرًا ، وَ إِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا ، وَ إِنَّ مِنَ الشَّعِيْرِ خَمْرًا ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: وَ مِنَ الزَّبِيْبِ خَمْرًا

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৭৬ তিরমিযী, হাদীস ১৮৭২)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আঙ্গুর থেকে যেমন মদ হয় তেমনিভাবে খেজুর, মধু, গম এবং যব থেকেও তা হয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কিসমিস থেকেও মদ হয়।

হযরত নু'মান বিন্ বাশীর ﷺ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيْرِ ، وَ الزَّبِيْبِ ، وَ التَّمْرِ ، وَ الْحِنْطَةِ ، وَ الشَّعِيْرِ ، وَالذُّرَةِ، وَ إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৭৭)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই মদ যেমন যে কোন ফলের রস বিশেষভাবে আঙ্গুরের রস থেকে তৈরি হয় তেমনিভাবে কিসমিস, খেজুর, গম, যব এবং ভুট্টা থেকেও তা তৈরি হয়। আর আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রত্যেক নেশাকর দ্রব্য গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করছি।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা হযরত 'উমর ﷺ মিম্বারে উঠে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও রাসূল ﷺ এর উপর দরূদ পাঠের পর বললেনঃ

نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَ هِيَ مِنْ خَمْسَةٍ : الْعِنَبِ وَ التَّمْرِ وَ الْعَسَلِ وَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ، وَ الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ

(বুখারী, হাদীস ৪৬১৯, ৫৫৮১, ৫৫৮৮, ৫৫৮৯ মুসলিম, হাদীস ৩০৩২ আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৯)

অর্থাৎ মদ হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তখন পাঁচটি বস্তু দিয়েই মদ তৈরি হতো। আর তা হচ্ছে, আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম এবং যব। তবে মদ বলতে এমন সব বস্তুকেই বুঝানো হয় যা মানব ব্রেইনকে প্রমত্ত করে।

আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ মদ সংশ্লিষ্ট দশ শ্রেণীর লোককে লা'নত তথা অভিসম্পাত করেন।

হযরত আনাস্ বিন্ মালিক ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ الْخَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا ، وَ مُعْتَصِرَهَا ، وَ شَارِبَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَ الْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ ، وَ سَاقِيَهَا ، وَ بَائِعَهَا ، وَ آكِلَ ثَمَنِهَا ، وَ الْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَ الْمُشْتَرَاةَ لَهُ ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ، وَ فِي رِوَايَةٍ: لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَ شَارِبَهَا ...

(তিরমিযী, হাদীস ১২৯৫ আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৭৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৪৩, ৩৪৪৪)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ মদের ব্যাপারে দশ জন ব্যক্তিকে লা'নত বা অভিসম্পাত করেনঃ যে মদ বানায়, যে মূল কারিগর, যে পান করে, বহনকারী, যার নিকট বহন করে নেয়া হয়, যে অন্যকে পান করায়, বিক্রেতা, যে লাভ খায়, খরিদদার এবং যার জন্য খরিদ করা হয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সরাসরি মদকেই অভিসম্পাত করা হয়। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ তা'আলা অভিসম্পাত করেন মদ ও মদপানকারীকে ...।

কেউ দুনিয়াতে মদ পান করে থাকলে আখিরাতে সে আর মদ পান করতে পারবে না। যদিও সে জান্নাতী হোক না কেন যতক্ষণ না সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খাঁটি তাওবা করে নেয়।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِيْ الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِيْ الْآخِرَةِ إِلاَّ أَنْ يَتُوْبَ ، وَ فِيْ رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيْ: وَ إِنْ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ

(বুখারী, হাদীস ৫২৫৩ মুসলিম, হাদীস ২০০৩ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৩৬ বায়হাক্বী খণ্ড ৩ হাদীস ৫১৮১ খণ্ড ৮ হাদীস ১৭১১৩ শু'আবুল্ ঈমান ২/১৪৮ সা'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীবি, হাদীস ২৩৬১)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করলো সে আর আখিরাতে মদ পান করতে পারবে না যতক্ষণ না সে খাঁটি তাওবা করে নেয়। ইমাম বায়হাক্বীর বর্ণনায় রয়েছে, যদিও তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়।

অভ্যস্ত মাদকসেবী মূর্তিপূজক সমতুল্য। সে জান্নাতে যাবে না।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৩৮)

অর্থাৎ অভ্যস্ত মাদকসেবী মূর্তিপূজক সমতুল্য।

হযরত আবু মূসা আশ্'আরী ﷛ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَا أُبَالِيْ شَرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عَبَدتُّ هَذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُوْنِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ

(নাসায়ী, হাদীস ৫১৭৩ সা'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীবি, হাদীস ২৩৬৫)

অর্থাৎ মদ পান করা এবং আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতিরেকে এ (কাঠের) খুঁটিটির ইবাদাত করার মধ্যে আমি কোন পার্থক্য করি না। কারণ, উভয়টিই আমার ধারণা মতে একই পর্যায়ের অপরাধ।

হযরত আবুদ্দারদা' ﷛ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৩৯)

অর্থাৎ অভ্যস্ত মাদকসেবী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

কোন ব্যক্তি যে কোন মাদকদ্রব্য সেবন করে নেশাগ্রস্ত বা মাতাল হলে আল্লাহ্ তা'আলা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন নামায কবুল করবেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ سَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا ، وَ إِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَ إِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَ إِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَ إِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَّسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَ مَا رَدْغَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৪০)

অর্থাৎ কেউ মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হলে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল

করা হবে না এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তবে যদি সে খাঁটি তাওবাহ্ করে নেয় তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবাহ্ কবুল করবেন। এরপর আবারো যদি সে মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হয় তা হলে আবারো তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হবে না এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তবুও যদি সে খাঁটি তাওবাহ্ করে নেয় তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবাহ্ কবুল করবেন। এরপর আবারো যদি সে মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হয় তা হলে আবারো তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হবে না এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তবুও যদি সে খাঁটি তাওবাহ্ করে নেয় তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবাহ্ কবুল করবেন। এরপর আবারো যদি সে মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হয় তখন আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব হবে কিয়ামতের দিন তাকে "রাদ্গাতুল্ খাবা'ল্" পান করানো। সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! "রাদ্গাতুল্ খাবা'ল্" কি? রাসূল ﷺ বললেনঃ তা হচ্ছে জাহান্নামীদের পুঁজ।

মদ্যপায়ী ব্যক্তি মদ পানের সময় ঈমানদার থাকে না।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَزْنِيْ الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ، وَ لاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ، وَ لاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ؛ وَ لاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيْهَا أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ، وَ التَّوْبَةُ مَعْرُوْضَةٌ بَعْدُ

(বুখারী, হাদীস ২৪৭৫, ৫৫৭৮, ৬৭৭২, ৬৮১০ মুসলিম, হাদীস ৫৭ আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৮৯ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪০০৭)

অর্থাৎ ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। চোর যখন চুরি করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। মদ পানকারী যখন মদ পান করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। লুটেরা যখন মানব জনসম্মুখে লুট করে

তখন সে ঈমানদার থাকে না। তবে এরপরও তাদেরকে তাওবা করার সুযোগ দেয়া হয়।

স্বাভাবিকভাবে কোন এলাকায় মদের বহুল প্রচলন ঘটলে তখন পৃথিবীতে স্বভাবতই ভূমি ধস হবে, মানুষের আঙ্গিক অথবা মানসিক বিকৃতি ঘটবে এবং আকাশ থেকে আল্লাহ্'র আযাব অবতীর্ণ হবে।

হযরত 'ইম্‌রান বিন্ 'হুস্বাইন ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

فِيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَ مَسْخٌ وَ قَذْفٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَ مَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَ الْمَعَازِفُ وَ شُرِبَتِ الْخُمُوْرُ

(তিরমিযী, হাদীস ২২১২)

অর্থাৎ এ উম্মতের মাঝে ভূমি ধস, মানুষের আঙ্গিক অথবা মানসিক বিকৃতি এবং আকাশ থেকে আল্লাহ্'র আযাব অবতীর্ণ হবে। তখন জনৈক মুসলমান বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! সেটা আবার কখন? রাসূল ﷺ বললেনঃ যখন গায়ক-গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রকাশ্য প্রচলন ঘটবে এবং মদ্য পান করা হবে।

এতদুপরি মদ পানের পাশাপাশি মদ পান করাকে হালাল মনে করা হলে সে জাতির ধ্বংস তো একেবারেই অনিবার্য।

হযরত আনাস্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا اسْتَحَلَّتْ أُمَّتِيْ خَمْسًا فَعَلَيْهِمُ الدَّمَارُ : إِذَا ظَهَرَ التَّلَاعُنُ ، وَ شَرِبُوْا الْخُمُوْرَ ، وَ لَبِسُوْا الْحَرِيْرَ ، وَ اتَّخَذُوْا الْقِيَانَ ، وَ اكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ ، وَ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ

(সা'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীবি, হাদীস ২৩৮৬)

অর্থাৎ যখন আমার উম্মত পাঁচটি বস্তুকে হালাল মনে করবে তখন তাদের ধ্বংস একেবারেই অনিবার্য। আর তা হচ্ছে, একে অপরকে যখন প্রকাশ্যে লা'নত করবে, মদ্য পান করবে, পুরুষ হয়ে সিল্কের কাপড় পরিধান করবে, গায়িকাদেরকে সাদরে গ্রহণ করবে, (যৌন ব্যাপারে) পুরুষ পুরুষের জন্য যথেষ্ট

এবং মহিলা মহিলার জন্য যথেষ্ট হবে।

ফিরিশ্‌তারা মদ্যপায়ীর নিকটবর্তী হন না।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

ثَلاَثَةٌ لاَ تَقْرَبُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ : اَلْجُنُبُ وَ السَّكْرَانُ وَ الْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوْقِ

(সা'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তার্হীবি, হাদীস ২৩৭৪)

অর্থাৎ ফিরিশ্‌তারা তিন ধরনের মানুষের নিকটবর্তী হন না। তারা হচ্ছে, জুনুবী ব্যক্তি (যার গোসল ফরয হয়েছে) মদ্যপায়ী এবং "খালূক্ব" (যাতে যা'ফ্রানের মিশ্রণ খুবই বেশি) সুগন্ধ মাখা ব্যক্তি।

ঈমানদার ব্যক্তি যেমন মদ পান করতে পারে না তেমনিভাবে সে মদ পানের মজলিসেও উপস্থিত হতে পারে না।

হযরত জা'বির ও হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ ﷺ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَشْرَبِ الْخَمْرَ ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

(আহ্মাদ্, হাদীস ১৪৬৯২ ত্বাবারানী/কাবীর খণ্ড ১১ হাদীস ১১৪৬২ আওসাত্ব, হাদীস ২৫১০ দা'রামী, হাদীস ২০৯২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন মদ পান না করে এবং যে মজলিসে মদ পান করা হয় সেখানেও যেন সে না বসে।

যে ব্যক্তি জান্নাতে মদ পান করতে ইচ্ছুক সে যেন দুনিয়াতে মদ পান না করে এবং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করতে সক্ষম হয়েও তা পান করেনি আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাকে জান্নাতে মদ পান করাবেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّسْقِيَهُ اللهُ الْخَمْرَ فِيْ الآخِرَةِ فَلْيَتْرُكْهَا فِيْ الدُّنْيَا ، وَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ

يَّكْسُوَهُ اللهُ الْحَرِيْرَ فِيْ الآخِرَةِ فَلْيَتْرُكْهُ فِيْ الدُّنْيَا

(ত্বাবারানী/আওসাত্ব খণ্ড ৮ হাদীস ৮৮৭৯)

অর্থাৎ যার মনে চায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আখিরাতে মদ পান করাবেন সে যেন দুনিয়াতে মদ পান করা ছেড়ে দেয় এবং যার মনে চায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আখিরাতে সিল্কের কাপড় পরাবেন সে যেন দুনিয়াতে সিল্কের কাপড় পরা ছেড়ে দেয়।

হযরত আনাস্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ لأَسْقِيَنَّهُ مِنْهُ فِيْ حَظِيْرَةِ الْقُدُسِ

(সা'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তার্হীবি, হাদীস ২৩৭৫)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ যে ব্যক্তি মদ পান করতে সক্ষম হয়েও তা পান করেনি আমি তাকে অবশ্যই জান্নাতে মদ পান করাবো।

যে ব্যক্তি প্রথম বারের মতো নেশাগ্রস্ত হয়ে নামায পড়তে পারলো না সে যেন দুনিয়া ও দুনিয়ার উপরিভাগের সব কিছুর মালিক ছিলো এবং তা তার থেকে একেবারেই ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ سُكْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً ؛ فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَ مَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا ، وَ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ سُكْرًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَّسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ ، قِيْلَ: وَ مَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ جَهَنَّمَ

(হা'কিম, হাদীস ৭২৩৩ বাইহাক্বী, হাদীস ১৬৯৯, ১৭১১৫ ত্বাবারানী/আওসাত্ব, হাদীস ৬৩৭১ আহ্মাদ্, হাদীস ৬৬৫৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রথম বারের মতো নেশাগ্রস্ত হয়ে নামায ছেড়ে দিলো সে যেন দুনিয়া ও দুনিয়ার উপরিভাগের সব কিছুর মালিক ছিলো এবং তা তার থেকে একেবারেই ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। আর যে ব্যক্তি চতুর্থ বারের মতো নেশাগ্রস্ত

হয়ে নামায ছেড়ে দিলো আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব হবে তাকে "ত্বীনাতুল্ খাবাল্" পান করানো। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ "ত্বীনাতুল্ খাবাল্" বলতে কি? রাসূল ﷺ বললেনঃ তা হচ্ছে জাহান্নামীদের পুঁজরক্ত।

কোন রোগের চিকিৎসা হিসেবেও মদ পান করা যাবে না।

হযরত ত্বারিক্ব বিন্ সুওয়াইদ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি নবী ﷺ কে চিকিৎসার জন্য মদ তৈরি করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ ، وَ لَكِنَّهُ دَاءٌ

(মুসলিম, হাদীস ১৯৮৪ আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৭৩)

অর্থাৎ মদ তো ওষুধ নয় বরং তা রোগই বটে।

হযরত উম্মে সালামাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

(বাইহাক্বী, হাদীস ১৯৪৬৩ ইব্নু হিব্বান খণ্ড ৪ হাদীস ১৩৯১)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হারাম বস্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য কোন চিকিৎসা রাখেননি।

নামের পরিবর্তনে কখনো কোন জিনিস হালাল হয়ে যায় না। সুতরাং নেশাকর দ্রব্য যে কোন আধুনিক নামেই সমাজে চালু হোক না কেন তা কখনো হালাল হতে পারে না। অতএব তামাক, সাদাপাতা, জর্দা, গুল, পচা তথা মদো সুপারি ইত্যাদি হারাম। কারণ, তা নেশাকর। সামান্য পরিমাণেই তা খাওয়া হোক অথবা বেশি পরিমাণে। পানের সাথেই তা খাওয়া হোক অথবা এমনিতেই চিবিয়ে চিবিয়ে। ঠোঁট ও দাঁতের মাড়ির ফাঁকেই সামান্য পরিমাণে তা রেখে দেয়া হোক অথবা তা গিলে ফেলা হোক। নেশা হিসেবেই তা ব্যবহার করা হোক অথবা অভ্যাসগতভাবে। মোটকথা, উহার সর্বপ্রকার ও সর্বপ্রকারের ব্যবহার সবই হারাম।

হযরত আবু উমামাহ্ বাহিলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ

ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَذْهَبُ اللَّيَالِيْ وَ الأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ فِيْهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ الْخَمْرَ ؛ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৪৭)

অর্থাৎ রাত-দিন যাবে না তথা কিয়ামত আসবে না যতক্ষণ না আমার একদল উম্মত মদ পান করে। তবে তা মদের নামেই পান করবে না বরং অন্য নামে।

হযরত 'উবাদাহ্ বিন্ স্বামিত ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّوْنَهَا إِيَّاهُ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৪৮)

অর্থাৎ আমার একদল উম্মত মদ পান করবে। তবে তা নতুন নামে যা তারা তখন আবিষ্কার করবে।

কেউ কেউ আবার মদ পান না করলেও মদের ব্যবসার সাথে যে কোনভাবে অবশ্যই জড়িত। মদ পান না করলেও মদ বিক্রির টাকা খান। ধূমপান না করলেও সিগারেট ও বিড়ি বিক্রির টাকা খান। ধূমপান না করলেও তিনি সাদাপাতা, গুল ও জর্দা খাওয়ায় সরাসরি জড়িত। বরং কেউ কেউ তো কথার মোড় ঘুরিয়ে অথবা কোর'আন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা করে তা হালাল করতে চান। অন্যকে ধূমপান করতে নিষেধ করলেও নিজের পেটে কেজি কেজি সাদাপাতা ও জর্দা ঢুকাতে লজ্জা পান না। তাদের অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করা উচিৎ। নিজে ভালো হতে না পারলেও অন্যকে ভালো হতে সুযোগ দেয়া উচিৎ। আল্লাহ্'র লা'নতকে অবশ্যই ভয় পেতে হবে।

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِيْ الرِّبَا ؛ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِيْ الْخَمْرِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৯০, ৩৪৯১ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৪৫)

অর্থাৎ যখন সুদ সংক্রান্ত সূরা বাক্বারাহ্'র শেষ আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয় তখন রাসূল ﷺ নিজ ঘর থেকে বের হয়ে মদের ব্যবসা হারাম করে দেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَ ثَمَنَهَا ، وَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَ ثَمَنَهَا ، وَ حَرَّمَ الْخِنْزِيْرَ وَ ثَمَنَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৮৫)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মদ হারাম করে দিয়েছেন এবং উহার বিক্রিমূল্যও। মৃত হারাম করে দিয়েছেন এবং উহার বিক্রিমূল্যও। শূকর হারাম করে দিয়েছেন এবং উহার বিক্রিমূল্যও।

ঘযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ – ثَلاَثًا – إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمَ فَبَاعُوْهَا وَ أَكَلُوْا أَثْمَانَهَا ، وَ إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ وَ فِيْ رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَةَ: فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৮৫ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৪৬)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত পড়ুক ইহুদিদের উপর। রাসূল ﷺ উক্ত বদ্দো'আটি তিন বার দিয়েছেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর চর্বি হারাম করে দিয়েছেন। তখন তারা তা সরাসরি না খেয়ে তা বিক্রি করে বিক্রিলব্ধ পয়সা খেলো। অথচ তাদের এ কথা জানা নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের উপর কোন কিছু খাওয়া হারাম করে দিলে উহার বিক্রিমূল্যও হারাম করে দেন। ইব্নু মাজাহ্'র বর্ণনায় রয়েছে, যখন তাদের উপর চর্বি হারাম করে দেয়া হয় তখন তারা চর্বিগুলো একত্র করে আগুনের তাপে গলিয়ে বাজারে বিক্রি করে দিলো।

মদ্যপান কিয়ামতের আলামতগুলোর অন্যতম।

হযরত আনাস্ বিন্ মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يَّظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَ يَقِلَّ الْعِلْمُ ، وَ يَظْهَرَ الزِّنَا ، وَ تُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَ يَقِلَّ الرِّجَالُ ، وَ يَكْثُرَ النِّسَاءُ ، حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً قَـيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ

(বুখারী, হাদীস ৫৫৭৭ মুসলিম, হাদীস ২৬৭১)

অর্থাৎ কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে এও যে, মূর্খতা বিস্তার লাভ করবে, জ্ঞান কমে যাবে, ব্যভিচার বেড়ে যাবে, মদ পান করা হবে, পুরুষ কমে যাবে এবং মহিলা বেড়ে যাবে। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার দায়িত্বশীল শুধু একজন পুরুষই হবে।

মাদকদ্রব্য সেবনের অপকার সমূহঃ

ক. নিয়মিত প্রচুর মাদকদ্রব্য সেবনে মানব মেধা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়।

খ. এরই মাধ্যমে সমাজে বহু প্রকারের খুন ও হত্যাকাণ্ড বিস্তার লাভ করে। তথা সামাজিক সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়।

গ. এরই মাধ্যমে অনেক সতী-সাধ্বী মহিলার ইয্যত বিনষ্ট হয়। এরই সুবাদে দিন দিন সকল প্রকারের অপকর্ম, ব্যভিচার ও সমকাম বেড়েই চলছে। এমনো শুনা যায় যে, অমুক মদ্যপায়ী নেশার তাড়নায় নিজ মেয়ে, মা অথবা বোনের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। এমন অঘটন করতে তো মুসলমান দূরে থাক অনেক সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু এবং বৌদ্ধও লজ্জা পায়।

মদ্যপায়ী ব্যক্তি কখনো কখনো নেশার তাড়নায় তার নিজ স্ত্রীকেও তালাক দিয়ে দেয় ; অথচ সে তখন তা এতটুকুও অনুভবও করতে পারে না। মূলতঃ এ জাতীয় ব্যক্তির মুখে তালাক শব্দ বেশির ভাগই উচ্চারিত হতে দেখা যায়।

আর এমতাবস্থায় সে তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করার দরুন তা ব্যভিচার বলেই পরিগণিত হয়।

ঘ. এরই পেছনে কতো কতো মানব সম্পদ যে বিনষ্ট হয় তার কোন ইয়ত্তা নেই। মাদকসেবীরা কখনো কখনো এক টাকার নেশার বস্তু একশ' টাকা দিয়ে কিনতেও রাজি। তা হাতের নাগালে না পেলে তারা ভারী অস্থির হয়ে পড়ে।

ঙ. এরই মাধ্যমে কোন জাতির সার্বিক শক্তি ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ বিনষ্ট হয়। কারণ, যুবকরাই তো জাতির শক্তি ও ভবিষ্যৎ। মাদকদ্রব্য সেবনের সুবাদে বহুবিধ অঘটন ঘটিয়ে কতো যুবক যে আজ জেলহাজতে রাত পোহাচ্ছে তা আর কারোর অজানা নেই।

চ. এরই কারণে কোন জাতির অর্থনৈতিক, সামরিক ও উৎপাদন শক্তি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। কারণ, এ সকল ক্ষেত্র তো স্বভাবত যুবকদের উপরই নির্ভরশীল। ইতিহাসে প্রসিদ্ধ যে, খ্রিষ্টীয় ষোলশ' শতাব্দীতে চাইনিজ ও জাপানীরা যখন পরস্পর যুদ্ধের সম্মুখীন হয় তখন চাইনিজরা পরাজয় বরণ করে। তারা এ পরাজয়ের খতিয়ান খুঁজতে গিয়ে দেখতে পায় যে, তাদের সেনাবাহিনীর মাঝে তখন আফিমসেবীর সংখ্যা খুবই বেশি ছিলো। তাই তারা পরাজিত হয়েছে।

ছ. মাদকদ্রব্য সেবনে অনেকগুলো শারীরিক ক্ষতিও রয়েছে। তম্মধ্যে ফুসফুস প্রদাহ, বদহজমী, মাথা ব্যথা, অনিদ্রা, অস্থিরতা, খিঁচুনি ইত্যাদি অন্যতম। এ ছাড়াও মাদক সেবনের দরুন আরো অনেক মানসিক ও তান্ত্রিক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। যা বিস্তারিত বলার অবকাশ রাখে না।

জ. মাদকদ্রব্য সেবনের মাধ্যমে হিফাযতকারী ফিরিশ্তাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। কারণ, তারা এর দুর্গন্ধে কষ্ট পায় যেমনিভাবে কষ্ট পায় মানুষরা।

ঝ. মাদকদ্রব্য সেবনের কারণে মাদকসেবীর কোন নেক ও দো'আ চল্লিশ দিন

পর্যন্ত কবুল করা হয় না।

ঞ. মৃত্যুর সময় মাদকসেবীর ঈমানহারা হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে।

মাদকদ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হওয়ার বিশেষ কারণ সমূহঃ

ক. পরকালে যে সর্বকাজের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জবাবদিহি করতে হবে সে চেতনা ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়া।

খ. সন্তান প্রতিপালনে মাতা-পিতার বিশেষ অবহেলা। যে বাচ্চা ছোট থেকেই গান-বাদ্য, নাটক-ছবি দেখে অভ্যস্ত তার জন্য এ ব্যাপারটি অত্যন্ত সহজ যে, সে বড় হয়ে ধূমপায়ী, মদ্যপায়ী, আফিমখোর ও গাঁজাখোর হবে। এমন হবেই না কেন অথচ তার হৃদয়ে কুর'আন ও হাদীসের কোন অংশই গচ্ছিত নেই যা তাকে সঠিক পথ দেখাতে সক্ষম হবে। কিয়ামতের দিন এ জাতীয় মাতা-পিতাকে অবশ্যই কঠিন জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।

গ. অধিক অবসর জীবন যাপন। কারণ, কেউ আল্লাহ্ তা'আলার যিকির ও তাঁর আনুগত্য থেকে দূরে থাকলে এমনকি দুনিয়ার যে কোন লাভজনক কাজ থেকেও দূরে থাকলে শয়তান অবশ্যই তাকে বিপথগামী করবে।

ঘ. অসৎ সাথীবন্ধু। কারণ, অসৎ সাথীবন্ধুরা তো এটাই চাবে যে, তাদের দল আরো ভারী হোক। সবাই একই পথে চলুক। এ কথা তো সবারই মুখে মুখে রয়েছে যে, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস ; অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

মদখোরের শাস্তিঃ

কারোর ব্যাপারে মদ অথবা মাদকদ্রব্য পান কিংবা সেবন করে নেশাগ্রস্ত হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। সে যতবারই পান করে ধরা পড়বে ততবারই তার উপর উক্ত দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা হবে। তবে তাকে এ জন্য কখনোই হত্যা করা হবে না। যা সকল গবেষক 'উলামাদের ঐকমত্যে প্রমাণিত।

হযরত মু'আবিয়া ও হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ মদখোর সম্পর্কে বলেনঃ

إِذَا سَكِرَ وَ فِيْ رِوَايَةٍ: إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ ، ثُمَّ قَالَ فِيْ الرَّابِعَةِ: فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৮২ তিরমিযী, হাদীস ১৪৪৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৬২০ নাসায়ী, হাদীস ৫৬৬১ আহ্মাদ্ ৪/৯৬)

অর্থাৎ যখন কেউ (কোন নেশাকর দ্রব্য সেবন করে) নেশাগ্রস্ত হয় অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন কেউ মদ পান করে তখন তোমরা তাকে বেত্রাঘাত করবে। আবারো নেশাগ্রস্ত হলে আবারো বেত্রাঘাত করবে। আবারো নেশাগ্রস্ত হলে আবারো বেত্রাঘাত করবে। রাসূল ﷺ চতুর্থবার বললেনঃ আবারো নেশাগ্রস্ত হলে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে।

ইমাম তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ্) হযরত জাবির ও হযরত ক্বাবীস্বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী ﷺ এর নিকট চতুর্থবার মদ পান করেছে এমন ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে মেরেছেন। তবে হত্যা করেননি।

হযরত আনাস্ বিন্ মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أُتِيَ بِرَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِيْنَ ، وَ فَعَلَهُ أَبُوْ بَكْرٍ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُوْدِ ثَمَانُوْنَ ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ

(বুখারী, হাদীস ৬৭৭৩ মুসলিম, হাদীস ১৭০৬ আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৭৯)

অর্থাৎ নবী ﷺ এর নিকট একদা জনৈক মদ্যপায়ীকে নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে পাতা বিহীন দু'টি খেজুরের ডাল দিয়ে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। হযরত আবু বকর رضي الله عنه ও তাঁর খিলাফতকালে তাই করেছিলেন। তবে হযরত 'উমর رضي الله عنه যখন খলীফা হলেন তখন তিনি সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন।

তখন হযরত আব্দুর রহ্মান বিন্ 'আউফ্ ﷺ বললেনঃ সর্বনিম্ন দণ্ডবিধি হচ্ছে আশিটি বেত্রাঘাত। তখন হযরত 'উমর ﷺ তাই বাস্তবায়নের আদেশ করেন।

হযরত আনাস্ ﷺ থেকে এও বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَضْرِبُ فِيْ الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَ الْجَرِيْدِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৭৯ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৬১৮)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ মদ্যপানের শাস্তি স্বরূপ মদ্যপায়ীকে জুতো ও খেজুরের ডাল দিয়ে পেটাতেন।

হযরত 'হুযাইন্ বিন্ মুন্যির আবু সাসান্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমি হযরত 'উস্মান ﷺ এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন ওয়ালীদ্ বিন্ 'উক্বাহ্কেও তাঁর নিকট উপস্থিত করা হলো। সে মানুষকে ফজরের দু' রাক'আত্ নামায পড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলোঃ তোমাদেরকে আরো কয়েক রাক্'আত্ বেশি পড়িয়ে দেবো কি? তখন দু'জন ব্যক্তি তার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলো। তাদের একজন তার ব্যাপারে এ বলে সাক্ষ্য দিলো যে, সে মদ পান করেছে। অপরজন এ বলে সাক্ষ্য দিলো যে, সে তাকে বমি করতে দেখেছে। তখন হযরত 'উস্মান ﷺ বললেনঃ সে মদ পান করেছে বলেই তো বমি করেছে? তখন তিনি হযরত 'আলী ﷺ কে বললেনঃ হে 'আলী! দাঁড়াও। ওকে বেত্রাঘাত করো। হযরত 'আলী ﷺ তাঁর ছেলে হাসান্ ﷺ কে বললেনঃ হে হাসান! দাঁড়াও। ওকে বেত্রাঘাত করো। তখন হাসান্ ﷺ রাগান্বিত স্বরে বললেনঃ বেত্রাঘাত সেই করুক যে উক্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছে। তখন হযরত 'আলী ﷺ হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ জা'ফর ﷺ কে বললেনঃ হে 'আব্দুল্লাহ্! দাঁড়াও। তাকে বেত্রাঘাত করো। তখন হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ﷺ বেত্রাঘাত করছিলেন আর হযরত 'আলী ﷺ তা গণনা করছিলেন। চল্লিশটি বেত্রাঘাতের পর হযরত 'আলী ﷺ বললেনঃ বেত্রাঘাত বন্ধ করো। অতঃপর তিনি বললেনঃ

جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِيْنَ ، وَ جَلَدَ أَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ ، وَ عُمَرُ ثَمَانِيْنَ ، وَ كُلٌّ سُنَّةٌ ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ

(মুসলিম, হাদীস ১৭০৭ আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৮১ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৬১৯)

অর্থাৎ নবী ﷺ চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। হযরত আবু বকরও চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। কিন্তু হযর 'উমর ﷺ আশিটি বেত্রাঘাত করেন। তবে চল্লিশটি বেত্রাঘাতই আমার নিকট বেশি পছন্দনীয়।

ধূমপানঃ

ধূমপানও মাদকদ্রব্যের অধীন এবং তা প্রকাশ্য গুনাহ্গুলোর অন্যতম। ব্যাপারটি খুবই ভয়াবহ; তবে সে অনুযায়ী উহার প্রতি কোন গুরুত্বই দেয়া হচ্ছে না। বরং তা বিশেষ অবহেলায় পতিত। তাই ভিন্ন করে উহার অপকার ও হারাম হওয়ার কারণগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি। যা নিম্নরূপঃ

১. ধূমপান খুবই নিকৃষ্ট কাজ এবং বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি অত্যন্ত নিকৃষ্ট বস্তু। আর সকল নিকৃষ্ট বস্তুই তো শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾

(আ'রাফ : ১৫৭)

অর্থাৎ আরো সে (রাসূল ﷺ) তাদের জন্য পবিত্র ও উত্তম বস্তু সমূহ হালাল করে দেন এবং হারাম করেন নিকৃষ্ট ও অপবিত্র বস্তু সমূহ।

খ. ধূমপানে সম্পদের বিশেষ অপচয় হয়। আর সম্পদের অপচয় তো হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا، إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ، وَ كَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا ﴾

(ইস্‌রা/বানী ইস্‌রাঈল : ২৬-২৭)

অর্থাৎ কিছুতেই সম্পদের অপব্যয় করো না। কারণ, অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান হচ্ছে তার প্রভুর অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تُسْرِفُوْا ، إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴾

(আ'রাফ : ৩১)

অর্থাৎ তবে তোমরা (পোশাক-পরিচ্ছদ ও পানাহারে) অপচয় ও অপব্যয় করো না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা অপচয়কারীদেরকে কখনো পছন্দ করেন না।

একজন বিবেকশূন্যের হাতে নিজ সম্পদ উঠিয়ে দেয়া যদি না জায়িয ও হারাম হতে পারে এ জন্য যে, সে উক্ত সম্পদগুলো অপচয় ও অপব্যয় করবে তা হলে আপনি নিজকে বিবেকবান মনে করে নিজেই নিজ টাকাগুলো কিভাবে ধোঁয়ায় উড়িয়ে দিতে পারেন এবং তা জায়িযও হতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تُؤْتُوْا السُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾

(নিসা' : ৫)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জীবন নির্বাহের জন্য তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা তোমরা বেয়াকুবদের হাতে উঠিয়ে দিও না।

গ. ধূমপানের মাধ্যমে নিজ জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হয়। আর আত্মহত্যা ও নিজ জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া মারাত্মক হারাম ও একান্ত কবীরা গুনাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا، وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُـدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ، وَ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ﴾

(নিসা' : ২৯-৩০)

অর্থাৎ তোমরা নিজেদেরকে (যে কোন পন্থায়) হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। যে ব্যক্তি সীমাতিক্রম ও অত্যাচার বশত এমন কাণ্ড করে বসবে তাহলে অচিরেই আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর এ কাজটা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে একেবারেই সহজসাধ্য।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾

(বাক্বারাহ্ : ১৯৫)

অর্থাৎ তোমরা কখনো ধ্বংসের দিকে নিজ হস্ত সম্প্রসারিত করো না।

ঘ. বিশ্বের সকল স্বাস্থ্যবিদদের ধারণামতে ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য একান্তই ক্ষতিকর। সুতরাং আপনি এরই মাধ্যমে আপনার স্বাস্থ্য বিনাশ করতে পারেন না। কারণ, রাসূল ﷺ আপনাকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেছেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ ও হযরত 'উবাদাহ্ বিন্ স্বামিত্ ﷺ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৩৬৯, ২৩৭০)

অর্থাৎ না তুমি নিজ বা অন্যের ক্ষতি করতে পারো। আর না তোমরা পরস্পর (প্রতিশোধের ভিত্তিতে) একে অপরের ক্ষতি করতে পারো।

ঙ. ধূমপানের মাধ্যমে মু'মিন পুরুষ ও মহিলাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। কারণ, ধূমপায়ী যখন ধূমপান করে তখন তার আশপাশের অধূমপায়ীরা বিড়ি ও সিগারেটের ধোঁয়ায় কষ্ট পান। এমনকি নিয়মিত ধূমপায়ীরা কথা বলার সময়ও তার আশপাশের অধূমপায়ীরা কষ্ট পেয়ে থাকেন। নামায পড়ার সময় ধূমপায়ী ব্যক্তি যিকির ও দো'আ উচ্চারণ করতে গেলে অধূমপায়ীরা তার মুখের নিকৃষ্ট দুর্গন্ধে ভীষণ কষ্ট পেয়ে থাকেন। কখনো কখনো তার জামা-কাপড় থেকেও

দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। আর তাদেরকে কষ্ট দেয়া তো অত্যন্ত পাপের কাজ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا ﴾

(আহ্যাব : ৫৭)

অর্থাৎ যারা মু'মিন পুরুষ ও মহিলাদেরকে কষ্ট দেয় অথচ তারা কোন অপরাধ করেনি এ জাতীয় মানুষরা নিশ্চয়ই অপবাদ ও স্পষ্ট গুনাহ্'র বোঝা বহন করবে।

চ. পিয়াজ ও রসুনের মতো হালাল জিনিস খেয়ে যখন নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া নিষেধ অথচ শরীয়তে জামাতে নামায পড়ার বিশেষ ফযীলত রয়েছে। কারণ, ফিরিশ্তারা তাতে খুব কষ্ট পেয়ে থাকেন তখন ধূমপান করে কেউ মসজিদে কিভাবে যেতে পারে? অথচ তা একই সঙ্গে দুর্গন্ধ ও হারাম। তাতে কি ফিরিশ্তারা কষ্ট পান না? তাতে কি মুসল্লিরা কষ্ট পায় না?

হযরত জাবির বিন্ 'আব্দুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَ الثُّوْمَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوْ آدَمَ

(বুখারী, হাদীস ৮৫৪ মুসলিম, হাদীস ৫৬৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পিয়াজ ও রসুন খেলো সে যেন আমার মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কারণ, ফিরিশ্তারা এমন জিনিসে কষ্ট পায় যাতে কষ্ট পায় আদম সন্তান।

ছ. ধূমপানের মাধ্যমে নিজ ছেলে-সন্তানকে অঙ্গহানি ও ত্রুটিপূর্ণ বৃদ্ধির প্রতি ঠেলে দেয়া হয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণানুযায়ী নিকুটিন পুরুষের বীর্যকে বিষাক্ত করে দেয়। যদ্দরুন সন্তান প্রজন্মে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। এমনকি কখনো

কখনো প্রজনন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

জ. ধূমপানের মাধ্যমে নিজ ছেলে-সন্তানকে চারিত্রিক অধঃপতনের দিকে বিশেষভাবে ঠেলে দেয়া হয়। কারণ, তারা ভাগ্যক্রমে জন্মগত অঙ্গহানি থেকে বাঁচলেও পিতার ধূমপান দেখে তারা নিজেরাও ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

আরবী ভাষার প্রবাদে বলা হয়ঃ

وَ مَنْ شَابَهَ أَبَاهُ فَمَا ظَلَمَ

অর্থাৎ যে নিজের বাপের মতো হয়েছে সে কোন অপরাধ করেনি।

আরেক প্রবাদে বলা হয়ঃ

وَ كُلُّ قَرِيْنٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِيْ

অর্থাৎ প্রত্যেক সঙ্গী তার আরেক সঙ্গীরই অনুসরণ করে। আর পিতা তো তার বাচ্চার দীর্ঘ সময়েরই সঙ্গী।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ كَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا إِنَّا وَجَدْنَآ آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ ، وَ إِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ﴾

(যুখরুফ : ২৩)

অর্থাৎ এভাবেই তোমার পূর্বে যখনই আমি কোন এলাকায় কোন ভীতি প্রদর্শনকারী (নবী) পাঠিয়েছি তখনই সে এলাকার ঐশ্বর্যশালীরা বলেছে, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এই একই মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। আর আমরা তো তাদেরই পদাঙ্ক অনুসারী।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ آبَآءَنَا، وَ اللهُ أَمَرَنَا بِهَا ، قُلْ إِنَّ اللهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ، أَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ ﴾

(আ'রাফ : ২৮)

অর্থাৎ যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে বসে তখন তারা বলেঃ আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এমনই করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তো আমাদেরকে এমনই করতে আদেশ করেছেন। হে মুহাম্মাদ ﷺ! তুমি ঘোষণা করে দাও যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কখনো অশ্লীল কাজের আদেশ করেন না। তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে এমন সব কথা বলছো যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।

ঝ. ধূমপানের মাধ্যমে নিজ স্ত্রীকেও বিশেষভাবে কষ্ট দেয়া হয়। কারণ, সে তো আপনার জীবন সঙ্গী। আপনার সবকিছুই তো তার সঙ্গে জড়িত। তাই সে আপনার মুখের দুর্গন্ধে কষ্ট পাবে অবশ্যই। আবার কখনো কখনো তো কোন কোন স্ত্রী অসতর্কভাবে নিজেও ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন তার উপর যুলুম চরম পর্যায়ে পৌঁছায়।

ঞ. ধূমপান সন্তানকে মাতা-পিতার অবাধ্য হতে সহযোগিতা করে। কারণ, ধূমপায়ী স্বভাবত নিজ মাতা-পিতা থেকে দূরে থাকতে চায়। যাতে তারা তার অভ্যাসের ব্যাপারটি আঁচ করতে না পারে। আর এভাবেই সে ধীরে ধীরে তাঁদের অবাধ্য হয়ে পড়ে।

ট. ধূমপান ধূমপায়ীর নেককার সঙ্গী একেবারেই কমিয়ে দেয়। কারণ, তারা এ জাতীয় মানুষ থেকে দূরে থাকতে চায়। এমনকি কেউ কেউ তো এ জাতীয় মানুষকে সালামও দিতে চায় না।

ঠ. ধূমপানের মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদেরকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করা হয়। কারণ, এরই মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিন দিন বেড়ে যায় এবং তা ও তার কিয়দংশ পরবর্তীতে ইসলামেরই বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়।

ড. ধূমপান ধীরে ধীরে মেধাকে বিনষ্ট করে দেয়। যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য এক বিরাট নিয়ামত। কারণ, তা চিন্তা শক্তিকে একেবারেই দুর্বল করে দেয়। এমনকি ধীরে ধীরে তার মধ্যে মেধাশূন্যতা দেখা

দেয়। স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মাঝে একদা এক জরিপ চালিয়ে দেখা যায় যে, ধূমপায়ীরা অধূমপায়ীর তুলনায় খুবই কম মেধা সম্পন্ন এবং কোন কিছু তাড়াতাড়ি বুঝতে অক্ষম।

ঢ. ধূমপানের মাধ্যমে হৃদয়, চোখ ও দাঁতকে ক্ষতির সম্মুখীন করা হয়। অথচ অন্তর মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রাজা। চোখ হচ্ছে জীবনের প্রতি একটি জানালা। দাঁত হচ্ছে মানুষের বিশেষ এক সৌন্দর্য। ধূমপানের কারণে হৃদয়ের শিরা-উপশিরাগুলো শক্ত হয়ে যায় এবং হঠাৎ রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। চোখ দিয়ে এক ধরনের পানি বের হয়। চোখের পাতাগুলো জ্বলতে থাকে। কখনো কখনো চোখ ঝাপসা ও অন্ধ হয়ে যায়। দাঁতে পোকা ধরে। দাঁত হলুদবর্ণ হয়ে যায়। দাঁতের মাড়ি জ্বলতে থাকে। জিহ্বা ও মুখে ঘা ও ক্ষত সৃষ্টি হয়। ঠোঁট বিবর্ণ হয়ে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

ণ. ধূমপান ধূমপায়ীকে তার বাধ্য গোলাম বানিয়ে রাখে। নেশা ধরলেই উহার আয়োজন করতেই হবে। নতুবা সে অন্তরে এক ধরনের সঙ্কীর্ণতা ও অস্থিরতা অনুভব করবে। পুরো দুনিয়াই তার নিকট অন্ধকার মনে হবে। আর এ কথা সবারই জানা যে, একজনের গোলামীতেই শান্তি ; অনেকের গোলামীতে নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴾ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿

(ইউসুফ : ৩৯)

অনেকগুলো প্রভু ভালো না কি এমন আল্লাহ্ যিনি একক পরাক্রমশালী।

ত. ধূমপায়ীর নিকট যে কোন ইবাদাত ভারী মনে হয়। বিশেষ করে রোযা। কারণ, সে রোযা থাকাবস্থায় আর ধূমপান করতে পারে না। গরম মৌসুমে তো দিন বড় হয়ে যায়। তখন তার অস্থিরতার আর কোন সীমা থাকে না। তেমনিভাবে হজ্জও তাকে বিশেষভাবে বিব্রত করে।

থ. এ ছাড়াও ধূমপানের কারণে অনেক ধরনের ক্যান্সার জন্ম নেয়। তন্মধ্যে ফুসফুস, গলা, ঠোঁট, খাদ্য নালী, শ্বাস নালী, জিহ্বা, মুখ, মূত্রথলি, কিডনী

ইত্যাদির ক্যান্সার অন্যতম।

এ ছাড়াও ধূমপানের সমস্যাগুলোর মধ্যে আরো রয়েছে পানাহারে রুচিহীনতা, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, মাথা ব্যথা, শ্রবণ শক্তিতে দুর্বলতা, হঠাৎ মৃত্যু, যক্ষ্মা, বদ্‌হজমী, পাকস্থলীতে ঘা, কলিজায় ছিদ্র ও সম্পূর্ণরূপে উহার বিনাশ, শারীরিক শীর্ণতা, বক্ষ ব্যাধি, অত্যধিক কফ ও কাশি, স্নায়ুর দুর্বলতা, চেহারার লাবণ্য বিনষ্ট হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

ধূমপান সংক্রান্ত আরো কিছু কথাঃ

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার ১৯৮৩ সনের রিপোর্টে বলা হয়, বর্তমান বিশ্বে সিগারেট কেনার পেছনে যে অর্থ ব্যয় করা হয় উহার দুই তৃতীয়াংশ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করা হলে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্যগত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা অবশ্যই সম্ভবপর হবে।

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার আরেকটি রিপোর্টে বলা হয়, ধূমপানের অপকারিতায় বছরে শুধুমাত্র আমেরিকাতেই ৩ লাখ ৪৬ হাজার ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করে। তেমনিভাবে চীনে ১ লাখ ৪০ হাজার, ব্রিটেনে ৫৫ হাজার, সুইডেনে আট হাজার এবং পুরো বিশ্বে ২৫ লাখ ব্যক্তি প্রতি বছর মৃত্যু বরণ করে।

চীনের সাঙ্গাহাই শহরের এক মেডিকেল রিপোর্টে বলা হয়, সেখানকার ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত ৬৬০ জনের ৯০ ভাগই ধূমপায়ী।

আরেক রিপোর্টে বলা হয়, ধূমপানের অপকারিতায় মৃত্যুর হার দুর্ঘটনা ও যুদ্ধ ক্ষেত্রের মৃত্যুর হারের চাইতেও অনেক বেশি।

৪৬ বছর ও ততোধিক বয়সের লোকদের মধ্যে ধূমপায়ীদের মৃত্যুর হার অধূমপায়ীদের তুলনায় পঁচিশ গুণ বেশি।

ধূমপান হচ্ছে পদস্খলনের প্রথম কারণ।

কেউ দৈনিক ২০ টি সিগারেট পান করলে তার শরীরে শতকরা পনেরো

ভাগ হিমোগ্লোবিনের ঘাটতি দেখা দেয়।

ধূমপানের অপকারিতায় ব্রিটেনে দৈনিক ৪৪ ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করে।

বিড়ি ও সিগারেটের শেষাংশ প্রথমাংশের তুলনায় আরো বেশি ক্ষতিকর।

লজ্জাজনক বিষয় হচ্ছে এই যে, চতুষ্পদ জন্তুর সামনে তামাক রাখা হলে ওরা তা খেতে চায় না ; অথচ মানুষ খুব সহজভাবেই তা দৈনিক প্রচুর পরিমাণে গলাধঃকরণ করে যাচ্ছে।

ধূমপানের কাল্পনিক উপকার সমূহঃ

ধূমপায়ীরা নিজেদের দোষকে ঢাকা দেয়ার জন্য অধূমপায়ীদেরকে ধূমপানের কিছু কাল্পনিক উপকার বুঝাতে চায় যা নিম্নরূপঃ

ক. মনের অশান্তি দূর করার জন্যই ধূমপান করা হয়। তাদের এ কথা নিশ্চিতভাবেই জানা উচিৎ যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার যিকিরের মাধ্যমেই মানুষের অন্তরে শান্তির সঞ্চার হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴾

(রা'দ্ : ২৮)

অর্থাৎ জেনে রাখো, আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণেই অন্তর শান্তি পায়।

খ. ধূমপান কোন ব্যাপারে গভীর চিন্তা করতে সহযোগিতা করে। মূলত ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এর উল্টো। বরং ধূমপান শ্বাসকষ্ট ও গলা শুকিয়ে যাওয়ার দরুন মানুষের চিন্তাশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়।

গ. ধূমপান মানুষের স্নায়ুগুলোকে সতেজ করে তোলে। মূলত ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। বরং ধূমপান মানুষের স্নায়ুগুলোকে দুর্বল করে দেয় এবং এরই প্রভাবে দ্রুত হৃদকম্পন শুরু হয়ে যায়।

ঘ. ধূমপানে বন্ধু বাড়ে। এ কথা একাংশে ঠিক। তবে ধূমপানে ধূমপায়ী বন্ধু বাড়ে, ভালো বন্ধু নয়।

ঙ. ধূমপানে ক্লান্তি দূর হয়। এ কথা একেবারেই ঠিক নয়। বরং ধূমপানে ক্লান্তি আরো বেড়ে যায়। কারণ, ধূমপানে স্নায়ু দৌর্বল্য ও রক্ত চলাচলে সমস্যা সৃষ্টি করে।

আবার কেউ কেউ তো অন্যের অনুকরণে ধূমপান করে থাকে। কাউকে ধূমপান করতে দেখে তার খুব ভালো লেগেছে তাই সেও ধূমপান করে। কিয়ামতের দিন তার এ অনুসরণ কোন কাজেই আসবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ بَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا ، فَقَالَ الضُّعَفَآءُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ ، قَالُوْا لَوْ هَدَانَا اللهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ، سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ﴾

(ইব্রাহীম : ২১)

অর্থাৎ সবাই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উপস্থিত হলে দুর্বলরা অহঙ্কারীদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদের অনুসারীই ছিলাম। অতএব তোমরা কি আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি থেকে এতটুকুও রক্ষা করতে পারবে? তারা বলবেঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক পথ দেখালে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে তা দেখাতাম। এখন আমরা ধৈর্যচ্যুত হই অথবা ধৈর্যশীল হই তাতে কিছুই আসে যায় না। এখন আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আর কোন পথ নেই।

আবার কেউ কেউ তো দাম্ভিকতা দেখিয়ে বলেনঃ আমি বুঝে শুনেই ধূমপান করছি। এতে তোমাদের কি যায় আসে? এ জাতীয় ব্যক্তিদেরকে এখন থেকেই পরকালের পরিণতির কথা চিন্তা করা উচিৎ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ خَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ، مِنْ وَّرَآئِهِ جَهَنَّمُ ، وَ يُسْقَى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ، يَتَجَرَّعُهُ وَ لاَ يَكَادُ يُسِيْغُهُ ، وَ يَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ، وَ مَا هُوَ بِمَيِّتٍ ، وَمِنْ وَّرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ﴾

(ইব্রাহীম : ১৫-১৭)

অর্থাৎ প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থকাম হলো। পরিণামে তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং তাদেরকে পান করানো হবে গলিত পুঁজ। অতি কষ্টেই তারা তা গলাধঃকরণ করবে ; সহজে নয়। সর্বদিক থেকে মৃত্যু তার দিকে ধেয়ে আসবে ; অথচ সে মরবে না এবং এর পরেও তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

যেভাবে আপনি ধূমপান ছাড়বেনঃ

ধূমপানের উপরোক্ত ব্যক্তিগত ও সামাজিক অপকার জানার পর আশাতো আপনি এখনি ধূমপান থেকে তাওবা করতে প্রস্তুত। তবে এ ক্ষেত্রে কয়েকটি ব্যাপার আপনাকে বিশেষ সহযোগিতা করবে যা নিম্নরূপঃ

ক. আল্লাহ্ তা'আলার উপর পূর্ণ ভরসা রেখে ধূমপান ত্যাগের ব্যাপারে কঠিন প্রতিজ্ঞা তথা তাওবা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার সহযোগিতা চেয়ে তাঁর কাছে বিশেষভাবে ফরিয়াদ করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ تُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴾

(নূর : ৩১)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তন করো ; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوْءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الأَرْضِ ، أَإِلَهٌ مَّعَ اللهِ ، قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴾

(নাম্‌ল : ৬২)

অর্থাৎ তিনিই তো উত্তম যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে, বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। আল্লাহ্ তা'আলার পাশাপাশি অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? তোমরা তো অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।

খ. ধূমপানের অপকারগুলো দৈনিক নিজে ভাবুন এবং নিজ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও স্ত্রী-সন্তানদের সামনে এগুলো নিয়ে আলোচনা করুন।

গ. ধূমপায়ীদের সঙ্গ ছেড়ে দিন। অন্ততপক্ষে ধূমপানের মজলিস থেকে বহু দূরে এবং কল্যাণকর কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকুন।

ঘ. ধূমপানকে ঘৃণা করতে চেষ্টা করুন এবং সর্বদা এ কথা ভাবুন যে, কেউ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কোন হারাম বস্তু পরিত্যাগ করলে আল্লাহ্ তা'আলা এর প্রতিদান হিসেবে তাকে এর চাইতে আরো উন্নত ও কল্যাণকর বস্তু দান করবেন।

আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কেউ কোন হারাম বস্তু পরিত্যাগ করলে তা সহজেই পরিত্যাগ করা সম্ভব। তবে আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব প্রথম আপনাকে অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখবেন যে, আপনি উক্ত হারাম বস্তু পরিত্যাগে কতটুকু সত্যবাদী। তখন আপনি এ ব্যাপারে ধৈর্য ধরতে পারলে তা পরিশেষে সত্যিই মজায় রূপান্তরিত হবে।

ধূমপান পরিত্যাগ করলে প্রথমতঃ আপনার গভীর ঘুম নাও আসতে পারে। রক্তে ঘাটতি দেখা দিবে। দীর্ঘ সময় কোন কিছু নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে

পারবেন না। রাগ ও অস্থিরতা বেড়ে যাবে। নাড়ির সাধারণ গতি কমে যাবে। ব্রেইন কেমন যেন হালকা ও নিস্তেজ হয়ে পড়বে। ধূমপানের জন্য অন্তর কিলবিল করতে থাকবে। তবে তা কিছু দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।

ঙ. কখনো মনের ভেতর ধূমপানের ইচ্ছে জন্মালে সাথে সাথে মিস্ওয়াক করুন অথবা চুইঙ্গাম খেতে থাকুন।

চ. চা ও কপি খুব কমই পান করুন। বরং এরই পরিবর্তে সাধ্যমত ফল-মূলাদি খেতে চেষ্টা করুন।

ছ. প্রতিদিন নাস্তার পর এক গ্লাস লেবু বা আঙ্গুরের জুস পান করুন। তা হলে ধূমপানের চাহিদা একটু করে হলেও হ্রাস পাবে।

জ. যত্ন সহকারে নিয়মিত ফরয নামাযগুলো আদায় করুন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ ، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ، وَ لَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ ، وَ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴾

('আন্কাবূত : ৪৫)

অর্থাৎ নামায কায়েম করো। কারণ, নামাযই তো তোমাকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যাই করছো আল্লাহ্ তা'আলা তা সবই জানেন।

ঝ. বেশি বেশি রোযা রাখার চেষ্টা করুন। কারণ, তা মনোবলকে শক্তিশালী করায় ও কুপ্রবৃত্তি মোকাবিলায় বিশেষ সহযোগিতা করবে।

ঞ. বেশি বেশি কুর'আন তেলাওয়াত করুন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ أَقْوَمُ ﴾

(ইস্রা'/বানী ইস্রাঈল : ৯)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ কুর'আন সঠিক পথ প্রদর্শন করে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ، وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِيْ الصُّدُوْرِ ، وَهُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

(ইউনুস : ৫৭)

অর্থাৎ হে মানব সকল! তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট উপদেশ, অন্তরের চিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহ্মত এসেছে।

চ. বেশি বেশি যিকির করুন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴾

(রা'দ্ : ২৮)

অর্থাৎ জেনে রাখো, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার যিকির বা স্মরণেই মানব অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

ছ. সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। কারণ, শয়তানই তো গুনাহ্ সমূহকে মানব সম্মুখে সুশোভিত করে দেখায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَى أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ ، وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴾

(নাহ্ল : ৬৩)

অর্থাৎ আল্লাহ্'র কসম! আমি তোমার পুর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি ; কিন্তু শয়তান তাদের (অশোভনীয়) কর্মকাণ্ডকে তাদের নিকট সুশোভিত করে দেখিয়েছে। সুতরাং শয়তান তো আজ তাদের বন্ধু অভিভাবক

এবং তাদেরই জন্য (কিয়ামতের দিন) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ، إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴾

(আ'রাফ : ২০০)

অর্থাৎ শয়তানের কুমন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তা হলে তুমি আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় কামনা করো। তিনিই তো সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

জ. নেককার লোকদের সাথে চলুন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ ، وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَ لاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ، وَ كَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾

(কাহ্ফ : ২৮)

অর্থাৎ তুমি সর্বদা নিজকে ওদের সংস্রবেই রাখবে যারা সকাল-সন্ধ্যায় নিজ প্রভুকে ডাকে একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। কখনো তাদের থেকে নিজ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে না পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায়। তবে ওদের অনুসরণ কখনোই করো না যাদের অন্তর আমি আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি এবং যারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে নিজ কর্মকাণ্ডে সীমাতিক্রম করে।

একবার দু'বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও কখনো নিরাশ হবেন না। কারণ, নিরাশ হওয়া কাফিরের পরিচয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تَيْأَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللهِ ، إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ ﴾

(ইউসুফ : ৮৭)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত থেকে তোমরা কখনো নিরাশ হয়ো না। কারণ, একমাত্র কাফিররাই তো আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত থেকে নিরাশ হয়ে থাকে।

আপনি দ্রুত ধূমপান ছাড়তে না পারলেও অন্ততপক্ষে তা কমাতে চেষ্টা করুন এবং তা প্রকাশ্য পান করবেন না তা হলে কোন এক দিন আপনি তা সম্পূর্ণরূপে ছাড়তে পারবেন।

২২. জুয়াঃ

জুয়া বলতে সে সকল খেলাকে বুঝানো হয় যাতে বাজি কিংবা হারজিতের প্রশ্ন রয়েছে। জুয়া যে ধরনেরই হোক না কেন তা হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الأَنْصَابُ وَ الأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ، إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْــنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِيْ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ، وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴾

(মা'য়িদাহ্ : ৯০-৯১)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ (নেশাকর দ্রব্য), জুয়া, মূর্তি ও লটারীর তীর এ সব নাপাক ও গর্হিত বিষয়। শয়তানের কাজও বটে। সুতরাং এগুলো থেকে তোমরা সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকে। তা হলেই তো তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো এটিই চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ ও নামায থেকে তোমরা বিরত থাকো। সুতরাং এখনো কি তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাকবে না?

উক্ত আয়াতে জুয়াকে শির্কের পাশাপাশি উল্লেখ করা, উহাকে অপবিত্র ও শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করা, তা থেকে বিরত থাকার ইলাহী আদেশ, তা বর্জনে সমূহ কল্যাণ নিহিত থাকা, এরই মাধ্যমে শয়তানের মানুষে মানুষে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ ও

নামায থেকে গাফিল রাখার চেষ্টা এবং পরিশেষে ধমকের সুরে তা থেকে বিরত থাকার আদেশ থেকে জুয়ার ভয়ঙ্করতার পর্যায়টি সুস্পষ্টরূপেই প্রতিভাত হয়।

জুয়ার অনেকগুলো নতুন-পুরাতন ধরন রয়েছে যা হাতেগুনে উল্লেখ করা সত্যিই কষ্টকর। সময়ের পরিবর্তনে আরো যে কতো ধরনের জুয়ার পথ আবিষ্কৃত হবে তা আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন। তবুও নিম্নে জুয়ার কয়েকটি ধরনের কথা উল্লেখ করা হলোঃ

ক. লটারি বা ভাগ্যপরীক্ষা। অর্থের বিনিময়ে কোন সংস্থা বা সংগঠনের প্রাইজ বণ্ড খরিদ করে বেশি, সমপরিমাণ কিংবা কম মূল্যের পুরষ্কার পাওয়া অথবা একেবারেই কিছু না পাওয়া। এ পন্থা একেবারেই হারাম। চাই উক্ত লটারির অর্থ জনকল্যাণেই ব্যবহার হোক না কেন। কারণ, পরকালের সাওয়াব তো শরীয়ত নিষিদ্ধ কোন পন্থায় অর্জন করা যায় না।

খ. জাহিলী যুগে দশজন লোক একত্রে মিলে একটি উট খরিদ করতো। প্রত্যেকেই সমানভাবে উট কেনার পয়সা পরিশোধ করতো। কিন্তু জবাইয়ের পর তারা লটারির মাধ্যমে শুধু সাত ভাগই নির্ধারণ করে নিতো। আর বাকি তিনজনকে কিছুই দেয়া হতো না। এটি হচ্ছে জুয়ার প্রাচীন রূপ।

গ. কার্ডের মাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে জুয়া খেলা তো বর্তমান সমাজে খুবই প্রসিদ্ধ। যা ছোট-বড় কারোর অজানা নয়। শুধু এরই মাধ্যমে মানুষের কতো টাকা যে আজ পর্যন্ত বেহাত হয়েছে বা হচ্ছে তার কোন ইয়ত্তা নেই।

ঘ. এমন কোন পণ্য খরিদ করা যার মধ্যে অজানা কিছু পুরস্কার রয়েছে। কখনো পাওয়া যায় আবার কখনো কিছুই পাওয়া যায় না। তেমনিভাবে পণ্য খরিদের সময় দোকানদাররা গ্রাহকদের মাঝে কিছু নাম্বার বিতরণ করে থাকে।

যার ভিত্তিতে পরবর্তীতে লটারির মাধ্যমে অথবা লটারি ছাড়াই পুরস্কার ঘোষণা দেয়া হয়। তাতে কেউ পায় আবার অনেকেই কিছুই পায় না।

ঙ. সকল ধরনের বীমা কার্যকলাপও জুয়ার অন্তর্গত। জীবন বীমা, গাড়ি বীমা, বাড়ি বীমা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বীমা, বিশেষ কোন পণ্যের বীমা, সাধারণ বীমা ইত্যাদি। এমনকি বর্তমানে গায়ক-গায়িকারা কণ্ঠস্বর বীমাও করে থাকে। বীমাগুলোতে ভবিষ্যতে ক্ষতিপূরণ সরূপ টাকা প্রাপ্তির আশায় নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণে টাকা জমা রাখা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষতি সাধন হলেই ক্ষতি সমপরিমাণ টাকা পাওয়া যায়। নতুবা নয়। ক্ষতিপূরণ জমা দেয়া টাকা থেকে কম, উহার সমপরিমাণ অথবা তা থেকে অনেকগুণ বেশিও হয়ে থাকে।

চ. জায়িয খেলাধুলা সমূহ খেলোয়াড়দের পক্ষ থেকে পুরস্কার সম্বলিত হলে তাও জুয়ার অন্তর্গত। কিন্তু পুরস্কারটি তৃতীয় পক্ষ থেকে হলে তা অবশ্য জায়িয। তবে শরীয়তের কোন ফায়েদা রয়েছে এমন সকল খেলাধুলা পুরস্কার সম্বলিত হলেও তাতে কোন অসুবিধে নেই। আর ইসলাম বিরোধী খেলাধুলা তো কোনভাবেই জায়িয নয়। চাই তাতে পুরস্কার থাকুক বা নাই থাকুক।

২৩. চুরিঃ

চুরি এমন একটি মারাত্মক অপরাধ যা মানুষের ধন-সম্পদের নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটায়।

অভিধানের পরিভাষায় চুরি বলতে কারোর কোন জিনিস সুকৌশলে লুক্কায়িতভাবে নিয়ে নেওয়াকে বুঝানো হয়।

শরীয়তের পরিভাষায় চুরি বলতে যথাযথভাবে সংরক্ষিত কারোর কোন মূল্যবান সম্পদ লুক্কায়িতভাবে নিয়ে নেওয়াকে বুঝানো হয় যা নিজের বলে তার কোন সন্দেহ নেই।

চুরি তো চুরিই। তবে তুচ্ছ কোন জিনিস চুরি করা যা অন্যের কাছে চাইলে এমনিতেই পাওয়া যায় তা হচ্ছে নিকৃষ্টতম চুরি। এ জাতীয় চোরকে রাসূল ﷺ বিশেষভাবে লা'নত করেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَ يَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ

(বুখারী, হাদীস ৬৭৮৩ মুসলিম, হাদীস ১৬৮৭)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন এমন চোরকে যার হাত খানা কাটা গেলো একটি লোহার টুপি অথবা এক খানা রশি চুরির জন্য।

এর চাইতেও আরো নিকৃষ্ট চুরি হচ্ছে হজ্জ কিংবা 'উম্‌রাহ্ পালনকারীদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বা পথখরচা চুরি করা। তাতে পবিত্র ভূমির সম্মানও ক্ষুণ্ন হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার মেহ্‌মানদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। রাসূল ﷺ সূর্য গ্রহণ কালীন নামায পড়ার সময় তাঁর সম্মুখে জাহান্নাম উপস্থাপিত করা হলে তিনি তাতে এ জাতীয় একজন চোর দেখতে পান। তিনি বলেনঃ

وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِيْ النَّارِ ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِيْ ، وَ إِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ

(মুসলিম, হাদীস ৯০৪)

অর্থাৎ এমনকি আমি জাহান্নামে সে মাথা বাঁকানো লাঠি ওয়ালাকে দেখতে পেলাম যে নিজ নাড়িভুঁড়ি টেনে বেড়াচ্ছে। সে নিজ লাঠিটি দিয়ে হাজীদের আসবাবপত্র চুরি করতো। ধরা পড়ে গেলে সে বলতোঃ এটা তো আমার আংটায় এমনিতেই লেগে গেলো। আর কেউ টের না পেলে সে জিনিসটি নিয়ে চলে যেতো।

চোর চুরি করার সময় ঈমানদার থাকে না।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَزْنِيْ الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ، وَ لاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ؛ وَ لاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيْهَا أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ، وَ التَّوْبَةُ مَعْرُوْضَةٌ بَعْدُ

(বুখারী, হাদীস ২৪৭৫, ৫৫৭৮, ৬৭৭২, ৬৮১০ মুসলিম, হাদীস ৫৭ আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৮৯ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪০০৭)

অর্থাৎ ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। চোর যখন চুরি করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। মদ পানকারী যখন মদ পান করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। লুটেরা যখন মানব জনসম্মুখে লুট করে তখনও সে ঈমানদার থাকে না। তবে এরপরও তাদেরকে তাওবা করার সুযোগ দেয়া হয়।

চোরের শাস্তিঃ

কারোর ব্যাপারে তার নিজস্ব স্বীকারোক্তি অথবা গ্রহণযোগ্য যে কোন দু' জন সাক্ষীর মাধ্যমে চৌর্যবৃত্তি প্রমাণিত হয়ে গেলে অথচ চোরা বস্তুটি যথাযোগ্য হিফাযতে ছিলো এবং বস্তুটি তার মালিকানাধীন হওয়ার ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ ছিলো না এমনকি বস্তুটি সোয়া চার গ্রাম স্বর্ণ অথবা পৌনে তিন গ্রাম রূপা সমমূল্য কিংবা এর চাইতেও বেশি ছিলো তখন তার ডান হাত কব্জি পর্যন্ত কেটে ফেলা হবে, আবার চুরি করলে তার বাম পা, আবার চুরি করলে তার বাম হাত এবং আবার চুরি করলে তার ডান পা কেটে ফেলা হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ، وَ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴾

(মায়িদাহ্ : ৩৮)

অর্থাৎ তোমরা চোর ও চুন্নির (ডান) হাত কেটে দিবে তাদের কৃতকর্মের (চৌর্যবৃত্তি) দরুন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শাস্তি সরূপ। বস্তুত আল্লাহ্

তা'আলা অতিশয় ক্ষমতাবান মহান প্রজ্ঞাময়।

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا

(বুখারী, হাদীস ৬৭৮৯, ৬৭৯০, ৬৭৯১ মুসলিম, হাদীস ১৬৮৪ তিরমিযী, হাদীস ১৪৪৫ আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৮৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৬৩৪)

অর্থাৎ সিকি দিনার তথা এক গ্রাম থেকে একটু বেশি স্বর্ণ (অথবা উহার সমমূল্য) এবং এর চাইতে বেশি চুরি করলেই কোন চোরের হাত কাটা হয়। নতুবা নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قَطَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِيْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ

(বুখারী, হাদীস ৬৭৯৫, ৬৭৯৬, ৬৭৯৭, ৬৭৯৮ মুসলিম, হাদীস ১৬৮৬ তিরমিযী, হাদীস ১৪৪৬ আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৮৫, ৪৩৮৬ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৬৩৩)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ জনৈক চোরের হাত কাটলেন একটি ঢাল চুরির জন্য যার মূল্য ছিলো তিন দিরহাম তথা প্রায় নয় গ্রাম রূপা কিংবা উহার সমমূল্য।

কারোর চুরির ব্যাপারটি যদি বিচারকের নিকট না পৌঁছায় এবং সে এতে অভ্যস্তও নয় এমনকি সে উক্ত কাজ থেকে অতিসত্বর তাওবা করে নেক আমলে মনোনিবেশ করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবা কবুল করবেন। এমতাবস্থায় তার ব্যাপারটি বিচারকের নিকট না পৌঁছানোই উত্তম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ، إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾

(মায়িদাহ্ : ৩৮)

অর্থাৎ অনন্তর যে ব্যক্তি যুলুম তথা চুরি করার পর (আল্লাহ্ তা'আলার নিকট) তাওবা করে এবং নিজ আমলকে সংশোধন করে নেয় তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা পরম ক্ষমাশীল অতিশয় দয়ালু।

আর যদি কোন ব্যক্তি চুরিতে অভ্যস্ত হয় এবং সে চুরিতে কারোর হাতে ধরাও পড়েছে তখন তার ব্যাপারটি বিচারকের নিকট অবশ্যই জানাবে। যাতে সে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে অপকর্মটি ছেড়ে দেয়।

কারোর নিকট কোন কিছু আমানত রাখার পর সে তা আত্মসাৎ করলে এবং কেউ কারোর কোন সম্পদ লুট অথবা ছিনতাই করে ধরা পড়লে চোর হিসেবে তার হাত খানা কাটা হবে না। পকেটমারের বিধানও তাই। তবে তারা কখনোই শাস্তি পাওয়া থেকে একেবারেই ছাড় পাবে না। এদের বিধান হত্যাকারীর বিধানাধীন উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ ، وَ لاَ مُنْتَهِبٍ وَ لاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৯১, ৪৩৯২, ৪৩৯৩ তিরমিযী, হাদীস ১৪৪৮ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৬৪০, ২৬৪১ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ১৫০২ নাসায়ী ৮/৮৮ আহ্মাদ্ ৩/৩৮০)

অর্থাৎ আমানত আত্মসাৎকারী, লুটেরা এবং ছিনতাইকারীর হাতও কাটা হবে না।

কেউ কারোর কোন ফলগাছের ফল গাছ থেকে ছিঁড়ে খেয়ে ধরা পড়লে তার হাতও কাটা হবে না। এমনকি তাকে কোন কিছুই দিতে হবে না। আর যদি সে কিছু সাথে নিয়ে যায় তখন তাকে জরিমানাও দিতে হবে এবং যথোচিত শাস্তিও ভোগ করতে হবে। আর যদি গাছ থেকে ফল পেড়ে নির্দিষ্ট কোথাও শুকাতে দেয়া হয় এবং সেখান থেকেই কেউ চুরি করলো তখন তা হাত কাটার সমপরিমাণ হলে তার হাতও কেটে দেয়া হবে।

হযরত রা'ফি' বিন্ খাদীজ ও হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ وَ لاَ كَثَرٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৮৮ তিরমিযী, হাদীস ১৪৪৯ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৬৪২, ২৬৪৩ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ১৫০৫ নাসায়ী ৮/৮৮ আহ্মাদ্ ৩/৪৬৩)

অর্থাৎ কেউ কারোর ফলগাছের ফল গাছ থেকে ছিঁড়ে খেলে অথবা কারোর খেজুর গাছের মাথি-মজ্জা খেয়ে ফেললে তার হাতও কাটা হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল ﷺ কে গাছের ফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ

مَنْ أَصَابَ بِفِيْهِ مِنْ ذِيْ حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ؛ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَ مَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ ؛ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَ الْعُقُوْبَةُ ، وَ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ؛ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ، وَ مَنْ سَرَقَ دُوْنَ ذَلِكَ ؛ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَ الْعُقُوْبَةُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৯০ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৬৪৫ নাসায়ী ৮/৮৫ হা'কিম ৪/৩৮০)

অর্থাৎ কেউ প্রয়োজনের খাতিরে সাথে কিছু না নিয়ে (কারোর কোন ফলগাছের ফল) শুধু খেলে তাকে এর জরিমানা স্বরূপ কিছুই দিতে হবে না। আর যে শুধু খায়নি বরং সাথে কিছু নিয়ে গেলো তাকে ডবল জরিমানা দিতে হবে এবং যথোচিত শাস্তিও ভোগ করতে হবে। আর যে ফল শুকানোর জায়গা থেকে চুরি করলো এবং তা ছিলো একটি ঢালের সমমূল্য তখন তার হাত খানা কেটে দেয়া হবে। আর যে এর কম চুরি করলো তাকে ডবল জরিমানা দিতে হবে এবং যথোচিত শাস্তিও ভোগ করতে হবে।

কেউ কারোর কাছ থেকে কোন কিছু ধার নিয়ে তা অস্বীকার করলে এবং তা তার অভ্যাসে পরিণত হলে এমনকি বস্তুটি হাত কাটার সমপরিমাণ হলে তার হাত খানা কেটে দেয়া হবে।

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَتْ امْرَأَةٌ مَخْزُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَ تَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا

(মুসলিম, হাদীস ১৬৮৮ আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৭৪, ৪৩৯৫, ৪৩৯৬, ৪৩৯৭)

অর্থাৎ জনৈকা মাখ্জূমী মহিলা মানুষ থেকে আসবাবপত্র ধার নিয়ে তা অস্বীকার করতো তাই নবী ﷺ তার হাত খানা কাটতে আদেশ করলেন।

তবে কোন কোন বর্ণনায় তার চুরির কথাও উল্লেখ করা হয়।

কেউ ঘুমন্ত ব্যক্তির কোন কিছু চুরি করলে এবং তা হাত কাটা সমপরিমাণ হলে তার হাত খানা কেটে দেয়া হবে।

হযরত স্বাফ্ওয়ান বিন্ উমাইয়াহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كُنْتُ نَائِمًا فِيْ الْمَسْجِدِ ، عَلَيَّ خَمِيْصَةٌ لِيْ ثَمَنُ ثَلاَثِيْنَ دِرْهَمًا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّيْ ، فَأُخِذَ الرَّجُلُ ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৯৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৬৪৪ নাসায়ী ৮/৬৯ আহ্মাদ্ ৬/৪৬৬ হা'কিম ৪/৩৮০ ইব্নুল জারূদ্, হাদীস ৮২৮)

অর্থাৎ আমি একদা মসজিদে ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন আমার গায়ে একটি চাদর ছিলো ত্রিশ দিরহামের। ইতিমধ্যে জনৈক ব্যক্তি এসে চাদরটি আমার থেকে ছিনিয়ে নিলো। লোকটিকে ধরে রাসূল ﷺ এর নিকট নিয়ে আসা হলে তিনি তার হাত খানা কেটে ফেলতে বলেন।

অনেকেই রাষ্ট্রীয় তথা জাতীয় সম্পদ চুরি করতে একটুও দ্বিধা করে না। তাদের ধারণা, সবাই তো করে যাচ্ছে তাই আমিও করলাম। এতে অসুবিধে কোথায়? মূলত এ ধারণা একেবারেই ঠিক নয়। কারণ, জাতীয় সম্পদ বলতে রাষ্ট্রের সকল মানুষের সম্পদকেই বুঝানো হয়। সুতরাং এর সাথে বহু লোকের

অধিকারের সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষভাবে তাতে রয়েছে গরিব, দুঃখী, ইয়াতীম, অনাথ ও বিধবাদের অধিকার। তাই ব্যক্তি সম্পদের তুলনায় এর গুরুত্ব অনেক বেশি এবং এর চুরিও খুবই মারাত্মক।

আবার কেউ কেউ কোন কাফিরের সম্পদ চুরি করতে এতটুকুও দ্বিধা করে না। তাদের ধারণা, কাফিরের সম্পদ আত্মসাৎ করা একেবারেই জায়িয। মূলত এরূপ ধারণাও সম্পূর্ণটাই ভুল। বরং শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন সকল কাফিরের সম্পদই হালাল যাদের সঙ্গে এখনো মুসলমানদের যুদ্ধাবস্থা বিদ্যমান। মুসলিম এলাকায় বসবাসরত কাফির ও নিরাপত্তাপ্রাপ্ত কাফির এদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কেউ কেউ তো আবার অন্যের ঘরে মেহমান হয়ে তার আসবাবপত্র চুরি করে। কেউ কেউ আবার ঠিক এরই উল্টো। সে তার মেহমানের টাকাকড়ি বা আসবাবপত্র চুরি করে। এ সবই নিকৃষ্ট চুরি।

আবার কোন কোন পুরুষ বা মহিলা তো এমন যে, সে কোন না কোন দোকানে ঢুকলো পণ্য খরিদের জন্য গাহক বেশে অথচ বের হলো চোর হয়ে।

কেউ শয়তানের ধোঁকায় চুরি করে ফেললে তাকে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খাঁটি তাওবা করে চুরিত বস্তুটি উহার মালিককে ফেরৎ দিতে হবে। চাই সে তা প্রকাশ্যে দিক অথবা অপ্রকাশ্যে। সরাসরি দিক অথবা কোন মাধ্যম ধরে। যদি অনেক খোঁজাখুঁজির পরও উহার মালিক বা তার ওয়ারিশকে পাওয়া না যায় তা হলে সে যেন বস্তুটি অথবা বস্তুটির সমপরিমাণ টাকা মালিকের নামে সাদাকা করে দেয়। যার সাওয়াব মালিকই পাবে। সে নয়।

২৪. সন্ত্রাস, অপহরণ, দস্যুতা ও লুণ্ঠনঃ

সন্ত্রাস, দস্যুতা, ছিনতাই, লুণ্ঠন, অপহরণ, ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানি কবীরা গুনাহ্গুলোর অন্যতম। চাই সেগুলোর পাশাপাশি কাউকে হত্যা করা হোক অথবা নাই হোক। কারণ, তারা যমীনে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী। তবে সেগুলোর

পাশাপাশি কাউকে হত্যা করা হলে অবশ্যই হত্যাকারীদেরকে হত্যা করতে হবে। আর সেগুলোর পাশাপাশি কাউকে হত্যা করা না হলে সে অঘটনগুলো সম্পাদনকারীদেরকে চারটি শাস্তির যে কোন একটি শাস্তি দিতে হবে। হত্যা করতে হবে অথবা ফাঁসী দিতে হবে অথবা এক দিকের হাত এবং অপর দিকের পা কেটে ফেলতে হবে অথবা অন্য এলাকার জেলে বন্দী করে রাখতে হবে যতক্ষণ না তারা খাঁটি তাওবা করে নেয়। এমনকি তারা শুধুমাত্র একজনকেই হত্যা করার ব্যাপারে কয়েকজন অংশ গ্রহণ করলেও তাদের সকলকেই হত্যা করা হবে। যদি তারা সরাসরি উক্ত হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِـيْ الْأَرْضِ فَـسَاداً أَنْ يُّقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِـنَ الْأَرْضِ ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِيْ الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِيْ الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ، إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِـنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾

(মা'য়িদাহ্ : ৩৩)

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর সাথে যুদ্ধ কিংবা প্রকাশ্য শত্রুতা পোষণ করে অথবা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর বিধি-বিধানের উপর হঠকারিতা দেখায় এবং (হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অপহরণ ও ছিনতাইয়ের মাধ্যমে) ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি ও ত্রাস সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ফাঁসী দেয়া হবে অথবা এক দিকের হাত এবং অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে অথবা অন্য এলাকার জেলে বন্দী করে রাখা হবে যতক্ষণ না তারা খাঁটি তাওবা করে নেয়। এ হচ্ছে তাদের জন্য ইহলোকের ভীষণ অপমান এবং পরকালেও তাদের জন্য ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করার পূর্বে যদি তারা স্বেচ্ছায় তাওবা করে নেয় তাহলে জেনে রাখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্

তা'আলা ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।

তবে মানুষের হৃত অধিকার তাদেরকে অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قُتِلَ غُلاَمٌ غِيْلَةً ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ

(বুখারী, হাদীস ৬৮৯৬)

অর্থাৎ জনৈক যুবককে চুপিসারে হত্যা করা হলে হযরত 'উমর ﷛ বললেনঃ পুরো সান্'আবাসীরাও (বর্তমানে ইয়েমেনের রাজধানী) যদি উক্ত যুবককে হত্যা করায় অংশ গ্রহণ করতো তা হলে আমি তাদের সকলকেই ওর পরিবর্তে হত্যা করতাম। তাদেরকে আমি কখনোই এমনিতেই ছেড়ে দিতাম না।

২৫. মিথ্যা কসমঃ

মিথ্যা কসম খাওয়াও একটি কবীরা গুনাহ্। চাই তা কোন বিপদ থেকে বাঁচার জন্যই হোক অথবা কারোর কোন সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করার জন্যই হোক।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْكَبَائِرُ : الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَ قَتْلُ النَّفْسِ ، وَ الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ

(বুখারী, হাদীস ৬৬৭৫, ৬৮৭০, ৬৯২০)

অর্থাৎ কবীরা গুনাহ্গুলো হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া।

মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রেতার সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন কোন কথা বলবেন না, তার দিকে তাকাবেনও না এমনকি তাকে গুনাহ্ থেকে পবিত্রও করবেন না উপরন্তু তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

হযরত আবু যর গিফারী ﷛ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَ لاَ يُزَكِّيْهِمْ ، وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارٍ، قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ: خَابُوْا وَ خَسِرُوْا، مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ!؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ، وَ الْمَنَّانُ وَ فِيْ رِوَايَةٍ: الْمَنَّانُ الَّذِيْ لاَ يُعْطِيْ شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ، وَ الْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

(মুসলিম, হাদীস ১০৬)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তি এমন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেনও না এমনকি তাদেরকে গুনাহ্ থেকে পবিত্রও করবেন না উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূল ﷺ কথাগুলো তিন বার বলেছেন। হযরত আবু যর رضي الله عنه বলেনঃ তারা সত্যিই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা কারা হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! রাসূল ﷺ বললেনঃ টাখনু বা পায়ের গিঁটের নিচে কাপড় পরিধানকারী, কাউকে কোন কিছু দিয়েই খোঁটা দানকারী এবং মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য সাপ্লাইকারী।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাস্'ঊদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ رَجُلٍ لَقِيَ اللهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

(বুখারী, হাদীস ২৩৫৬, ২৩৫৭, ২৪১৬, ২৪১৭, ২৫১৫, ২৫১৬, ২৬৬৬, ২৬৬৭, ২৬৬৯, ২৬৭০, ২৬৭৩, ২৬৭৬, ২৬৭৭)

অর্থাৎ কেউ কারোর সম্পদ অবৈধভাবে আহরণের জন্য মিথ্যা কসম খেলে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ দিবে যে, তিনি (আল্লাহ্) তার উপর খুবই রাগান্বিত।

হযরত আবু উমামাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِه ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ ، وَ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَ إِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا، يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: وَ إِنْ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ

(মুসলিম, হাদীস ১৩৭)

অর্থাৎ কেউ (মিথ্যা) কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের অধিকার হরণ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম বাধ্যতামূলক করেন এবং জান্নাত হারাম করে দেন। জনৈক (সাহাবী) বলেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! যদিও সামান্য কোন কিছু হোক না কেন। রাসূল ﷺ বলেনঃ যদিও "আরাক" গাছের ডাল সমপরিমাণ হোক না কেন। যা মিসওয়াকের গাছ।

২৬. চাঁদাবাজিঃ

চাঁদাবাজি আরেকটি মারাত্মক অপরাধ। কোন প্রভাবশালী চক্র কর্তৃক জোর পূর্বক কাউকে কোথাও নিজ কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলার জন্য অথবা নির্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করা ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট অথবা অনির্দিষ্ট পরিমাণে চাঁদা দিতে বাধ্য করাকে সাধারণত চাঁদাবাজি বলা হয়। দস্যুতার সাথে এর খুবই মিল। চাঁদা উত্তোলনকারী, চাঁদা লেখক ও চাঁদা গ্রহণকারী সবাই উক্ত গুনাহ্'র সমান অংশীদার। এরা যালিমের সহযোগী অথবা সরাসরি যালিম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ يَبْغُوْنَ فِيْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، أُوْلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴾

(শূরা' : ৪২)

অর্থাৎ শুধুমাত্র তাদের বিরুদ্ধেই (শাস্তির) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ আচরণ করে বেড়ায়। বস্তুতঃ এদের জন্যই রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تَرْكَنُوْا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِـــنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُوْنَ ﴾

(হূদ্ : ১১৩)

অর্থাৎ তোমরা যালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না তথা তাদেরকে যুলুমের সহযোগিতা করো না। অন্যথায় তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে। আর তখন আল্লাহ্ ছাড়া কেউ তোমাদের সহায় হবে না। অতএব তখন তোমাদেরকে কোন সাহায্যই করা হবে না।

হযরত জা'বির বিন্ 'আব্দুল্লাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اتَّقُوْا الظُّلْمَ ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৭৮)

অর্থাৎ কারোর উপর অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকো। কারণ, এ অত্যাচার কিয়ামতের দিন ঘোর অন্ধকার রূপেই দেখা দিবে।

২৭. যুলুম, অত্যাচার ও কারোর উপর অন্যায় মূলক আক্রমণঃ

কারোর জন্য অন্যের উপর যে কোনভাবে যুলুম, অত্যাচার অথবা অন্যায় মূলক আক্রমণ হারাম ও কবীরা গুনাহ্। কাউকে মারা, হত্যা করা, আহত করা, গালি দেয়া, অভিসম্পাত করা, ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া, দুর্বলের উপর হাত উঠানো চাই সে হোক নিজের কাজের ছেলে কিংবা নিজের কাজের মেয়ে অথবা নিজ স্ত্রী-সন্তান ; তেমনিভাবে জোর করে কারোর কোন অধিকার হরণ ইত্যাদি ইত্যাদি যুলুমেরই অন্তর্গত।

যুলুম পারস্পরিক বন্ধুত্ব বিনষ্ট করে। আত্মীয়-স্বজনের মাঝে বৈরিতা সৃষ্টি

করে। মানুষের মাঝে হিংসা ও বিদ্বেষের জন্ম দেয় এবং এরই কারণে ধনী ও গরীবের মাঝে ধীরে ধীরে ঘৃণা ও শত্রুতা জেগে উঠে। তখন উভয় পক্ষই দুনিয়ার বুকে অশান্তি নিয়েই জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা যালিমদের জন্য জাহান্নামে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। যা তাকে গ্রহণ করতেই হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، وَ إِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَـــاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِيْ الْوُجُوْهَ ، بِئْسَ الشَّرَابُ ، وَ سَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾

(কাহ্ফ : ২৯)

অর্থাৎ আমি যালিমদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি। যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। তারা পানি চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানি। যা তাদের মুখমণ্ডল পুড়িয়ে দিবে। এটা কতই না নিকৃষ্ট পানীয় এবং সে জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয়।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ﴾

(শু'আরা' : ২২৭)

অর্থাৎ অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে কোথায় তাদের গন্তব্যস্থল!

হযরত আবু যর গিফারী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

يَا عِبَادِيْ! إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَ جَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوْا

(মুসলিম, হাদীস ২৫৭৭)

অর্থাৎ হে আমার বান্দাহ্রা! নিশ্চয়ই আমি আমার উপর যুলুম হারাম করে দিয়েছি অতএব তোমাদের উপরও তা হারাম। সুতরাং তোমরা পরস্পর যুলুম করো না।

কেউ কেউ কোন যালিমকে অনায়াসে মানুষের উপর যুলুম করতে দেখলে এ কথা ভাবে যে, হয়তো বা সে ছাড় পেয়ে গেলো। তাকে আর কোন শাস্তিই দেয়া হবে না। না, ব্যাপারটা কখনোই এমন হতে পারে না। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কিয়ামতের দিনের কঠিন শাস্তির অপেক্ষায় রেখেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُوْنَ ، إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْأَبْصَارُ ، مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُؤُوْسِهِمْ ، لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ، وَ أَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾

(ইব্রাহীম : ৪২-৪৩)

অর্থাৎ তুমি কখনো মনে করো না যে, যালিমরা যা করে যাচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যাপারে গাফিল। বরং তিনি তাদেরকে সুযোগ দিচ্ছেন কিয়ামতের দিন পর্যন্ত। যে দিন সবার চক্ষু হবে স্থির বিস্ফারিত। সে দিন তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ছুটোছুটি করবে। তাদের চক্ষু এতটুকুর জন্যও নিজের দিকে ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে একেবারেই আশা শূন্য।

কারোর মধ্যে বিনয় ও নম্রতা না থাকলেই সে কারোর উপর উদ্যত ও আক্রমণাত্মক হতে পারে। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে বিনয়ী ও নম্র হতে আদেশ করেন।

হযরত 'ইয়ায বিন্ 'হিমার মুজাশি'য়ী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ একদা খুৎবা দিতে গিয়ে বলেনঃ

وَ إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَ لاَ يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

(মুসলিম, হাদীস ২৮৬৫)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এ মর্মে আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা নম্র ও বিনয়ী হও ; যাতে করে একের অন্যের উপর গর্ব করার পরিস্থিতি সৃষ্টি

না হয় এবং একের অন্যের উপর অত্যাচার বা আক্রমণাত্মক আচরণ করার সুযোগ না আসে।

হযরত আবু মাস্'ঊদ্ আন্সারী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَمًا لِيْ ، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِيْ صَوْتًا : اعْلَمْ ، أَبَا مَسْعُوْدٍ ! لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ ، فَقَالَ: أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ

(মুসলিম, হাদীস ১৬৫৯)

অর্থাৎ আমি আমার একটি গোলামকে মারছিলাম এমতাবস্থায় পেছন থেকে শুনতে পেলাম, কে যেন আমাকে বড় আওয়াজে বলছেঃ শুনো, হে আবু মাস্'ঊদ্! তুমি এর উপর যতটুকু ক্ষমতাশীল তার চাইতেও অনেক বেশি ক্ষমতাশীল আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর। অতঃপর আমি (পেছনে) তাকিয়ে দেখি, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং রাসূল ﷺ। অতএব আমি বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! একে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য স্বাধীন করে দিলাম। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ তুমি যদি এমন না করতে তা হলে তোমাকে জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করতো অথবা পুড়িয়ে দিতো।

হযরত হিশাম বিন্ 'হাকীম ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِيْنَ يُعَذِّبُوْنَ النَّاسَ فِيْ الدُّنْيَا

(মুসলিম, হাদীস ২৬১৩)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ওদেরকে শাস্তি দিবেন যারা দুনিয়াতে মানুষকে (অন্যায়ভাবে) শাস্তি দেয়।

আল্লাহ্ তা'আলা অত্যাচারী ও কারোর উপর অন্যায় মূলক আক্রমণকারীর শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন। উপরন্তু আখিরাতের শাস্তি তো তার জন্য প্রস্তুত আছেই।

হযরত আবু বাক্‌রাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُّعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِيْ الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِيْ الآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَ قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৯০২ তিরমিযী, হাদীস ২৫১১ ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ৪২৮৬ ইব্‌নু হিব্বান, হাদীস ৪৫৫, ৪৫৬ বায্‌যার, হাদীস ৩৬৯৩ আহ্‌মাদ্, হাদীস ২০৩৯০, ২০৩৯৬, ২০৪১৪)

অর্থাৎ দু'টি গুনাহ্ ছাড়া এমন কোন গুনাহ্ নেই যে গুনাহ্গারের শাস্তি আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেই দিবেন এবং তা দেওয়াই উচিৎ ; উপরন্তু তার জন্য আখিরাতের শাস্তি তো আছেই। গুনাহ্ দু'টি হচ্ছে, অত্যাচার তথা কারোর উপর অন্যায় মূলক আক্রমণ এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী।

২৮. হারাম ভক্ষণ ও হারামের উপর জীবন যাপনঃ

হারাম ভক্ষণ ও হারামের উপর জীবন যাপন কবীরা গুনাহ্গুলোর অন্যতম। তা যে কোন উপায়েই হোক না কেন।

বর্তমান যুগের দর্শন তো খাও, দাও, ফুর্তি করো। এ দর্শন বাস্তবায়নের জন্য সকলেই উঠে-পড়ে লাগছে। সবার মধ্যে শুধু সম্পদ সঞ্চয়েরই নেশা। চাই তা চুরি করে হোক অথবা ডাকাতি। সুদ-ঘুষ খেয়ে হোক অথবা ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করে। কোন অবৈধ বস্তুর ব্যবসা করে হোক অথবা সমকাম, ব্যভিচার, গান-বাদ্য, অভিনয়, যাদু ও গণন বিদ্যা চর্চা করে। জাতীয় বা কারোর ব্যক্তিগত সম্পদ লুট করেই হোক অথবা কাউকে বিপদে ফেলে। শরীয়তে এ জাতীয় দর্শনের কোন স্থান নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ، وَ تُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾

(বাক্বারাহ্ : ১৮৮)

অর্থাৎ তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ধনসম্পদ অন্যায়রূপে গ্রাস করো না এবং তা ঘুষরূপে বিচারকদেরকেও দিও না জেনেশুনে মানুষের কিছু ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করার জন্য।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴾

(নিসা' : ২৯)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ধনসম্পদ অন্যায়রূপে গ্রাস করো না। তবে যদি তা পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যবসায়ের ভিত্তিতে হয়ে থাকে তা হলে তাতে কোন অসুবিধে নেই।

হারামখোরের দো'আ আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কবুল করেন না।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

ثُمَّ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَ مَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَ مَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟!

(মুসলিম, হাদীস ১০১৫)

অর্থাৎ অতঃপর রাসূল ﷺ এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে দীর্ঘ সফর করে ক্লান্ত, মাথার চুল যার এলোমেলো ধূলেধূসরিত সে নিজ উভয় হাত আকাশের দিকে সম্প্রসারিত করে বলছে, হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম তথা তার পুরো জীবনোপকরণই হারামের উপর নির্ভরশীল। অতএব তার দো'আ কিভাবে কবুল হতে পারে?!

উক্ত হাদীস থেকে হারাম ভক্ষণের ভয়াবহতা সুস্পষ্টরূপে বুঝে আসে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফিরের দো'আ ফেরৎ দেন না অথচ এখানে তার

দো'আ কবুলই করা হচ্ছে না। আর তা এ কারণেই যে, তার জীবন পুরোটাই হারামের উপর নির্ভরশীল।

হারামখোর পরকালে একমাত্র জাহান্নামেরই উপযুক্ত। জান্নাতের নয়।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

(ত্বাবারানী/কবীর ১৯/১৩৬ সা'হীহুল্ জা'মি', হাদীস ৪৪৯৫)

অর্থাৎ যে শরীর হারাম দিয়ে গড়া তা একমাত্র জাহান্নামেরই উপযুক্ত।

২৯. আত্মহত্যাঃ

আত্মহত্যা একটি মহাপাপ। যেভাবেই সে আত্মহত্যা করুক না কেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴾

(নিসা' : ২৯)

অর্থাৎ এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।

হযরত জুন্দাব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ اللهُ: بَدَرَنِيْ عَبْدِيْ بِنَفْسِهِ ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

(বুখারী, হাদীস ১৩৬৪)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি গুরুতর আহত হলে সে তার ক্ষতগুলোর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করলো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ আমার বান্দাহ্ স্বীয় জান কবযের ব্যাপারে তড়িঘড়ি করেছে অতএব আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিলাম।

হযরত সাবিত্ বিন্ যাহ্হাক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِيْ الدُّنْيَا عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ

(বুখারী, হাদীস ১৩৬৩, ৬০৪৭, ৬১০৫, ৬৬৫২ মুসলিম, হাদীস ১১০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন বস্তু দিয়ে আত্মহত্যা করলো আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামে সে বস্তু দিয়েই শাস্তি দিবেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِيْ يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِيْ بَطْنِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا، وَ مَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا، وَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا

(বুখারী, হাদীস ৫৭৭৮ মুসলিম, হাদীস ১০৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন লোহা বা লোহা জাতীয় বস্তু দিয়ে আত্মহত্যা করলো সে লোহা বা লোহা জাতীয় বস্তুটি তার হাতেই থাকবে। তা দিয়ে সে জাহান্নামের আগুনে নিজ পেটে আঘাত করবে এবং তাতে সে চিরকাল থাকবে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা করলো সে জাহান্নামের আগুনে বিষ পান করতেই থাকবে এবং তাতে সে চিরকাল থাকবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলো সে জাহান্নামের আগুনে লাফাতেই থাকবে এবং তাতে সে চিরকাল থাকবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الَّذِيْ يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِيْ النَّارِ ، وَ الَّذِيْ يَطْعَنُهَا يَطْعَنُهَا فِيْ النَّارِ

(বুখারী, হাদীস ১৩৬৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করলো সে জাহান্নামে গিয়ে এভাবেই করতে থাকবে এবং যে ব্যক্তি নিজকে বর্শা অথবা অন্য কোন কিছু দিয়ে

আঘাত করে আত্মহত্যা করলো সেও জাহান্নামে গিয়ে এভাবেই করতে থাকবে।

আত্মহত্যা জাহান্নামে যাওয়ার একটি বিশেষ কারণ। রাসূল ﷺ এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে আগাম সংবাদ দিয়েছেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমরা একদা রাসূল ﷺ এর সাথে 'হুনাইন্ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। পথিমধ্যে রাসূল ﷺ জনৈক মুসলমান সম্পর্কে বললেনঃ এ ব্যক্তি জাহান্নামী। যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো তখন লোকটি এক ভয়ানক যুদ্ধে লিপ্ত হলো এবং সে তাতে প্রচুর ক্ষত-বিক্ষত হলো। জনৈক ব্যক্তি বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! যার সম্পর্কে আপনি ইতিপূর্বে বললেনঃ সে জাহান্নামী সে তো আজ এক ভয়ানক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে মৃত্যু বরণ করলো। তখন রাসূল ﷺ আবারো বললেনঃ সে জাহান্নামী। তখন মুসলমানদের কেউ কেউ এ ব্যাপারে সন্দিহান হলো। এমতাবস্থায় সংবাদ এলোঃ সে মরেনি ; সে এখনো জীবিত। তবে তার দেহে অনেকগুলো মারাত্মক ক্ষত রয়েছে। যখন রাত হলো তখন লোকটি আর ধৈর্য ধরতে না পেরে আত্মহত্যা করলো। এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ কে সংবাদ দেয়া হলে তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ সুমহান। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্ ও তাঁর প্রেরিত রাসূল। অতঃপর তিনি হযরত বিলাল رضي الله عنه কে এ মর্মে ঘোষণা দিতে বললেন যে,

إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، وَ إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

(মুসলিম, হাদীস ১১১)

অর্থাৎ একমাত্র মু'মিন ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কখনো কোন কোন গুনাহ্গার ব্যক্তির মাধ্যমেও ইসলামকে শক্তিশালী করে থাকেন।

৩০. অবিচারঃ

কোর'আন ও হাদীসের সুস্পষ্ট জ্ঞান ও তা যথাস্থানে প্রয়োগ করার যথেষ্ট

প্রজ্ঞা ছাড়া বিচারকার্য পরিচালনা করা অথবা কোন ব্যাপারে সত্য উদ্ভাসিত হয়ে যাওয়ার পরও তা পাশ কাটিয়ে গিয়ে অন্যায়মূলক বিচার করা একটি মারাত্মক অপরাধ।

হযরত বুরাইদাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: وَاحِدٌ فِيْ الْجَنَّةِ ، وَ اثْنَانِ فِيْ النَّارِ ، فَأَمَّا الَّذِيْ فِيْ الْجَنَّةِ ؛ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَ رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِيْ الْحُكْمِ ؛ فَهُوَ فِيْ النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ؛ فَهُوَ فِيْ النَّارِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৭৩ তিরমিযী, হাদীস ১৩২২ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৩৪৪)

অর্থাৎ বিচারক তিন প্রকারের। তন্মধ্যে একজন জান্নাতী আর অপর দু'জন জাহান্নামী। যিনি জান্নাতী তিনি হচ্ছেন এমন বিচারক যে সত্য উদ্ঘাটন করে উহার আলোকেই বিচার করেন। আরেকজন এমন যে, তিনি সত্য উদ্ঘাটন করতে পেরেছেন ঠিকই তবে তিনি তা সূক্ষ্মভাবে পাশ কাটিয়ে গিয়ে অন্যায় ও অত্যাচারমূলক বিচার করে থাকেন। এমন বিচারক জাহান্নামী। আরেকজন এমন যে, তিনি অজ্ঞতা ও মূর্খতাকেই পুঁজি করে বিচার করে থাকেন। অতএব তিনিও জাহান্নামী।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ আবূ আওফা ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِيْ مَا لَمْ يَجُرْ ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَ لَزِمَهُ الشَّيْطَانُ

(তিরমিযী, হাদীস ১৩৩০ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৩৪১)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা বিচারকের সহযোগিতায়ই থাকেন যতক্ষণ না সে বিচারে কারোর উপর যুলুম করে। তবে যখন সে বিচারে কারোর উপর যুলুম করে বসে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সহযোগিতা উঠিয়ে নেন এবং শয়তার তাকে আঁকড়ে ধরে।

বিচার সংক্রান্ত কিছু কথাঃ

বিচার করার সময় উভয় পক্ষের সম্পূর্ণ কথা মনোযোগ সহকারে শুনে তা বিচার-বিশ্লেষণ করে সত্য পর্যন্ত পৌঁছুতে হয়।

হযরত 'আলী ﷛ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ আমাকে বিচারক হিসেবে ইয়েমেনে পাঠাচ্ছিলেন। তখন আমি বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি আমাকে বিচারক হিসেবে পাঠাচ্ছেন ; অথচ আমি অল্প বয়সের একজন যুবক এবং বিচার কার্য সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ

إِنَّ اللهَ سَيَهْدِيْ قَلْبَكَ وَ يُثَبِّتُ لِسَانَكَ ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ ؛ فَلاَ تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ ؛ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ ، قَالَ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَكْتُ فِيْ قَضَاءٍ بَعْدُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৮২ তিরমিযী, হাদীস ১৩৩১)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন এবং তোমার জিহ্বাকে দৃঢ় করবেন। যখন তোমার সামনে উভয় পক্ষ উপস্থিত হবে তখন তুমি দ্রুত বিচার করবে না যতক্ষণ না তুমি দ্বিতীয় পক্ষ থেকে তাদের কথা শুনো যেমনিভাবে শুনেছিলে প্রথম পক্ষ থেকে। কারণ, তখনই তোমার সামনে বিচারের ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। হযরত 'আলী ﷛ বলেনঃ তখন থেকেই আমি বিচারক অথবা তিনি বললেনঃ অতঃপর আমি আর বিচারের ক্ষেত্রে কখনোই কোন সন্দেহের রোগে ভুগিনি।

বিচারকের নিকট যে কোন ব্যক্তির অভিযোগ পৌঁছানো যেন কোনভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয় উহার প্রতি বিচারককে অবশ্যই যত্নবান হতে হবেঃ

হযরত 'আমর বিন্ মুর্রাহ্ ﷛ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُوْنَ ذَوِيْ الْحَاجَةِ وَ الْخَلَّةِ وَ الْمَسْكَنَةِ ؛ إِلاَّ أَغْلَقَ اللهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُوْنَ خَلَّته وَ حَاجَته وَ مَسْكَنَته

(তিরমিযী, হাদীস ১৩৩২)

অর্থাৎ কোন সমস্যায় জর্জরিত ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রপতি অথবা বিচারকের নিকট তার অভিযোগ উত্থাপন করতে বাধাগ্রস্ত হলে সেও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিজ সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে বাধাগ্রস্ত হবে।

বিচারক বিচারের সময় কোন ব্যাপারেই রাগান্বিত হতে পারবেন নাঃ

হযরত আবু বাক্‌রাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَ هُوَ غَضْبَانُ

(তিরমিযী, হাদীস ১৩৩৪ আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৮৯ ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ২৩৪৫)

অর্থাৎ কোন বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দু' পক্ষের মাঝে বিচার না করে।

ঘুষ খেয়ে অন্যায়ভাবে বিচারকারীকে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ লা'নত করেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ও হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব ﵄ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيْ وَ الْمُرْتَشِيْ فِيْ الْحُكْمِ

(তিরমিযী, হাদীস ১৩৩৬, ১৩৩৭ আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৮০ ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ২৩৪২)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ লানত করেন বিচারের ব্যাপারে ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়কেই।

বিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থাপনের দায়িত্ব একমাত্র বাদীর উপর এবং কসম হচ্ছে বিবাদীর উপরঃ

হযরত শু'আইব ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেনঃ নবী ﷺ একদা তাঁর খুৎবায় বলেনঃ

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَ الْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

(তিরমিযী, হাদীস ১৩৪১)

অর্থাৎ বাদীর উপর সাক্ষী-প্রমাণ এবং বিবাদীর উপর কসম।

কেউ কারোর কাছ থেকে কোন ব্যাপারে কসম গ্রহণ করতে চাইলে সে ব্যক্তি কসমের শব্দ থেকে যাই বুঝবে উহার ভিত্তিতেই কসমের সত্যতা কিংবা অসত্যতা নিরূপিত হবে। কসমকারীর নিয়তের ভিত্তিতে নয়। তবে যদি কসম গ্রহণকারী যালিম হয়ে থাকে এবং কসমকারীর কথার ভিত্তিতেই সে ব্যক্তি যুলুম করার সুযোগ পাবে তখন কসমকারীর নিয়তই গ্রহণযোগ্য হবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يَمِيْنُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: إِنَّمَا الْيَمِيْنُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِف

(তিরমিযী, হাদীস ১৩৫৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২১৫০, ২১৫১)

অর্থাৎ তোমার কসম কসম গ্রহণকারী সত্য বললেই সত্য বলে বিবেচিত হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কসমের সত্যতা কিংবা অসত্যতা কসম গ্রহণকারীর নিয়তের উপরই নির্ভরশীল।

যাদের সাক্ষ্য গহণযোগ্য নয়ঃ

আত্মসাৎকারী পুরুষ ও মহিলার সাক্ষ্য, কারোর বিপক্ষে তার শত্রুর সাক্ষ্য,

ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সাক্ষ্য, কাউকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়ে তার বিরুদ্ধে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারার দরুন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য, কোন পরিবারের পক্ষে তাদের কাজের লোকের সাক্ষ্য এবং শরীয়তের বিধি-বিধানের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ লোকের সাক্ষ্য কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَ الْخَائِنَةِ ، وَ ذِيْ الْغِمْرِ عَلَى أَخِيْــهِ ، وَ رَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: وَ لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ زَانٍ وَ لاَ زَانِيَةٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬০০, ৩৬০১ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৩৯৫)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ আত্মসাৎকারী পুরুষ ও মহিলার সাক্ষ্য এবং কোন মুস্‌লিম ভাইয়ের বিপক্ষে তার শত্রুর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেন। তেমনিভাবে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন কোন পরিবারের পক্ষে তাদের কাজের লোকের সাক্ষ্য। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কোন ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সাক্ষ্যও শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬০২ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৩৯৬)

অর্থাৎ কোন মরুবাসীর সাক্ষ্য শহুরে ব্যক্তির বিপক্ষে বৈধ নয়। কারণ, মরুবাসী শরীয়তের বিধি-বিধান না জানার দরুন সাক্ষ্য গ্রহণ ও প্রদান সম্পর্কে নিতান্তই অজ্ঞ।

বিচারের ক্ষেত্রে কোন কারণে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভবপর না হলে অন্ততপক্ষে পরস্পরের ছাড়ের ভিত্তিতে একান্ত বুঝাপড়ার মাধ্যমে কোন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও জায়িয।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ও হযরত 'আমর বিন্ 'আউফ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ ؛ إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৯৪ তিরমিযী, হাদীস ১৩৫২ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৩৮২)

অর্থাৎ মুসলমানদের মাঝে পরস্পরের বুঝাপড়ার ভিত্তিতে কোন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও জায়িয। তবে সে সিদ্ধান্ত এমন যেন না হয় যে, তাতে কোন হারামকে হালাল করা হয়েছে অথবা হালালকে হারাম করা হয়েছে।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের অধিকার সংরক্ষণের খাতিরে একজন সাক্ষী এবং বাদীর কসমের ভিত্তিতেও বিচার করা যেতে পারে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্, জাবির ও হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ ﷺ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

قَضَى رَسُوْلُ اللهِ بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬০৮, ৩৬১০ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৩৯৭, ২৩৯৮, ২৩৯৯)

অর্থাৎ একদা রাসূল ﷺ একজন সাক্ষী ও বাদীর কসমের ভিত্তিতে ফায়সালা করেন।

কোন ধরনের সুযোগ পেয়ে নিজের নয় এমন জিনিস দাবি করলে সে মুসলমান থাকে না। বরং তার ঠিকানা হয় তখন জাহান্নাম।

হযরত আবু যর ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৩৪৮)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন জিনিস দাবি করলো যা তার নয় তা হলে সে আমার উম্মত নয় এবং সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

বিচারকের বিচার কোন অবৈধ বস্তুকে বৈধ করে দেয় না। সুতরাং কেউ বিচারের মাধ্যমে কোন কিছু পেয়ে গেলে যা তার নয় সে যেন অতিসত্বর তা মালিককে পৌঁছিয়ে দেয়। সে যেন অবৈধভাবে তা ভোগ বা ভক্ষণ না করে।

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ ، وَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّته مِنْ بَعْضٍ ، وَ أَقْضِيْ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

(বুখারী, হাদীস ২৪৫৮, ২৬৮০, ৬৯৬৭, ৭১৬৯, ৭১৮১, ৭১৮৫ মুসলিম, হাদীস ১৭১৩)

অর্থাৎ আমি তো মানুষ মাত্র। আর তোমরা আমার কাছে মাঝে মাঝে বিচার নিয়ে আসো। হয়তো বা তোমাদের কেউ কেউ নিজ প্রমাণ উপস্থাপনে অন্যের চাইতে অধিক পারঙ্গম। অতএব আমি শুনার ভিত্তিতেই তার পক্ষে ফায়সালা করে দেই। সুতরাং আমি যার পক্ষে তার কোন মুসলমান ভাইয়ের কিছু অধিকার ফায়সালা করে দেই সে যেন তা গ্রহণ না করে। কারণ, আমি উক্ত বিচারের ভিত্তিতে তার হাতে একটি জাহান্নামের আগুনের টুকরাই উঠিয়ে দেই।

আপনার মালিকানাধীন জায়গায় আপনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন না যাতে অন্য জন কষ্ট পায়। বরং এমনভাবেই আপনি আপনার জমিন ব্যবহার করবেন যাতে আপনার পাশের ব্যক্তি কোনভাবেই কষ্ট না পায়।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ ও হযরত 'উবাদাহ্ বিন্ স্বামিত্ ﷺ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৩৬৯, ২৩৭০)

অর্থাৎ না তুমি নিজ বা অন্যের ক্ষতি করতে পারো। আর না তোমরা পরস্পর (প্রতিশোধের ভিত্তিতে) একে অপরের ক্ষতি করতে পারো।

হযরত আবু স্বিরমাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ ، وَ مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ

(আবু দাঊদ, হাদীস ৩৬৩৫ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৩৭১)

অর্থাৎ যে অপরের ক্ষতি করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার ক্ষতি করবেন এবং যে অপরকে কষ্ট দিবে আল্লাহ্ তা'আলাও তাকে কষ্ট দিবেন।

কোন ধনী ব্যক্তি অন্যের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে টালবাহানা করলে অথবা কেউ কাউকে কোন ব্যাপারে অপবাদ দিলে এবং লোকটিও সে ব্যাপারে সন্দেহভাজন হলে তাকে জেলে আটকে রাখা হবে যতক্ষণ না সে উক্ত ব্যাপারে সুস্পষ্ট উক্তি করে।

হযরত শারীদ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوْبَتَهُ

(আবু দাঊদ, হাদীস ৩৬২৮)

অর্থাৎ ধনী লোকের টালবাহানা তার ইয্যত বিনষ্ট করা এবং তাকে শাস্তির

সম্মুখীন করাকে জায়িয করে দেয়।

হযরত মু'আবিয়া বিন্ 'হাইদাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেনঃ

حَبَسَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً فِيْ تُهْمَةٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৩০)

অর্থাৎ নবী ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে অপবাদের ভিত্তিতেই আটক করেন।

নিজেই ভুলের উপর তা জেনেশুনেও কেউ অন্যের সাথে বিবাদে লিপ্ত হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর অসন্তুষ্ট হন যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ خَاصَمَ فِيْ بَاطِلٍ وَ هُوَ يَعْلَمُهُ ؛ لَمْ يَزَلْ فِيْ سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৯৭)

অর্থাৎ কেউ যদি জেনেশুনে অন্যায় ব্যাপারে অপরের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয় আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর খুবই রাগান্বিত হন যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে।

কেউ অবৈধভাবে অন্যের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে তা জেনেশুনেও অন্য কেউ এ ব্যাপারে তাকে সহযোগিতা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর অসন্তুষ্ট হন যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُوْمَةٍ بِظُلْمٍ ؛ لَمْ يَزَلْ فِيْ سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৩৪৯ 'হা'কিম ৪/৯৯)

অর্থাৎ কেউ যদি জেনেশুনে অন্যায় মূলক বিবাদে অন্যকে সহযোগিতা করে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর খুবই রাগান্বিত হন যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে।

৩১. কারোর বংশ মর্যাদায় আঘাত হানাঃ

কারোর বংশ মর্যাদা হানি করাও কবীরা গুনাহ্ সমূহের অন্যতম। যা রাসূল ﷺ এর ভাষায় কুফরি বলে আখ্যায়িত।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اثْنَتَانِ فِيْ النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ ، الطَّعْنُ فِيْ النَّسَبِ وَ النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ

(মুসলিম, হাদীস ৬৭)

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে দু'টি চরিত্র কুফরি পর্যায়ের। তম্মধ্যে একটি হচ্ছে কারোর বংশ মর্যাদায় আঘাত হানা আর অপরটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে বিলাপ করা।

৩২. আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া কল্যাণময় বিধানকে লঙ্ঘন করে মানব রচিত যে কোন বিধানের আলোকে বিচার কার্য পরিচালনা বা তা গ্রহণ করাঃ

আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া কল্যাণময় বিধানকে লঙ্ঘন করে মানব রচিত যে কোন বিধানের আলোকে বিচার কার্য পরিচালনা বা গ্রহণ করাও আরেকটি কবীরা গুনাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَآئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ﴾

(মা'য়িদাহ্ : ৪৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া বিধানানুযায়ী বিচার করে না সে তো কাফির।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلآئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴾

(মা'য়িদাহ্ : ৪৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া বিধানানুযায়ী বিচার করে না সে তো জালিম।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلآئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ﴾

(মা'য়িদাহ্ : ৪৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া বিধানানুযায়ী বিচার করে না সে তো ফাসিক্ব তথা ধর্মচ্যুত নাফরমান।

আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদের মধ্যে মানব রচিত আইন গ্রহণকারীদেরকেও ঈমানশূন্য তথা কাফির বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ آمَنُوْا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّتَحَاكَمُوْا إِلَى الطَّاغُوْتِ وَ قَدْ أُمِرُوْا أَنْ يَّكْفُرُوْا بِهِ ، وَ يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيْداً ، ... فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْماً ﴾

(নিসা' : ৬০-৬৫)

অর্থাৎ আপনি কি ওদের ব্যাপারে অবগত নন? যারা আপনার প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ও পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের উপর ঈমান এনেছে বলে ধারণা পোষণ করছে, অথচ তারা তাগূতের (আল্লাহ্ বিরোধী যে কোন শক্তি) ফায়সালা

কামনা করে। বস্তুতঃ তাদেরকে ওদের বিরুদ্ধাচরণের আদেশ দেয়া হয়েছে। শয়তান চায় ওদেরকে চরমভাবে বিভ্রান্ত করতে। ... অতএব আপনার প্রতিপালকের কসম! তারা কখনো ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না তারা আপনাকে নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক বানিয়ে নেয় এবং আপনার সকল ফায়সালা নিঃসঙ্কোচে তথা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়।

তবে মানব রচিত বিধান কর্তৃক বিচার কার্য পরিচালনা করার কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

ক. যে বিচারক বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিধান বর্তমান যুগে বিচার কার্য পরিচালনার জন্য কোনভাবেই উপযোগী নয় তা হলে সে কাফির। এ ব্যাপারে সকল মুসলমানের ঐকমত্য রয়েছে। কারণ, সে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানকে অস্বীকার করেছে যা নিশ্চিত কুফরি।

খ. যে বিচারক বিশ্বাস করে যে, মানব রচিত বিধানই বর্তমান যুগে বিচার কার্য পরিচালনার জন্য অত্যন্ত উপযোগী ; আল্লাহ্ তা'আলার বিধান নয়, চাই তা সর্ব বিষয়েই হোক অথবা শুধুমাত্র নব উদ্ভাবিত বিষয়াবলীতে, তা হলে সেও কাফির। এ ব্যাপারেও সকল মুসলমানের ঐকমত্য রয়েছে। কারণ, সে মানব রচিত বিধানকে আল্লাহ্ তা'লার বিধানের উপর প্রাধান্য দিয়েছে, যা কুফরি।

গ. যে বিচারক বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিধান যেমন বর্তমান যুগে বিচার কার্য পরিচালনার জন্য উপযোগী তেমনিভাবে মানব রচিত বিধানও, তা হলে সেও কাফির। কারণ, সে সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমপর্যায়ে দাঁড় করিয়েছে যা শির্ক তথা কুফরিও বটে।

ঘ. যে বিচারক বিশ্বাস করে যে, বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের আলোকে যেভাবে বিচার কার্য পরিচালনা করা সম্ভব তেমনিভাবে মানব রচিত যে কোন বিধানের আলোকেও বিচার কার্য পরিচালনা করা সম্ভব তা হলে সেও কাফির। যদিও সে এ কথা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিধানই

সর্বোত্তম। কারণ, সে নিশ্চিত হারাম বস্তুকে হালাল মনে করছে। যা কুফরিরই অন্তর্গত।

ঙ. যে বিচারক মনে করে যে, বর্তমান যুগের শরীয়ত বিরোধী আদালত সমূহই মানুষের একমাত্র আশ্রয়স্থল ; ইসলামী শরীয়ত নয় তা হলে সেও কাফির। কারণ, সেও নিশ্চিত হারাম বস্তুকে হালাল মনে করছে। যা কুফরিরই অন্তর্গত।

চ. যে গ্রাম্য মোড়ল মনে করে যে, তার এ অভিজ্ঞতালব্ধ বিচারই মানুষের সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় তা হলে সেও কাফির। কারণ, সেও নিশ্চিত হারাম বস্তুকে হালাল মনে করছে। যা কুফরিরই অন্তর্গত।

ছ. যে বিচারক মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিধানই বিচারের ক্ষেত্রে একমাত্র গ্রহণযোগ্য বিধান ; অন্য কোন মানব রচিত বিধান নয়। এর পরও সে মানব রচিত কোন বিধানের আলোকে বিচার কার্য পরিচালনা করে যাচ্ছে এবং সে এও মনে করছে যে, আমার এ কর্ম নীতি কখনোই ঠিক হতে পারে না তা হলে সে সত্যিই বড় পাপী। কারণ, সে নিজ স্বার্থ বা প্রবৃত্তি পূজারী। তবে সে কাফির নয়।

মানব রচিত আইন গ্রহণকারীদেরও কয়েকটি পর্যায় রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

ক. যে বিচারপ্রার্থী এ কথা জানে যে, তার প্রশাসক বা বিচারক আল্লাহ্ তা'আলার বিধান অনুযায়ী বিচার করছে না। তবুও সে তার প্রশাসক বা বিচারকেরই অনুসরণ করছে এবং এও মনে করছে যে, তার প্রশাসক বা বিচারকের বিচার কার্যই সঠিক। তারা যা হালাল বলে তাই হালাল এবং তারা যা হারাম বলে তাই হারাম তা হলে সে কাফির। কারণ, সে তার প্রশাসক বা বিচারককে তার প্রভু বানিয়ে নিয়েছে যা শির্ক তথা কুফরিও বটে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ مَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا إِلَهاً وَّاحِداً ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴾

(তাওবাহ্: ৩১)

অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ছেড়ে নিজেদের আলিম, ধর্ম যাজক ও মার্ইয়ামের পুত্র মাসীহ্ (ঈসা) عليه السلام কে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তাদেরকে শুধু এতটুকুই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদাত করবে। তিনি ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই। তিনি তাদের শির্ক হতে একেবারেই পূতপবিত্র।

হযরত 'আদি' বিন্ হাতিম رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَ فِيْ عُنُقِيْ صَلِيْبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ : يَا عَدِيُّ! اِطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ ، وَ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِيْ سُوْرَةِ بَرَاءَةَ:

﴿ اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّنْ دُوْنِ اللهِ ﴾

قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْبُدُوْنَهُمْ وَ لَكِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا أَحَلُّوْا لَهُمْ شَيْئاً اِسْتَحَلُّوْهُ وَإِذَا حَرَّمُوْا عَلَيْهِمْ شَيْئاً حَرَّمُوْهُ

(তিরমিযী, হাদীস ৩০৯৫)

অর্থাৎ আমি নবী ﷺ এর দরবারে গলায় স্বর্ণের ক্রুশ ঝুলিয়ে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে ডেকে বলেনঃ হে 'আদি'! এ মূর্তিটি (ক্রুশ) গলা থেকে ফেলে দাও। তখন আমি তাঁকে উক্ত আয়াতটি পড়তে শুনেছি। হযরত 'আদি' বলেনঃ মূলতঃ খ্রিষ্টানরা কখনো তাদের আলিমদের উপাসনা করতো না। তবে তারা হালাল ও হারামের ব্যাপারে বিনা প্রমাণে আলিমদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতো। আর এটিই হচ্ছে আলিমদেরকে প্রভু মানার অর্থ তথা আনুগত্যের শির্ক।

উক্ত বিধান আলিম ও ধর্ম যাজকদের ব্যাপারে যেমন প্রযোজ্য তেমনিভাবে

বিচারক ও প্রশাসকদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

খ. যে বিচারপ্রার্থী মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিচারই সঠিক। তার বিচারকের বিচার সঠিক নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যাই হালাল বলেন তাই হালাল আর তিনি যাই হারাম বলেন তাই হারাম। তবুও সে তার বিচারকের বিচারই গ্রহণ করছে তার কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে তা হলে সে সত্যিই বড় পাপী। কারণ, সে স্বার্থ পূজারী। তবে সে কাফির নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

عَلَى الْمَرءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ فِيْمَا أَحَبَّ وَ كَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُّؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَ لاَ طَاعَةَ

(বুখারী, হাদীস ৭১৪৪ মুসলিম, হাদীস ১৮৩৯)

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি তার উপরস্থের যে কোন কথা শুনতে ও তাঁর আনুগত্য করতে বাধ্য তা তার পছন্দসই হোক বা নাই হোক যতক্ষণ না তিনি তাকে কোন গুনাহ্'র আদেশ করেন। তবে যদি তিনি তাকে কোন গুনাহ্'র আদেশ করেন তখন তার জন্য উক্ত কথাটি শুনা ও মানা বৈধ নয়।

হযরত 'আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল ﷺ জনৈক আনসারী সাহাবীকে আমীর বানিয়ে একটি সেনাদল পাঠান এবং তাদেরকে তাদের আমীরের যাবতীয় কথা শুনতে ও তাঁর আনুগত্য করতে আদেশ করেন। পথিমধ্যে তারা উক্ত আমীরকে কোন এক ব্যাপারে রাগিয়ে তুললে তিনি তাদেরকে আদেশ করলেন যে, তোমরা আমার জন্য কিছু জ্বালানি কাঠ একত্রিত করো। তখন তারা তাই করলো। আমীর সাহেব তাদেরকে সেগুলোতে আগুন ধরাতে বললেও তারা তাই করলো। অতঃপর তিনি তাদেরকে বললেনঃ রাসূল ﷺ কি তোমাদেরকে আমার যাবতীয় কথা শুনতে ও আমার আনুগত্য করতে আদেশ করেননি? তারা সকলেই বললোঃ

অবশ্যই। আমীর বললেনঃ তা হলে তোমরা আগুনে প্রবেশ করো। তখন তারা একে অপরের চেহারা চাওয়া-চাওয়ি শুরু করলো। তারা বললোঃ আমরা তো রাসূল ﷺ এর নিকট ছুটেই আসলাম আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে। এভাবেই কিছু সময় কেটে গেলো। ইতোমধ্যে তাঁর রাগ নেমে গেলো এবং আগুন নিভিয়ে দেয়া হলো। তারা রাসূল ﷺ এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ

لَوْ دَخَلُوْهَا مَا خَرَجُوْا مِنْهَا ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِيْ الْمَعْرُوْفِ

(বুখারী, হাদীস ৭১৪৫ মুসলিম, হাদীস ১৮৪০)

অর্থাৎ যদি তারা তাতে (আগুনে) প্রবেশ করতো তা হলে তারা আর সেখান থেকে বের হতে পারতো না। নিশ্চয়ই আনুগত্য হচ্ছে (কুর'আন ও হাদীস সম্মত) সৎ কাজেই।

গ. যে বিচারপ্রার্থী বাধ্য হয়েই শরীয়ত বিরোধী বিচার গ্রহণ করেছে ; সন্তুষ্ট চিত্তে নয় তা হলে সে কাফিরও নয়। গুনাহ্গারও নয়।

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ، فَتَعْرِفُوْنَ وَ تُنْكِرُوْنَ ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَ مَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ ، وَ لَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَ تَابَعَ

(মুসলিম, হাদীস ১৮৫৪)

অর্থাৎ তোমাদের উপর এমন আমীর নিয়োগ করা হবে যাদের কিছু কর্মকাণ্ড হবে মেনে নেয়ার মতো আর কিছু মেনে নেয়ার মতো নয়। সুতরাং যা মেনে নেয়ার মতো নয় তা কেউ অপছন্দ করলে সে দায়মুক্ত হলো। আর যে তা মেনে নিলো না সে নির্ভেজাল থাকলো। আর যে তাতে তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করলো এবং তার অনুসরণ করলো সেই হবে নিশ্চিত দোষী।

৩৩. ঘুষ নিয়ে কারোর পক্ষে বা বিপক্ষে বিচার করাঃ

ঘুষ নিয়ে কারোর পক্ষে বা বিপক্ষে বিচার করাও একটি মহাপাপ এবং হারাম কাজ। তাই তো আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ ঘুষ খেয়ে অন্যায়ভাবে বিচারকারীকে লা'নত করেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ও হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব رضي الله عنهم থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيْ وَ الْمُرْتَشِيْ فِيْ الْحُكْمِ

(তিরমিযী, হাদীস ১৩৩৬, ১৩৩৭ আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৮০ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৩৪২)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ লানত করেন বিচারের ব্যাপারে ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়কেই।

৩৪. কোন মহিলাকে তিন তালাকের পর নামে মাত্র বিবাহ্ করে তালাকের মাধ্যমে অন্যের জন্য হালাল করা অথবা নিজের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করাঃ

কোন মহিলাকে তিন তালাকের পর নামে মাত্র বিবাহ্ করে তালাকের মাধ্যমে অন্যের জন্য হালাল করে দেয়া অথবা নিজের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করাও আরেকটি মহাপাপ এবং হারাম কাজ। তাই তো আল্লাহ্ তা'আলা এবং তদীয় রাসূল ﷺ এ জাতীয় মানুষকে লা'নত ও অভিসম্পাত করেন।

হযরত 'আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَ الْمُحَلَّلَ لَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ২০৭৬)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন (কোন মহিলাকে তিন তালাকের পর নামে মাত্র বিবাহ্ করে তালাকের মাধ্যমে অন্যের জন্য) হালালকারীকে

এবং যার জন্য তাকে হালাল করা হয়েছে।

হযরত জাবির, 'আলী ও 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাসউদ ﵃ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَ الْمُحَلَّلَ لَهُ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৯৬১, ১৯৬২ তিরমিযী, হাদীস ১১১৯, ১১২০)

অর্থাৎ আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ লা'নত করেন (কোন মহিলাকে তিন তালাকের পর নামে মাত্র বিবাহ্ করে তালাকের মাধ্যমে অন্যের জন্য) হালালকারীকে এবং যার জন্য তাকে হালাল করা হয়েছে।

হযরত 'উক্ববাহ্ বিন্ 'আমির ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَ الْمُحَلَّلَ لَهُ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৯৬৩)

অর্থাৎ আমি কি তোমাদেরকে ধার করা পাঁঠার সংবাদ দেবো না? সাহাবারা বললেনঃ হ্যাঁ বলুন, হে আল্লাহ্'র রাসূল। তখন তিনি বললেনঃ সে হচ্ছে হালালকারি। আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন (কোন মহিলাকে তিন তালাকের পর নামে মাত্র বিবাহ্ করে তালাকের মাধ্যমে অন্যের জন্য) হালালকারিকে এবং যার জন্য তা হালাল করা হয়েছে।

৩৫. পুরুষদের মহিলার সাথে অথবা মহিলাদের পুরুষের সাথে যে কোনভাবে সাদৃশ্য বজায় রাখাঃ

পুরুষদের মহিলার সাথে অথবা মহিলাদের পুরুষের সাথে যে কোনভাবে সাদৃশ্য বজায় রাখাও আরেকটি বড় গুনাহ্ এবং হারাম কাজ। চাই তা

পোশাক-আশাকে হোক অথবা চাল-চলনে। উঠা-বসায় হোক অথবা কথা-বার্তায়। সুতরাং পুরুষরা মহিলাদের স্বর্ণের চেইন, গলার হার, হাতের চুড়ি, কানের দুল, পায়ের খাড়ু ইত্যাদি এবং মহিলারা পুরুষের পেন্ট, শার্ট, লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, জুব্বা, পাজামা, টুপি ইত্যাদি পরতে পারে না। তাই তো রাসূল ﷺ এ জাতীয় পুরুষ ও মহিলাকে অভিসম্পাত করেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

(বুখারী, হাদীস ৫৮৮৫, ৫৮৮৬)

অর্থাৎ আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ লা'নত করেন এমন পুরুষকে যারা মহিলাদের সাথে যে কোন ভাবে (পোশাকে, চলনে ইত্যাদি) সামঞ্জস্য বজায় রাখতে উৎসাহী এবং সে মহিলাদেরকে যারা পুরুষদের সাথে যে কোন ভাবে (পোশাকে, চলনে ইত্যাদি) সামঞ্জস্য বজায় রাখতে উৎসাহী।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ ، وَ الْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪০৯৮ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ৫৭৫১, ৫৭৫২ হা'কিম ৪/১৯৪ আহ্মাদ্ ২/৩২৫)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ এমন পুরুষকে লা'নত করেন যে পুরুষ মহিলার ঢঙে পোশাক পরে এবং এমন মহিলাকে লা'নত করেন যে মহিলা পুরুষের ঢঙে পোশাক পরে।

৩৬. নিজ অধীনস্থ মহিলাদের অশ্লীলতায় খুশি হওয়া অথবা তা চোখ বুজে মেনে নেয়াঃ

নিজ অধীনস্থ মহিলাদের অশ্লীলতায় খুশি হওয়া অথবা তা চোখ বুজে মেনে

নেয়াও আরেকটি কবীরা গুনাহ্ এবং হারাম কাজ। যাকে আরবী ভাষায় দিয়াসাহ্ এবং উক্ত ব্যক্তিকে দাইয়ূস বলা হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ : مُدْمِنُ الْخَمْرِ ، وَ الْعَاقُّ ، وَالدَّيُّوْثُ الَّذِيْ يُقِرُّ فِيْ أَهْلِهِ الْخَبَثَ

(আহ্মাদ্ ২/৬৯, ১২৮ সা'হীহুল্ জা'মি', হাদীস ৩০৫২ সা'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ২৩৬৬)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তারা হলো মধ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি, মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান এবং এমন আত্মমর্যাদাহীন বা ঈর্ষাহীন ব্যক্তি যে নিজ পরিবারবর্গের ব্যাপারে ব্যভিচার তথা অশ্লীলতা মেনে নেয়।

হযরত 'আম্মার বিন্ ইয়াসির (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ أَبَدًا : الدَّيُّوْثُ ، وَ الرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ ، وَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَمَّا مُدْمِنُ الْخَمْرِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الدَّيُّوْثُ؟ قَالَ: الَّذِيْ لاَ يُبَالِيْ مَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ ، قُلْنَا: فَمَا الرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ: الَّتِيْ تَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ

(সা'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ২০৭১, ২৩৬৭)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তি কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তারা হলো আত্মমর্যাদাহীন বা ঈর্ষাহীন ব্যক্তি, পুরুষ মার্কা মেয়ে এবং মধ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! মধ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে তো আমরা চিনি তবে আত্মমর্যাদাহীন বা ঈর্ষাহীন ব্যক্তি বলতে আপনি কাকে বুঝাচ্ছেন? রাসূল ﷺ বললেনঃ যে নিজ পরিবারবর্গের নিকট কে বা কারা আসা-যাওয়া করছে এর কোন খবরই রাখে না বা এর

কোন পরোয়াই করে না। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেনঃ তা হলে পুরুষ মার্কা মেয়ে বলতে আপনি কাদেরকে বুঝাতে চাচ্ছেন? রাসূল ﷺ বললেনঃ যে মহিলা পুরুষের সাথে কোনভাবে সাদৃশ্য বজায় রাখে।

আত্মমর্যাদাহীনতা বা ঈর্ষাহীনতার আরেকটি পর্যায় এই যে, কেউ নিজ মেয়ে বা স্ত্রীকে গায়রে মাহ্‌রাম তথা যার সাথে দেখা দেয়া হারাম এমন কারোর সাথে সরাসরি, টেলিফোন অথবা মোবাইলে কথা বলতে বা হাসাহাসি করতে কিংবা নির্জনে বসে গল্প-গুজব করতে দেখলো অথচ সে কিছুই বললো না।

আত্মমর্যাদাহীনতা বা ঈর্ষাহীনতার আরেকটি পর্যায় এও যে, কারোর কাজের ছেলে বা গাড়ি চালক তার অন্দরমহলে যখন-তখন ঢুকে পড়ছে এবং তার স্ত্রী-কন্যার সাথে কথাবার্তা বলছে। তার স্ত্রী-কন্যারা যখন-তখন গাড়ি চালকের সাথে একাকী মার্কেট, পার্ক, বিয়ে বাড়ি ইত্যাদির দিকে ছুটে বেড়াচ্ছে অথচ সে তা জানা সত্ত্বেও তাদেরকে এ ব্যাপারে কিছুই বলছে না।

আত্মমর্যাদাহীনতা বা ঈর্ষাহীনতার আরেকটি পর্যায় এও যে, কারোর স্ত্রী-কন্যা বেপর্দাভাবে রাস্তা-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর পিপাসার্ত যুবকরা ওদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে বার বার তাকিয়ে আত্মতৃপ্ত হচ্ছে অথচ সে তা জানা সত্ত্বেও তাদেরকে এ ব্যাপারে কিছুই বলছে না।

আত্মমর্যাদাহীনতা বা ঈর্ষাহীনতার আরেকটি পর্যায় এও যে, কারোর স্ত্রী-কন্যা টিভির পর্দায় অর্ধ উলঙ্গ নায়ক-নায়িকার গলা ধরাধরি, চুমোচুমি ইত্যাদি দেখে উক্ত নায়কের প্রতি নিজের অজান্তেই আসক্ত হয়ে পড়ছে অথচ সে নিজেই জেনে-শুনে তাদের জন্য এ কুব্যবস্থা চালু করে রেখেছে। আরো কত্তো কী?

৩৭. প্রস্রাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন না করাঃ

প্রস্রাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন না করাও আরেকটি কবীরা গুনাহ্। যা খ্রিস্টানদের একান্ত বৈশিষ্ট্য এবং যে কারণে কবরে শাস্তি পেতে হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَ مَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ ، وَ فِـيْ رِوَايَةٍ: بَلَى إِنَّهُ كَبِيْرٌ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَ أَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ ، فَغَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا

(বুখারী, হাদীস ২১৮ মুসলিম, হাদীস ২৯২)

অর্থাৎ একদা নবী ﷺ দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেনঃ এ দু' জন কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে তা আপাত দৃষ্টিতে কোন বড় অপরাধের জন্য নয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, বাস্তবে তা সত্যিই বড় অপরাধ অথবা বস্তুতঃ উক্ত দু'টি গুনাহ্ থেকে রক্ষা পাওয়া তাদের জন্য কোন কষ্টকরই ছিলো না। তাদের এক জন নিজ প্রস্রাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতার্জন করতো না আর অপর জন মানুষের মাঝে চুগলি করে বেড়াতো। অতঃপর রাসূল ﷺ খেজুর গাছের একটি তাজা ডালকে দু' ভাগ করে প্রত্যেক কবরে একটি করে গেড়ে দিলেন। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আপনি কেন এমন করলেন? রাসূল ﷺ বললেনঃ হয়তো বা তাদের শাস্তি হালকা করে দেয়া হবে যতক্ষণ না ডাল দু'টি শুকাবে।

প্রস্রাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতার্জন না করার মধ্যে এটিও যে, আপনি প্রস্রাব শেষেই দ্রুত উঠে গেলেন অথচ প্রস্রাবের কয়েক ফোঁটা এখনো থেকে গেছে যা পরবর্তীতে আপনার কাপড়কে নাপাক করে দিচ্ছে অথবা প্রস্রাবের পর আপনি পানি বা ঢিলা কিছুই ব্যবহার করেননি। তাই প্রস্রাবের ফোঁটায় আপনার কাপড় নাপাক হয়ে যাচ্ছে।

এর চাইতেও আরো কঠিন অপরাধ এই যে, অনেক খ্রিস্টান মার্কা ভদ্রলোক দেয়ালে ফিট করা ইংলিশ প্রস্রাব খানায় অর্ধ উলঙ্গ হয়ে প্রস্রাব করে সাথে সাথেই কাপড় পরে নেয় অথচ সে ঢিলা বা পানি কিছুই ব্যবহার করেনি।

এমতাবস্থায় দু'টি দোষ একত্রে পাওয়া যায়। খোলা জায়গায় অর্ধ উলঙ্গ হওয়া এবং পবিত্রতার্জন না করা। কখনো কখনো এ সব প্রস্রাব খানায় প্রস্রাবের পর পানি ছাড়তে গেলে প্রস্রাব গায়ে আসে। এমন অনেক কাণ্ড আমাদের স্বচক্ষে দেখা। যা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

৩৮. কোন পশুর চেহারায় পুড়িয়ে দাগ দেয়াঃ

কোন পশুর চেহারায় পুড়িয়ে দাগ দেয়াও কবীরা গুনাহ্'র অন্যতম। তাই তো রাসূল ﷺ এ জাতীয় মানুষকে লা'নত ও অভিসম্পাত এবং এ জাতীয় কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

হযরত জাবির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِيْ الْوَجْهِ وَ عَنِ الْوَسْمِ فِيْ الْوَجْهِ

(মুসলিম, হাদীস ২১১৬ ইব্নু খুযাইমাহ্, হাদীস ২৫৫১)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ চেহারায় প্রহার করা এবং চেহারায় পুড়িয়ে দাগ দেয়া থেকে নিষেধ করেন।

হযরত জাবির رضي الله عنه থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِيْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ الَّذِيْ وَسَمَهُ ، وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ: أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّيْ قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيْمَةَ فِيْ وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِيْ وَجْهِهَا

(মুসলিম, হাদীস ২১১৭ আবু দাউদ, হাদীস ২৫৬৪)

অর্থাৎ একদা নবী ﷺ একটি গাধার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যার চেহারায় পুড়িয়ে দাগ দেয়া হয়েছিলো। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করুক সে ব্যক্তিকে যে গাধাটির চেহারায় পুড়িয়ে দাগ দিলো। আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, তোমাদের নিকট কি এ কথা পৌঁছায়নি যে, আমি সে ব্যক্তিকে লা'নত করেছি যে কোন পশুর চেহারায় পুড়িয়ে দাগ দেয় অথবা চেহারায় মারে।

৩৯. ধর্মীয় জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তা কাউকে না বলাঃ

ধর্মীয় জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তা কাউকে না বলা আরেকটি কবীরা গুনাহ্। তাই তো এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন এবং সকল লা'নতকারীরাও তাকে লা'নত করে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِيْ الْكِتَابِ ، أُوْلَآئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُوْنَ ، إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَ أَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَأُوْلَآئِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ، وَ أَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴾

(বাক্বারাহ্ : ১৫৯-১৬০)

অর্থাৎ আমি যে সকল উজ্জ্বল নিদর্শন ও হিদায়াত নাযিল করেছি তা মানুষকে কুর'আন মাজীদে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়ার পরও যারা তা লুকিয়ে রাখে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন এবং অন্য সকল লা'নতকারীরাও তাদেরকে লা'নত করে। তবে যারা তাওবা করে নিজ কর্ম সংশোধন করে নেয় এবং লুক্কায়িত সত্য প্রকাশ করে আমি তাদের তাওবা গ্রহণ করবো। বস্তুতঃ আমিই তো তাওবা গ্রহণকারী করুণাময়।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً أُولَآئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلاَّ النَّارَ ، وَ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَ لاَ يُزَكِّيْهِمْ ، وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ، أُوْلَآئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى وَ الْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾

(বাক্বারাহ্ : ১৭৪-১৭৫)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ তা'আলা যে কুর'আন মাজীদ নাযিল করেছেন তা লুকিয়ে রেখেছে এবং এর পরিবর্তে (দুনিয়ার) সামান্য সম্পদ খরিদ করে

নিয়েছে তারা তো নিজ পেটে শুধু আগুন ঢুকাচ্ছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে কোন কথাই বলবেন না এবং তাদেরকে গুনাহ্ থেকেও পবিত্র করবেন না। উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কারণ, এরাই তো হিদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি খরিদ করে নিয়েছে। সুতরাং আশ্চর্য! তারা জাহান্নামের ব্যাপারে কতই না ধৈর্যশীল!

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

وَ اللهِ لَوْلاَ آيَتَانِ فِيْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى مَا حَدَّثْتُ عَنْهُ يَعْنَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا أَبَدًا، لَوْلاَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ ... ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَتَيْنِ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৬২)

অর্থাৎ আল্লাহ্'র কসম! যদি দু'টি আয়াত কুর'আন মাজীদের মধ্যে না থাকতো তা হলে আমি নবী ﷺ থেকে কখনো কোন কিছু (হাদীস) বর্ণনা করতাম না। আয়াত দু'টি উপরে উল্লিখিত হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ وَ فِيْ رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَةَ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ ؛ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৫৮ তিরমিযী, হাদীস ২৬৪৯ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৬৪, ২৬৬)

অর্থাৎ যাকে এমন কিছু জিজ্ঞাসা করা হলো যা সে জানে অথচ সে তা লুকিয়ে রেখেছে তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ رَجُلٍ يَحْفَظُ عِلْمًا فَيَكْتُمُهُ ؛ إِلاَّ أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৬১)

অর্থাৎ কেউ কোন কিছু সত্যিকারভাবে জেনেও তা লুকিয়ে রাখলে তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরিয়ে উঠানো হবে।

৪০. নিরেট ধর্মীয় জ্ঞান দুনিয়া কামানো বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে শিক্ষা করাঃ

নিরেট ধর্মীয় জ্ঞান দুনিয়া কামানো বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে শিক্ষা করাও আরেকটি বড় অপরাধ। তাই তো উক্ত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। বরং সে হবে তখন জাহান্নামী।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ؛ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৫২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন সম্পদ পাওয়ার জন্য এমন কোন জ্ঞান শিখে যা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই শিখতে হয় এমন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর, আবু হুরাইরাহ্ ও হুযাইফাহ্ ﵃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ ، أَوْ لِيَصْرِفَ وُجُوْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَهُوَ فِيْ النَّارِ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৫৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করলো এ জন্য যে, সে এরই মাধ্যমে

বোকা বা মূর্খদের সাথে ঝগড়া করবে এবং আলিমদের সাথে বড়াই করবে অথবা মানুষকে তার দিকে আকৃষ্ট করবে তা হলে সে জাহান্নামী।

হযরত জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَعَلَّمُوْا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوْا بِهِ الْعُلَمَاءَ ، وَ لاَ لِتُمَارُوْا بِهِ السُّفَهَاءَ ، وَ لاَ تَخَيَّرُوْا بِهِ الْمَجَالِسَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৫৪)

অর্থাৎ তোমরা ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করো না আলিমদের সাথে বড়াই এবং বেকুব বা মূর্খদের সাথে ঝগড়া অথবা কোন মজলিসের মধ্যমণি হওয়ার জন্য। কেউ এমন করলে জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা।

৪১. যে কোন ধরনের আত্মসাৎ বা বিশ্বাসঘাতকতাঃ

যে কোন ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মসাৎ বা খেয়ানত আরেকটি কবীরা গুনাহ্ এবং হারাম কাজ। চাই সে বিশ্বাসঘাতকতা আল্লাহ্ তা'আলা এবং তদীয় রাসূল ﷺ এর সাথেই হোক অথবা ধর্মের সাথে। চাই সে খেয়ানত জাতীয় সম্পদেই হোক অথবা কারোর ব্যক্তিগত সম্পদে। চাই তা যুদ্ধলব্ধ সম্পদেই হোক অথবা সংগৃহীত যাকাতের মালে। চাই তা কারোর কথার আমানতেই হোক অথবা ইয্যতের আমানতে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই তো আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানের দোহাই পূর্বক সকল ঈমানদারদেরকে এমন করতে বারণ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَخُوْنُوْا اللهَ وَ الرَّسُوْلَ ، وَ تَخُوْنُوْا أَمَانَاتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾

(আন্ফাল : ২৭)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনেশুনে আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত খেয়ানত করো না।

আল্লাহ্ তা'আলা আমানতে খেয়ানতকারীকে কখনোই ভালোবাসেন না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ، إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ ﴾

(আন্ফাল : ৫৮)

অর্থাৎ তুমি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করলে তুমি তাদের সাথে কৃত চুক্তি তাদের মুখেই ছুঁড়ে মারো যেমনিভাবে তারাও তা তোমার সঙ্গে করছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা খেয়ানতকারীদেরকে কখনোই ভালোবাসেন না।

খেয়ানতকারীদের ষড়যন্ত্র কোনভাবেই সফলকাম হবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ أَنَّ اللهَ لاَ يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَائِنِيْنَ ﴾

(ইউসুফ : ৫২)

অর্থাৎ আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র কখনোই সফল করেন না।

হযরত আনাস্ ও আবু উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ

(আহ্মাদ্, হাদীস ১২৩৮৩, ১২৫৬৭, ১৩১৯৯ বায্যার, হাদীস ১০০ ত্বাবারানী/কবীর, হাদীস ৭৭৯৮)

অর্থাৎ সে ব্যক্তির ঈমান নেই যার কোন আমানতদারি নেই।

কোন সরকারী কর্মকর্তার কাছ থেকে কোন কাজ উদ্ধারের জন্য অথবা তাঁর

নৈকট্যার্জনের জন্য জনগণ তাঁকে যে হাদিয়া বা উপঢৌকন দিয়ে থাকে তাও সরকারী সম্পদ হিসেবেই গণ্য। তা নিজের জন্য গ্রহণ করা রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করার শামিল।

হযরত আবূ 'হুমাইদ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

اسْتَعْمَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلاً عَلَى صَدَقَاتِ بَنِيْ سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ ، قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ ، وَ هَذَا هَدِيَّةٌ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِيْ بَيْتِ أَبِيْكَ وَ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ، ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّيْ أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِيَ اللهُ فَيَأْتِيْ فَيَقُوْلُ: هَذَا مَالُكُمْ وَ هَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِيْ ، أَفَلاَ جَلَسَ فِيْ بَيْتِ أَبِيْهِ وَ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، وَ اللهُ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(বুখারী, হাদীস ৬৯৭৯ মুসলিম, হাদীস ১৮৩২)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে বনু সুলাইম গোত্রের সাদাকা উঠানোর জন্য দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন। যার নাম ছিলো ইব্নুল্ লুত্বিয়্যাহ্। সে সাদাকা উঠিয়ে ফেরৎ আসলে তার হিসাব-কিতাব নেয়া হয়। তখন সে বললোঃ এগুলো আপনাদের তথা রাষ্ট্রীয় সম্পদ আর এগুলো আমাকে দেয়া হাদিয়া। অতঃপর রাসূল ﷺ তাকে বললেনঃ তুমি কেন নিজ বাড়িতে বসে থাকোনি? তা হলে হাদিয়াগুলো তোমার কাছে এমনিতেই এসে যেতো। যদি তুমি এতোই সত্যবাদী হয়ে থাকো। অতঃপর রাসূল ﷺ খুতবা দিলেন। খুতবায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করার পর বললেনঃ আমি তোমাদের কাউ কাউকে আমার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কোন দায়িত্ব দিয়ে পাঠাই। অতঃপর সে ফিরে এসে বলেঃ এগুলো আপনাদের তথা রাষ্ট্রীয় সম্পদ আর এগুলো আমাকে দেয়া হাদিয়া। সে কেন নিজ বাড়িতে বসে থাকেনি? তা হলে হাদিয়াগুলো তার

কাছে এমনিতেই এসে যেতো। আল্লাহ্ তা'আলার কসম খেয়ে বলছি, তোমাদের কেউ কোন বস্তু অবৈধভাবে গ্রহণ করলে কিয়ামতের দিন সে তা বহন করেই আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে। তা যাই হোক না কেন।

বন্টনের পূর্বে যুদ্ধলব্ধ কোন সম্পদ আত্মসাৎ করা হলে তা কিয়ামতের দিন আত্মসাৎকারীর উপর আগুন হয়ে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَ لاَ فِضَّةً إِلاَّ الأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَ الْمَتَاعَ ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ الضُّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ غُلاَمًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ ، فَوَجَّهَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى وَادِيْ الْقُرَى ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِيْ الْقُرَى بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلاً لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيْئًا لَهُ الْجَنَّةُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : كَلاَّ ، وَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِيْ أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا

(বুখারী, হাদীস ৬৭০৭, ৪২৩৪ মুসলিম, হাদীস ১১৫)

অর্থাৎ একদা আমরা রাসূল ﷺ এর সঙ্গে খাইবার যুদ্ধে বের হলাম। সেখানে আমরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে কোন স্বর্ণ বা রূপা পাইনি। তবে পেয়েছিলাম কিছু অন্যান্য সম্পদ, কাপড়-চোপড় ও ঘরের আসবাবপত্র। ইতিমধ্যে বনুয্ যুবাইব্ গোত্রের রিফা'আহ্ বিন্ যায়েদ নামক জনৈক ব্যক্তি মিদ্'আম নামক একটি গোলাম রাসূল ﷺ কে হাদিয়া দিলো। রাসূল ﷺ আল্-কুরা উপত্যকার দিকে রওয়ানা করে সেখানে পৌঁছুলে গোলামটি রাসূল ﷺ এর উটের পিঠের আসনটি নিচে রাখছিলো এমতাবস্থায় একটি বিক্ষিপ্ত তীর তার গায়ে বিঁধে সে মারা গেলো। সকলে বলে উঠলোঃ গোলামটি কতইনা ধন্য ; তার জন্য প্রস্তুত রয়েছে জান্নাত। রাসূল ﷺ বললেনঃ না ; তা কখনোই নয়। সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! খাইবারের যুদ্ধে বন্টনের পূর্বে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে

সে যে চাদরটি আত্মসাৎ করেছিলো তা আগুন হয়ে (কিয়ামতের দিন) তার উপর দাউ দাউ করে জ্বলবে।

রাসূল ﷺ আমানতে খেয়ানতকারীকে মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَ مَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَ إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَ إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

(বুখারী, হাদীস ৩৪)

অর্থাৎ চারটি চরিত্র কারোর মধ্যে পাওয়া গেলে সে খাঁটি মুনাফিক হিসেবেই বিবেচিত হবে। আর যার মধ্যে সেগুলোর একটি পাওয়া গেলো তার মধ্যে তো শুধু মুনাফিকীর একটি চরিত্রই পাওয়া গেলো যতক্ষণ না সে তা ছেড়ে দেয়। উক্ত চরিত্রগুলো হলোঃ যখন তার কাছে কোন কিছু আমানত রাখা হয় তখন সে তা খেয়ানত করে, যখন সে কোন কথা বলে তখন সে মিথ্যা বলে, যখন সে কারোর সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তখন সে তা ভঙ্গ করে এবং যখন সে কারোর সাথে ঝগড়া দেয় তখন সে অশ্লীল কথা বলে।

৪২. কাউকে কোন কিছু দান করে অতঃপর খোঁটা দেয়াঃ

কারোর প্রতি কোন প্রকার অনুগ্রহ করে অথবা তাকে কোন কিছু দান করে অতঃপর তা উল্লেখ পূর্বক খোঁটা দেয়া আরেকটি কবীরা গুনাহ্ এবং হারাম কাজ। এমন কাণ্ড করলে উক্ত দান বা অনুগ্রহের কখনোই কোন সাওয়াব মিলবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الأَذَى ، كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ

رِئَآءَ النَّاسِ وَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ، لاَ يَقْدِرُوْنَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ، وَ اللهُ لاَ يَهْدِيْ الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ﴾

(বাক্বারাহ্: ২৬৪)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের দান-সাদাকা খোঁটা ও কষ্ট দিয়ে বিনষ্ট করো না সে ব্যক্তির ন্যায় যে নিজ ধন-সম্পদ ব্যয় করে মানুষকে দেখানোর জন্য উপরন্তু সে আল্লাহ্ তা'আলা এবং পরকালেও বিশ্বাসী নয়। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত এমন এক মসৃণ পাথরের ন্যায় যার উপর কিছু মাটি জমেছে অতঃপর ভারি বর্ষণ হয়ে সে মাটি সরে গিয়ে শুষ্ক মসৃণ হয়ে গেলো। তারা যা অর্জন করেছে তা আর কিছুই পেলো না। মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলা কাফির সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না।

যে ব্যক্তি কিছু দান করে অতঃপর খোঁটা দেয় আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার সাথে কোন কথা বলবেন না, তার দিকে তাকাবেনও না এমনকি তাকে গুনাহ্ থেকে পবিত্র করবেন না উপরন্তু তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

হযরত আবু যর গিফারী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَ لاَ يُزَكِّيْهِمْ ، وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارٍ ، قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ: خَابُوْا وَخَسِرُوْا ، مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ!؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ ، وَ الْمَنَّانُ وَ فِيْ رِوَايَةٍ: الْمَنَّانُ الَّذِيْ لاَ يُعْطِيْ شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ ، وَ الْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

(মুসলিম, হাদীস ১০৬)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তি এমন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেনও না এমনকি তাদেরকে গুনাহ্

থেকে পবিত্রও করবেন না উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূল ﷺ কথাগুলো তিন বার বলেছেন। হযরত আবু যর رضي الله عنه বলেনঃ তারা সত্যিই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা কারা হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! রাসূল ﷺ বললেনঃ টাখনু বা পায়ের গিঁটের নিচে কাপড় পরিধানকারী, কাউকে কোন কিছু দিয়ে খোঁটা দানকারী এবং মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য সাপ্লাইকারী।

৪৩. তাক্বদীরে অবিশ্বাসঃ

তাক্বদীরে অবিশ্বাস করাও একটি কবীরা গুনাহ্ তথা কুফরিও বটে। তাই তো তাক্বদীরে অবিশ্বাসকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা।

হযরত আবুদ্দারদা' رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَ لاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لاَ مُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ

(আহ্মাদ্ : ৬/৪৪১ সা'হীহাহ্, হাদীস ৬৭৫)

অর্থাৎ মাতা-পিতার অবাধ্য, মদ্যপানে অভ্যস্ত এবং তাক্বদীরে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

হযরত উবাই বিন কা'ব, 'হুযাইফাহ্, আব্দুল্লাহ্ বিন মাস্'উদ ও যায়েদ বিন সাবিত رضي الله عنهم থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَ أَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَ هُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ ، وَ لَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ ، وَ لَوْ كَانَ لَكَ جَبَلُ أُحُدٍ ذَهَبًا – أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا – تُنْفِقُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ، فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ ، وَأَنَّكَ إِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৭৬ আবু 'আস্বিম/আস্-সুন্নাহ্ : ২৪৫)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যদি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সকলকেই শাস্তি দেন তা হলে তিনি তা দিবেন অথচ তিনি তাতে যালিম বলে বিবেচিত হবেন না। আর যদি তিনি সকলকে দয়া করেন তা হলে তাঁর দয়াই হবে তাদের জন্য সর্বোত্তম তাদের আমল চাইতেও। যদি তোমার উ'হুদ পাহাড় বা উ'হুদ পাহাড় সমতুল্য স্বর্ণ থাকে এবং তা তুমি সবই আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় খরচ করে দিলে তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার পক্ষ থেকে তা কখনোই কবুল করবেন না যতক্ষণ না তুমি তাক্বদীরের (ভালো-মন্দ) পুরোটার উপরই দৃঢ় বিশ্বাস আনবে এবং এও বিশ্বাস করবে যে, তোমার ভাগ্যে যা ঘটেছে তা না ঘটে পারতো না এবং যা ঘটেনি তা কখনোই ঘটতো না। তুমি যদি এ বিশ্বাস ছাড়াই ইন্তেকাল করলে তা হলে তুমি জাহান্নামে যাবে।

যারা তাক্বদীরে অবিশ্বাসী তারা রাসূল ﷺ এর ভাষায় এ উম্মতের অগ্নিপূজক বলে আখ্যায়িত। তারা অসুস্থ হলে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের কুশলাদি জানা যাবে না। মরে গেলে তাদের নামাযে জানাযায় উপস্থিত হওয়া যাবে না এবং কোথাও তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাদেরকে সালাম করা যাবে না।

হযরত জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مَجُوْسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُكَذِّبُوْنَ بِأَقْدَارِ اللهِ ، إِنْ مَرِضُوْا فَلاَ تَعُوْدُوْهُمْ ، وَ إِنْ مَاتُوْا فَلاَ تَشْهَدُوْهُمْ ، وَ إِنْ لَقِيْتُمُوْهُمْ فَلاَ تُسَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৯১ ত্বাবারানী/সগীর, হাদীস ১২৭ আবু 'আস্বিম/আস্-সুন্নাহ্ : ৩২৮)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তাক্বদীরে অবিশ্বাসীরা এ উম্মতের অগ্নিপূজক। তারা অসুস্থ হলে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের কুশলাদি জানা যাবে না। মরে গেলে তাদের নামাযে জানাযায় উপস্থিত হওয়া যাবে না এবং কোথাও তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাদেরকে সালাম করা যাবে না।

৪৪. কারোর দোষ অনুসন্ধান অথবা তার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করাঃ

কারোর দোষ অনুসন্ধান অথবা তার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করা আরেকটি কবীরা গুনাহ্। তাই তো আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে এমন করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَّ لاَ تَجَسَّسُوْا ﴾

('হুজুরাত : ১২)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাকো। কারণ, কিছু কিছু অনুমান তো পাপ এবং তোমরা কারোর গোপনীয় দোষ অনুসন্ধান করো না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল ﷺ মিম্বারে উঠে উচ্চ স্বরে বলেনঃ

يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِه، وَ لَمْ يُفْضِ الإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِه! لاَ تُؤْذُوْا الْمُسْلِمِيْنَ، وَ لاَ تُعَيِّرُوْهُمْ وَ لاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَ مَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَ لَوْ فِيْ جَوْفِ رَحْلِه

(তিরমিযী, হাদীস ২০৩২)

অর্থাৎ হে লোক সকল! তোমরা যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছো ; অথচ ঈমান তোমাদের অন্তরে ঢুকেনি তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিও না। তাদেরকে লজ্জা দিও না। তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না। কারণ, যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের দোষ অনুসন্ধান করলো আল্লাহ্ তা'আলাও তার দোষ অনুসন্ধান করবেন। আর যার দোষ আল্লাহ্ তা'আলা অনুসন্ধান করবেন তাকে অবশ্যই তিনি লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন যদিও সে নিজ ঘরের অভ্যন্তরেই অবস্থান করুক না কেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ ، أَوْ يَفِرُّوْنَ مِنْهُ صُبَّ فِيْ أُذُنِـــهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(বুখারী, হাদীস ৭০৪২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা গুপ্তভাবে শুনলো অথচ সে তাদের কথাগুলো শুনুক তারা তা পছন্দ করছে না অথবা তারা তার অবস্থান টের পেয়ে তার থেকে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে কিয়ামতের দিন এ জন্য তার কানে সিসা ঢেলে দেয়া হবে।

হযরত মু'আবিয়া ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ

إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৮৮)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তুমি মানুষের দোষ অনুসন্ধান করলে তাদেরকে ধ্বংস করে দিবে অথবা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দিবে।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ ؓ এর নিকট জনৈক ব্যক্তিকে আনা হলো যার দাড়ি থেকে তখনো মদের ফোঁটা ঝরছিলো অতঃপর তিনি বললেনঃ

إِنَّا قَدْ نُهِيْنَا عَنِ التَّجَسُّسِ ، وَ لَكِنْ إِنْ يَّظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذْ بِهِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৯০)

অর্থাৎ আমাদেরকে গোয়েন্দাগিরি বা কারোর দোষ অনুসন্ধান করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে আমাদের নিকট কোন কিছু প্রকাশ পেলেই তখন সে জন্য আমরা তাকে পাকড়াও করতে পারি।

কেউ কারোর ঘরে তার অনুমতি ছাড়াই উঁকি মারলে ঘরের মালিক কোন বস্তু দিয়ে তার চোখ ফুটো করে দিলে এর জন্য তাকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ

(বুখারী, হাদীস ৬৯০২ মুসলিম, হাদীস ২১৫৮)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া তোমার ঘরে উঁকি মারলে অতঃপর তুমি কুঁচি পাথর অথবা কঙ্কর মেরে তার চোখ ফুটো করে দিলে এতে তোমার কোন গুনাহ্ হবে না।

৪৫. চুগলি করাঃ

চুগলি করা তথা মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব লাগানোর জন্য একের কথা অন্যের কাছে লাগানো কবীরা গুনাহ্। মানুষে মানুষে বৈরিতা-বিদ্বেষ, আত্মীয়তার বন্ধন বিচ্ছেদ এবং মুসলমানদের মাঝে পরস্পর শত্রুতা জন্ম নেয়ার এ এক বড় কারণ। তাই তো আল্লাহ্ তা'আলা এ জাতীয় ব্যক্তির আনুগত্য করতে নিষেধ করেন। চাই সে যতই সম্পদশালী হোক না কেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِيْنٍ ، هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيْمٍ ، مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيْمٍ ، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيْمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّ بَنِيْنَ ﴾

(ক্বালাম : ১০-১৪)

অর্থাৎ তুমি অনুসরণ করো না এমন প্রত্যেক ব্যক্তির যে কথায় কথায় কসম খায়, লাঞ্ছিত, পরনিন্দুক, চুগলখোর, কল্যাণকর কাজে বাধা প্রদানকারী, সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ, রূঢ় স্বভাবের অধিকারী এবং সর্বোপরি সে কুখ্যাত। এ জন্য অনুসরণ করো না যে, সে ব্যক্তি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী।

চুগলি করা কবরের আযাবের বিশেষ একটি কারণ।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَ مَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: بَلَى إِنَّهُ كَبِيْرٌ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَ أَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ ، فَغَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا

(বুখারী, হাদীস ২১৮ মুসলিম, হাদীস ২৯২)

অর্থাৎ একদা নবী ﷺ দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেনঃ এ দু' জন কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে তা আপাত দৃষ্টিতে কোন বড় অপরাধের জন্য নয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, বাস্তবে তা সত্যিই বড় অপরাধ অথবা বস্তুতঃ উক্ত দু'টি গুনাহ্ থেকে রক্ষা পাওয়া তাদের জন্য কোন কষ্টকরই ছিলো না। তাদের এক জন নিজ প্রস্রাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতার্জন করতো না আর অপর জন মানুষের মাঝে চুগলি করে বেড়াতো। অতঃপর রাসূল ﷺ খেজুর গাছের একটি তাজা ডালকে দু' ভাগ করে প্রত্যেক কবরে একটি করে গেড়ে দিলেন। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আপনি কেন এমন করলেন? রাসূল ﷺ বললেনঃ হয়তো বা তাদের শাস্তি হালকা করে দেয়া হবে যতক্ষণ না ডাল দু'টি শুকাবে।

চুগলখোর জান্নাতে যাবে না।

হযরত 'হুযাইফাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি নবী ﷺ কে এ কথা বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ وَ فِيْ رِوَايَةٍ: نَمَّامٌ

(বুখারী, হাদীস ৬০৫৬ মুসলিম, হাদীস ১০৫)

অর্থাৎ চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

কেউ কারোর সাথে কথা বলার সময় এদিক ওদিক তাকালে তা আর অন্যের কাছে বলা যাবে না। বরং উক্ত কথাগুলোকে আমানত হিসেবেই ধরে নিতে হবে।

হযরত জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيْثِ ثُمَّ الْتَفَتَ ؛ فَهِيَ أَمَانَةٌ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৬৮)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কথা বলার সময় এদিক ওদিক তাকালে তা আমানত হিসেবেই ধরে নিতে হবে।

তবে কারোর কাছে অন্যের ব্যাপারে মীমাংসার নিয়তে ভালো কথা লাগানো মিথ্যা অথবা চুগলি নয়।

হযরত উম্মে কুলসূম (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَمْ يَكْذِبْ مَنْ نَمَى بَيْنَ اثْنَيْنِ لِيُصْلِحَ وَ فِيْ لَفْظٍ: لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ ؛ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৯২০)

অর্থাৎ সে ব্যক্তি মিথ্যা বলেনি যে দু' জনের মাঝে মীমাংসার জন্য চুগলি করলো। অন্য শব্দে এসেছে, সে ব্যক্তি মিথ্যুক নয় যে মানুষের মাঝে মীমাংসা করলো এবং তা করতে গিয়ে ভালো কথা বললো অথবা ভালো কথার চুগলি করলো।

কেউ কারোর নিকট অন্যের ব্যাপারে চুগলি করলে তার করণীয় হবে ছয়টি কাজ। যা নিম্নরূপঃ

ক. তার কথা একেবারেই বিশ্বাস করবে না। কারণ, সে ফাসিক। আর ফাসিকের সংবাদ শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়।

খ. তাকে এ মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে এবং তাকে সদুপদেশ দিবে।

গ. তাকে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণা করবে। কারণ, সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটও সত্যিই ঘৃণিত।

ঘ. যার সম্পর্কে সে চুগলি করেছে তার সম্পর্কে আপনি খারাপ ভাববেন না।

ঙ. এরই কথার কারণে আপনি ওর পেছনে পড়বেন না।

চ. উক্ত চুগলি সে অন্যের নিকট বর্ণনা করতে যাবে না।

৪৬. কাউকে লা'নত বা অভিসম্পাত করাঃ

কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে লা'নত বা অভিসম্পাত করা আরেকটি কবীরা গুনাহ্। তাই তো রাসূল ﷺ কাউকে লা'নত করা তাকে হত্যা করার সমতুল্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হযরত সাবিত বিন্ যাহ্হাক ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَ مَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِه

(বুখারী, হাদীস ৬০৪৭)

অর্থাৎ কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে লা'নত করা তাকে হত্যা করার সমতুল্য।

লা'নত করা তো কোনভাবেই মু'মিনের চরিত্র হতে পারে না।

কাউকে লা'নত করা কোন সিদ্দীক তথা বিনা দ্বিধায় নবী আদর্শের সত্যিকার অনুসারী এমনকি সাধারণ কোন মু'মিনেরও বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَنْبَغِيْ لِصِدِّيْقٍ أَنْ يَّكُوْنَ لَعَّانًا

(মুসলিম, হাদীস ২৫৯৭)

অর্থাৎ কোন সিদ্দীকের জন্য উচিৎ নয় যে, সে লা'নতকারী হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا

(তিরমিযী, হাদীস ২০১৯)

অর্থাৎ মু'মিন তো কখনো লা'নতকারী হতে পারে না।

কাউকে লা'নত করলে সে ব্যক্তি লা'নতের উপযুক্ত না হলে উক্ত লা'নত লা'নতকারীর উপরই প্রত্যাবর্তন করবে।

হযরত উম্মুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি আবুদ্দারদা' رضي الله عنه কে বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُوْنَهَا ، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ ، فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُوْنَهَا ، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِيْنًا وَ شِمَالاً ، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِيْ لُعِنَ ، فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلاً ، وَ إِلاَّ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৯০৫)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কোন বান্দাহ্ কোন বস্তুকে লা'নত করলে উক্ত লা'নত আকাশের দিকে উঠে যায়। ইতিমধ্যেই আকাশের দরোজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন তা আকাশে উঠতে না পেরে জমিনের দিকে নেমে আসে। ইতিমধ্যেই জমিনের দরোজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন তা ডানে-বাঁয়ে পথ খোঁজাখুঁজি করে। পরিশেষে কোন ক্ষেত্র না পেয়ে তা লা'নতকৃত ব্যক্তির নিকটই ফিরে আসে। যদি সে উক্ত লা'নতের উপযুক্তই হয়ে থাকে তা হলে তো ভালোই নতুবা তা লা'নতকারীর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।

লা'নতকারী শহীদ ও সুপারিশকারী হতে পারবে না।

হযরত আবুদ্দারদা' رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَكُوْنُ اللَّعَّانُوْنَ شُفَعَاءَ وَ لاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৯৮ আবু দাউদ, হাদীস ৪৯০৭)

অর্থাৎ লা'নতকারীরা কিয়ামতের দিন কখনো শহীদ ও সুপারিশকারী হতে পারবে না।

কেউ কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে লা'নত করলে তিনি অন্যের কাছে তাঁর নিজ সম্মান হারিয়ে ফেলেন।

হযরত 'ইম্‌রান বিন্ 'হুস্বাইন ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، وَ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ ، فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: خُذُوْا مَا عَلَيْهَا وَ دَعُوْهَا ، فَإِنَّهَا مَلْعُوْنَةٌ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৯৫)

অর্থাৎ একদা রাসূল ﷺ সফর করছিলেন এমতাবস্থায় জনৈকা আন্‌সারী মহিলা নিজ উটের উপর বিরক্ত হয়ে তাকে লা'নত করলো। রাসূল ﷺ তা শুনে সাহাবাদেরকে বললেনঃ তোমরা তার সকল আসবাবপত্র নামিয়ে লও এবং তাকে এমনিতেই ছেড়ে দাও। কারণ, সে লা'নতপ্রাপ্তা।

৪৭. কারোর সাথে কোন ব্যাপারে চুক্তি বা ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করাঃ

কারোর সাথে কোন ব্যাপারে চুক্তি বা ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করা আরেকটি কবীরা গুনাহ্। তাই তো এ জাতীয় ব্যক্তিকে মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَ مَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَ إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَ إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

(বুখারী, হাদীস ৩৪)

অর্থাৎ চারটি চরিত্র কারোর মধ্যে পাওয়া গেলে সে খাঁটি মুনাফিক হিসেবেই বিবেচিত হবে। আর যার মধ্যে সেগুলোর একটি পাওয়া গেলো তার মধ্যে তো শুধু মুনাফিকীর একটি চরিত্রই পাওয়া গেলো যতক্ষণ না সে তা ছেড়ে দেয়। উক্ত চরিত্রগুলো হলোঃ যখন তার কাছে কোন কিছু আমানত রাখা হয় তখন সে তা খেয়ানত করে, যখন সে কোন কথা বলে তখন সে মিথ্যা বলে, যখন সে কারোর সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তখন সে তা ভঙ্গ করে এবং যখন সে কারোর সাথে ঝগড়া দেয় তখন সে অশ্লীল কথা বলে।

কিয়ামতের দিন প্রত্যেক চুক্তি ভঙ্গকারী বা ওয়াদা খেলাফীর পাছার নিকট একটি করে ঝাণ্ডা প্রোথিত থাকবে এবং যা দিয়ে সে কিয়ামতের দিন বিশ্ব জন সমাবেশে পরিচিতি লাভ করবে।

হযরত আনাস্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ

(মুসলিম, হাদীস ১৭৩৭)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক চুক্তি ভঙ্গকারীর একটি করে ঝাণ্ডা হবে যা দিয়ে সে পরিচিতি লাভ করবে।

হযরত আবু সাঈদ খুদ্রী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(মুসলিম, হাদীস ১৭৩৮)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক চুক্তি ভঙ্গকারীর একটি করে ঝাণ্ডা হবে যা তার পাছার নিকট প্রোথিত থাকবে।

হযরত আবু সাঈদ খুদ্রী ﵁ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ ، أَلاَ وَ لاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَـــدْرًا مِنْ أَمِيْرِ عَامَّةٍ

(মুসলিম, হাদীস ১৭৩৮)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক চুক্তি ভঙ্গকারীর একটি করে ঝাণ্ডা হবে যা তার চুক্তি ভঙ্গের পরিমাণ অনুযায়ী উত্তোলন করা হবে। জেনে রাখো, সে ব্যক্তি অপেক্ষা বড় চুক্তি ভঙ্গকারী আর কেউ হতে পারে না যে সাধারণ জনগণের দায়িত্বভার হাতে নিয়ে তাদের সঙ্গেই চুক্তি ভঙ্গ করে।

৪৮. কোন মহিলা নিজ স্বামীর অবাধ্য হওয়াঃ

কোন মহিলা নিজ স্বামীর অবাধ্য হওয়াও কবীরা গুনাহ্'র অন্যতম। তাই তো আল্লাহ্ তা'আলা এ জাতীয় মহিলাদের জন্য পর্যায়ক্রমে কয়েকটি শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ اللاَّتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِيْ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴾

(নিসা' : ৩৪)

অর্থাৎ আর যে নারীদের তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদেরকে সদুপদেশ দাও তথা আল্লাহ্ তা'আলার আযাবের ভয়-ভীতি দেখাও, তাদেরকে শয্যায় পরিত্যাগ করো এবং প্রয়োজনে তাদেরকে প্রহার করো। এতে করে তারা তোমাদের অনুগত হয়ে গেলে তাদের ব্যাপারে আর অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সমুন্নত মহীয়ান।

কোন মহিলা তার স্বামীর প্রয়োজনের ডাকে সাড়া না দিলে যদি সে তার উপর রাগান্বিত হয়ে রাত্রি যাপন করে তা হলে ফিরিশ্তারা তার উপর লা'নত করতে থাকেন যতক্ষণ না সে সকালে উপনীত হয়।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

(বুখারী, হাদীস ৩২৩৭ মুসলিম, হাদীস ১৪৩৬)

অর্থাৎ কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীকে তার শয্যার দিকে ডাকলে সে যদি তাতে সাড়া না দেয় অতঃপর সে তার উপর রাগান্বিত হয়ে রাত্রি যাপন করে তা হলে ফিরিশ্তারা তার উপর লা'নত করতে থাকে যতক্ষণ না সে সকালে উপনীত হয়।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوْ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا ، فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِيْ فِيْ السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

(বুখারী, হাদীস ৩২৩৭, ৫১৫৩ মুসলিম, হাদীস ১৪৩৬)

অর্থাৎ সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তার শয্যার দিকে ডাকলে সে যদি তাতে সাড়া দিতে অস্বীকার করে তা হলে সে সত্তা যিনি আকাশে রয়েছেন (আল্লাহ্ তা'আলা) তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন যতক্ষণ না তার উপর তার স্বামী সন্তুষ্ট হয়।

কোন মহিলা নিজ স্বামীর সমূহ অধিকার আদায় না করলে সে আল্লাহ্ তা'আলার সমূহ অধিকার আদায় করেছে বলে ধর্তব্য হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ আবু আওফা ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَّسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لاَ تُؤَدِّيْ الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا كُلِّهِ

، حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَ هِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ

(ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ১৮৮০ আহ্‌মাদ্ ৪/৩৮১ ইব্‌নু হিব্বান/ইহ্‌সান, হাদীস ৪১৫৯ বায়হাক্বী ৭/২৯২)

অর্থাৎ আমি যদি কাউকে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য সিজ্‌দাহ্ করতে আদেশ করতাম তা হলে মহিলাকে তাঁর স্বামীর জন্য সিজ্‌দাহ্ করতে আদেশ করতাম। কারণ, সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! কোন মহিলা নিজ প্রভুর সমূহ অধিকার আদায় করেছে বলে ধর্তব্য হবে না যতক্ষণ না সে তার স্বামীর সমূহ অধিকার আদায় করে। এমনকি কোন মহিলাকে তার স্বামী সহবাসের জন্য ডাকলে তাতে তার অস্বীকার করার কোন অধিকার নেই। যদিও সে তখন উটের পিঠে আরোহণ অবস্থায় থাকুক না কেন।

স্বামীর সন্তুষ্টিতেই স্ত্রীর জান্নাত এবং তার অসন্তুষ্টিতেই স্ত্রীর জাহান্নাম।

একদা জনৈকা সাহাবী মহিলা রাসূল ﷺ এর নিকট তার স্বামীর কথা উল্লেখ করলে তিনি তাকে বলেনঃ

انْظُرِيْ أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَ نَارُكِ

(আহ্‌মাদ্ ৪/৩৪১ নাসায়ী/'ইশ্‌রাতুন্ নিসা', হাদীস ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩ ইব্‌নু আবী শাইবাহ্ ৪/৩০৪ হা'কিম ২/১৮৯ বায়হাক্বী ৭/২৯১)

অর্থাৎ ভেবে দেখো তার সাথে তুমি কি ধরনের আচরণ করছো! কারণ, সেই তো তোমার জান্নাত এবং সেই তো তোমার জাহান্নাম।

কোন মহিলা তার স্বামীর অবদান সমূহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি কখনো সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا ، وَ هِيَ لاَ تَسْتَغْنِيْ عَنْهُ

(নাসায়ী/'ইশ্‌রাতুন্ নিসা', হাদীস ২৪৯, ২৫০ হা'কিম ২/১৯০ বায়হাক্বী ৭/২৯৪ খতীব ৯/৪৪৮)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এমন মহিলার দিকে (সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে) তাকান না যে নিজ স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না ; অথচ সে তার স্বামীর প্রতি সর্বদাই মুখাপেক্ষিণী।

কোন মহিলা তার স্বামীকে দুনিয়াতে কষ্ট দিলে তার জান্নাতী অপরূপা সুন্দরী স্ত্রী তথা 'হূররা সে মহিলাকে তিরস্কার করতে থাকে।

হযরত মু'আয বিন্ জাবাল ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تُؤْذِيْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ : لاَ تُؤْذِيْهِ ، قَاتَلَكِ اللهُ ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ ، أَوْشَكَ أَنْ يُّفَارِقَكِ إِلَيْنَا

(ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ২০৪৪)

অর্থাৎ কোন মহিলা তার স্বামীকে দুনিয়াতে কষ্ট দিলে তার জান্নাতী অপরূপা সুন্দরী স্ত্রীরা বলেঃ তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করুক! কারণ, সে তো তোমার কাছে কিছু দিনের জন্য। বেশি দেরি নয় যে, সে তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবে।

আল্লাহ্ তা'আলা, তদীয় রাসূল ﷺ এবং স্বামীর আনুগত্যহীনতার কারণেই অধিকাংশ মহিলারা জাহান্নামে যাবে।

হযরত 'ইম্‌রান বিন্ 'হুস্বাইন ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اطَّلَعْتُ فِيْ الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، و اطَّلَعْتُ فِيْ النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ

(বুখারী, হাদীস ৩২৪১ মুসলিম, হাদীস ২৭৩৮)

অর্থাৎ আমি জান্নাতে উঁকি মেরে দেখতে পেলাম, জান্নাতীদের অধিকাংশই গরীব শ্রেণীর এবং জাহান্নামে উঁকি মেরে দেখতে পেলাম, জাহান্নামীদের অধিকাংশই মহিলা।

হযরত আবু সা'ঈদ্ খুদ্রী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল ﷺ মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ ، فَإِنِّيْ أُرِيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ، فَقُلْنَ: وَ بِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ!؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَ تَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ

(বুখারী, হাদীস ৩০৪ মুসলিম, হাদীস ৮০)

অর্থাৎ হে মহিলারা! তোমরা (বেশি বেশি) সাদাকা করো। কারণ, আমি তোমাদেরকেই জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী রূপে দেখেছি। মহিলারা বললোঃ কেন হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ তোমরা বেশি লা'নত করে থাকো এবং স্বামীর কৃতজ্ঞতা আদায় করো না।

৪৯. যে কোন প্রাণীর চিত্রাঙ্কনঃ

যে কোন প্রাণীর চিত্রাঙ্কন করাও কবীরা গুনাহ্'র অন্যতম। কিয়ামতের দিন এ জাতীয় চিত্রাঙ্কনকারীরা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'উদ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেনঃ

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ

(বুখারী, হাদীস ৫৯৫০ মুসলিম, হাদীস ২১০৯)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্ব কঠিন শাস্তির অধিকারী হবে ওরা যারা (বিনা প্রয়োজনে) ছবি তোলে বা তৈরি করে।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ সফর থেকে ফিরে এসে দেখলেন, আমি আমার বৈঠকখানা তথা খেলনাপাতি রাখার

জায়গাকে এমন একটি পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি যার উপর কিছু ছবি অঙ্কিত ছিলো। তখন রাসূল ﷺ তা ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেনঃ

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ

(বুখারী, হাদীস ৫৯৫৪ মুসলিম, হাদীস ২১০৭ বাগাওয়ী, হাদীস ৩২১৫ নাসায়ী : ৮/২১৪ বায়হাক্বী : ২৬৯)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সর্ব কঠিন শাস্তির অধিকারী হবে ওরা যারা আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির ন্যায় কোন কিছু বানাতে চায়।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেনঃ অতঃপর আমি সে ছিঁড়া পর্দাটি দিয়ে হেলান দেয়ার জন্য একটি বা দু'টি তাকিয়া বানিয়ে নিয়েছি।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেনঃ

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِيْ النَّارِ ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَتُعَذِّبُهُ فِيْ جَهَنَّمَ

(মুসলিম, হাদীস ২১১০)

অর্থাৎ প্রত্যেক ছবিকার জাহান্নামী। প্রত্যেক ছবির পরিবর্তে তার জন্য একটি করে প্রাণী ঠিক করা হবে যে তাকে সর্বদা জাহান্নামের মধ্যে শাস্তি দিতে থাকবে।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি মুহাম্মাদ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেনঃ

مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِيْ الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ ، وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ

(বুখারী, হাদীস ২২২৫, ৫৯৬৩, ৭০৪২ মুসলিম, হাদীস ২১১০ বাগাওয়ী, হাদীস ৩২১৯ নাসায়ী : ৮/২১৫ ইব্নু আবী শাইবাহ্ : ৮/৪৮৪-৪৮৫ আহ্মাদ্ : ১/২৪১, ৩৫০ ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ১২৯০০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন ছবি এঁকেছে কিয়ামতের দিন তাকে এ ছবিগুলোতে রূহ্ দিতে বলা হবে। কিন্তু সে কখনোই তা করতে পারবে না।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ ، وَإِنَّ الْمَلَآئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتاً فِيْهِ الصُّوْرَةُ

(বুখারী, হাদীস ২১০৫, ৫৯৫৭ মুসলিম, হাদীস ২১০৭)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ সকল ছবিকারদেরকে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবেঃ তোমরা যা বানিয়েছো তাতে জীবন দাও। কিন্তু তারা কখনো তা করতে পারবে না। নিশ্চয়ই ফিরিশ্তারা এমন ঘরে প্রবেশ করেন না যে ঘরে ছবি রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা চিত্রাঙ্কনকারীদেরকে সর্ব বৃহৎ জালিম বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِيْ ، فَلْيَخْلُقُوْا حَبَّةً ، وَ لْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً ، وَلْيَخْلُقُوْا شَعِيْرَةً

(বুখারী, হাদীস ৫৯৫৩, ৭৫৫৯ মুসলিম, হাদীস ২১১১ বায়হাক্বী: ৭/২৬৮ বাগাওয়ী, হাদীস ৩২১৭ ইব্নু আবী শাইবাহ্ : ৮/৪৮৪ আহ্মাদ্ : ২/২৫৯, ৩৯১, ৪৫১, ৫২৭)

অর্থাৎ ওই ব্যক্তির ন্যায় জালিম আর কেউ হতে পারে না? যে আমার সৃষ্টির ন্যায় কোন কিছু বানাতে চায়। মূলতঃ সে কখনোই তা করতে পারবে না। যদি সে তা করতে পারবে বলে দাবি করে তাহলে সে যেন একটি দানা, একটি পিঁপড়া এবং একটি যব বানিয়ে দেখায়।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَهَا عَيْنَان تُبْصِرَان ، وَ أُذُنَــان تَــسْمَعَان ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ ، يَقُوْلُ: إِنِّيْ وُكِّلْتُ بِثَلاَثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ، وَ بِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَ بِالْمُصَوِّرِيْنَ

(তিরমিযী, হাদীস ২৫৭৪ আহ্মাদ্, হাদীস ৮৪৩০)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে ঘাড় সহ একটি মাথা বের হবে যার দু'টি চোখ হবে যা দিয়ে সে দেখবে, দু'টি কান হবে যা দিয়ে সে শুনবে এবং একটি জিহ্বা হবে যা দিয়ে সে কথা বলবে। সে বলবেঃ তিন জাতীয় মানুষকে শাস্তি দেয়ার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছে, প্রত্যেক প্রভাবশালী গাদ্দার, প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক করেছে এবং ছবি অঙ্কনকারীরা।

কারোর ঘরে কোন প্রাণীর ছবি থাকলে সে ঘরে রহ্মতের ফিরিশ্তা প্রবেশ করবেন না।

হযরত আবু ত্বাল্হা ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَ لاَ تَصَاوِيْرُ

(বুখারী, হাদীস ৫৯৪৯ মুসলিম, হাদীস ২১০৬)

অর্থাৎ যে ঘরে কুকুর এবং (কোন প্রাণীর) ছবি রয়েছে সে ঘরে (রহ্মতের) ফিরিশ্তা প্রবেশ করবেন না।

৫০. বিপদের সময় ধৈর্যহীন হয়ে বিলাপ ধরা, মাথা, গাল বা বুকে আঘাত করা, মাথার চুল বা পরনের জামাকাপড় ছেঁড়া, মাথা মুণ্ডন করা এবং নিজের সমূহ ধ্বংস বা যে কোন অকল্যাণ কামনা করাঃ

কারোর উপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন বিপদ আসলে তাতে

অধৈর্য হয়ে বিলাপ করা, মাথা, গাল বা বুকে আঘাত করা, মাথার চুল বা পরনের জামাকাপড় ছেঁড়া, মাথা মুণ্ডন করা বা নিজের সমূহ ধ্বংস কিংবা যে কোন অকল্যাণ কামনা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اثْنَتَانِ فِيْ النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ ، الطَّعْنُ فِيْ النَّسَبِ وَ النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ

(মুসলিম, হাদীস ৬৭)

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে দু'টি চরিত্র কুফরি পর্যায়ের। তার মধ্যে একটি হচ্ছে কারোর বংশ মর্যাদায় আঘাত হানা আর অপরটি হচ্ছে কোন মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে বিলাপ করা।

হযরত আবু মালিক আশ্'আরী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

(মুসলিম, হাদীস ৯৩৪)

অর্থাৎ বিলাপকারিণী মহিলা মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করলে তাকে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে জ্বালানি তেল বা আলকাতরার পোশাক পরিয়ে এবং চর্ম রোগ বা খোস-পাঁচড়ার জামা গায়ে জড়িয়ে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ ، وَ شَقَّ الْجُيُوْبَ ، وَ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

(বুখারী, হাদীস ১২৯৪, ১২৯৭, ১২৯৮ মুসলিম, হাদীস ১০৩ নাসায়ী, হাদীস ১৮৬২, ১৮৬৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৬০৬)

অর্থাৎ সে আমার উম্মত নয় যে (বিপদে পড়ে ক্ষিপ্ত হয়ে) নিজ গণ্ড দেশে সজোরে আঘাত করে, বুকের কাপড় ছিঁড়ে এবং জাহিলী যুগের বিলাপ ধরে।

রাসূল ﷺ এ জাতীয় মহিলাকে লা'নত করেছেন এবং তার থেকে নিজ দায়মুক্তি ও অসম্পৃক্ততা ঘোষণা করেছেন।

হযরত আবু মূসা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ

(নাসায়ী, হাদীস ১৮৬৯)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই রাসূল ﷺ লা'নত করেছেন মাথা মুণ্ডনকারিণী, বিলাপকারিণী ও পোশাক ছিন্নকারিণী মহিলাকে।

হযরত আবু উমামাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَ الشَّاقَّةَ جَيْبَهَا، وَ الدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৬০৭)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই রাসূল ﷺ লা'নত করেছেন সে মহিলাকে যে নিজ চেহারায় খামচি মারে, নিজ বুকের কাপড় ছিঁড়ে এবং নিজ ধ্বংসকে আহ্বান করে।

হযরত আবু মূসা رضي الله عنه থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَ الْحَالِقَةِ وَ الشَّاقَّةِ

(বুখারী, হাদীস ১২৯৬ মুসলিম, হাদীস ১০৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৬০৮)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই রাসূল ﷺ বিলাপকারিণী, মাথা মুণ্ডনকারিণী ও পোশাক ছিন্নকারিণী মহিলা থেকে নিজ দায়মুক্তি ঘোষণা করেন।

কেউ জীবিত থাকাবস্থায় নিজ পরিবারকে বিলাপের ব্যাপারে সতর্ক না করলে সে মারা যাওয়ার পর তার পরিবার তার জন্য বিলাপ করলে তাকে সে জন্য কবরে শাস্তি দেয়া হবে।

হযরত 'উমর ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ

(বুখারী, হাদীস ১২৯২)

অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে তার উপর কারোর বিলাপের কারণে তার কবরেই তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

৫১. কোন মুসলমানকে গালি বা যে কোনভাবে কষ্ট দেয়াঃ

কোন মুসলমানকে গালি বা যে কোনভাবে কষ্ট দেয়া আরেকটি কবীরা গুনাহ্। যদিও সে লোকটি মৃত হোক না কেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا ﴾

(আহ্যাব : ৫৮)

অর্থাৎ যারা মু'মিন পুরুষ ও মহিলাদেরকে কোন অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয় তারা অপবাদ ও সুপষ্ট গুনাহ্'র বোঝা বহন করে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ

(বুখারী, হাদীস ৬০৪৪, ৭০৭৬ মুসলিম, হাদীস ৬৪)

অর্থাৎ কোন মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসিকী এবং হত্যা করা কুফরি।

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَسُبُّوْا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا

(বুখারী, হাদীস ১৩৯৩, ৬৫১৬)

অর্থাৎ তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না। কারণ, তারা দুনিয়াতে যা করেছে

তার ফলাফল তো এমনিতেই ভোগ করবে।

কোন কোন মানুষ অন্যের অনিষ্ট করতে বা তাকে কষ্ট দিতে সিদ্ধহস্ত। তাই অন্যরা সাধ্যমতো তার থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করে। এমন মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্ব নিকৃষ্ট।

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ

(বুখারী, হাদীস ৬০৩২ মুসলিম, হাদীস ২৫৯১)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্ব নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে যাকে অন্যরা পরিত্যাগ করে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্যে।

একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। সুতরাং সে তার উপর যুলুম করতে পারে না, তার অসহযোগিতা করতে পারে না এবং তাকে নীচও ভাবতে পারে না।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ ، لاَ يَظْلِمُهُ ، وَ لاَ يَخْذُلُهُ ، وَ لاَ يَحْقِرُهُ ... بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَّحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَ عِرْضُهُ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৬৪)

অর্থাৎ একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। সুতরাং সে তার উপর যুলুম করতে পারে না, তার অসহযোগিতা করতে পারে না এবং তাকে নীচও ভাবতে পারে না। একজন ব্যক্তির নিকৃষ্ট প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অন্য মুসলিম ভাইকে নীচ বলে মনে করবে। একজন মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও ইয্যত হারাম। সে তা

কোনভাবেই হনন বা ক্ষুণ্ন করতে পারে না।

৫২. রাসূল ﷺ এর সাহাবাদেরকে গালি দেয়াঃ

রাসূল ﷺ এর সাহাবাদেরকে গালি দেয়া আরেকটি মারাত্মক কবীরা গুনাহ্।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ، لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ، فَوَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِه! لَوْ أَنَّ أَحَـــدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَ لاَ نَصِيْفَهُ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৪০)

অর্থাৎ তোমরা আমার সাহাবাদেরকে গালি দিও না। তোমরা আমার সাহাবাদেরকে গালি দিও না। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমাদের কেউ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় উহুদ্ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ সাদাকা করলেও তাদের কারোর এক অঞ্জলি সমপরিমাণ অথবা তার অর্ধেকের সাওয়াব পাবে না।

হযরত আবু সাঈদ্ খুদ্রী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা হযরত খালিদ বিন্ ওলীদ رضي الله عنه ও হযরত আব্দুর রহ্মান বিন্ 'আউফ رضي الله عنه এর মাঝে কোন একটি ব্যাপার নিয়ে মনোমালিন্য হলে হযরত খালিদ বিন্ ওলীদ رضي الله عنه হযরত আব্দুর রহ্মান বিন্ 'আউফ رضي الله عنه কে গালি দেয়। রাসূল ﷺ তা শুনতে পেয়ে হযরত খালিদ বিন্ ওলীদ رضي الله عنه কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

لاَ تَسُبُّوْا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِيْ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَ لاَ نَصِيْفَهُ

(বুখারী, হাদীস ৩৬৭৩ মুসলিম, হাদীস ২৫৪১)

অর্থাৎ তোমরা আমার (প্রথম যুগের) কোন সাহাবাকে গালি দিও না। কারণ, তোমাদের কেউ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় উহুদ্ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ

সাদাকা করলেও তাদের কারোর এক অঞ্জলি সমপরিমাণ অথবা তার অর্ধেকের সাওয়াব পাবে না।

যারা রাসূল ﷺ এর সাহাবাদেরকে গালি দেয় তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লা'নত পতিত হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سَبَّ أَصْحَابِيْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَ الْمَلاَئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

(ত্বাবারানী/কবীর, হাদীস ১২৭০৯ সা'হীহুল্ জা'মি', হাদীস ৫২৮৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার কোন সাহাবাকে গালি দিলো তার উপর আল্লাহ্ তা'আলা, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লা'নত পতিত হোক।

হযরত 'আলী, আন্সারী সাহাবা এমনকি যে কোন সাহাবাকে ভালোবাসা ঈমানের পরিচায়ক।

হযরত 'আলী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

وَالَّذِيْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ! إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ ﷺ إِلَيَّ أَنْ لاَ يُحِبَّنِيْ إِلاَّ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يُبْغِضُنِيْ إِلاَّ مُنَافِقٌ

(মুসলিম, হাদীস ৭৮)

অর্থাৎ সে সত্তার কসম যিনি বীজ থেকে উদ্ভিদ এবং সকল প্রাণী করেছেন! নবী ﷺ আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেনঃ একমাত্র মু'মিনই তোমাকে ভালোবাসবে এবং একমাত্র মুনাফিকই তোমার সাথে শত্রুতা পোষণ করবে।

হযরত আনাস্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

آيَةُ الإِيْمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ ، وَ آيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ

(বুখারী, হাদীস ১৭, ৩৭৮৪ মুসলিম, হাদীস ৭৪)

অর্থাৎ আন্সারী সাহাবাদেরকে ভালোবাসা ঈমানের পরিচায়ক এবং তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা মুনাফিকির পরিচায়ক।

হযরত বারা' ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ আন্‌সারী সাহাবাদের সম্পর্কে বলেনঃ

الأَنْصَارُ لاَ يُحِبُّهُمْ إِلاَّ مُؤْمِنٌ ، وَ لاَ يُبْغِضُهُمْ إِلاَّ مُنَافِقٌ ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ ، وَ مَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ

(বুখারী, হাদীস ৩৭৮৩ মুসলিম, হাদীস ৭৫)

অর্থাৎ একমাত্র মু'মিনই আন্‌সারী সাহাবাদেরকে ভালোবাসবে এবং একমাত্র মুনাফিকই তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসলো আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভালোবাসবেন এবং যে ব্যক্তি তাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করলো আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবেন।

৫৩. নিজ প্রতিবেশীকে যে কোনভাবে কষ্ট দেয়াঃ

নিজ প্রতিবেশীকে যে কোনভাবে কষ্ট দেয়াও আরেকটি কবীরা গুনাহ্।

যে ব্যক্তি নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় সে সত্যিকারের মু'মিন নয়।

হযরত আবু শুরাইহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَ اللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَ اللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَ اللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، قِيْلَ: وَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ!؟ قَالَ: الَّذِيْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

(বুখারী, হাদীস ৬০১৬)

অর্থাৎ আল্লাহ্'র কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না। আল্লাহ্'র কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না। আল্লাহ্'র কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না। রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেনঃ যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।

প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে না।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

(মুসলিম, হাদীস ৪৬)

অর্থাৎ সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।

নিজ প্রতিবেশীর প্রতি দয়াশীল হওয়া সত্যিকারের ঈমানের পরিচায়ক।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ এবং হযরত আবু শুরাইহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ

(মুসলিম, হাদীস ৪৭, ৪৮)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন তার প্রতিবেশীর প্রতি দয়াশীল হয়।

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! إِنَّ فُلاَنَةً تُصَلِّيْ اللَّيْلَ وَ تَصُوْمُ النَّهَارَ ، وَ فِيْ لِسَانِهَا شَيْءٌ يُؤْذِيْ جِيْرَانَهَا سَلِيْطَةٌ ، فَقَالَ: لاَ خَيْرَ فِيْهَا ، هِيَ فِيْ النَّارِ

(হা'কিম ৪/১৬৬)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ কে বলা হলোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! অমুক মহিলা রাত্রিবেলায় নফল নামায পড়ে এবং দিনের বেলায় নফল রোযা রাখে অথচ সে কর্কশভাষী তথা নিজ মুখ দিয়ে অন্যকে কষ্ট দেয়। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ তার মধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত নেই। সে জাহান্নামী।

হযরত জিব্রীল عليه السلام রাসূল ﷺ কে নিজ প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখতে এতো বেশি তাকিদ দিয়েছেন যে, রাসূল ﷺ নিজ প্রতিবেশীকে তাঁর ওয়ারিশ বানিয়ে দেয়ার আশঙ্কা পোষণ করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

(বুখারী, হাদীস ৬০১৫ মুসলিম, হাদীস ২৬২৫)

অর্থাৎ হযরত জিব্রীল ﷺ আমাকে এতো বেশি প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষার অসিয়ত করছিলেন যে, তখন আমার আশঙ্কা হচ্ছিলো হয়তোবা তিনি তাকে আমার ওয়ারিশ বানিয়ে দিবেন।

জিনিস যতই সামান্য হোক না কেন তা প্রতিবেশীকে দিতে লজ্জাবোধ করবেন না। কারণ, কিছু না দেয়ার চাইতে সামান্য দেয়াই ভালো।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ প্রায়ই বলতেনঃ

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَ لَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

(বুখারী, হাদীস ৬০১৭ মুসলিম, হাদীস ১০৩০)

অর্থাৎ হে মুসলিম মহিলারা! কোন প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীকে কোন কিছু তা যদিও অতি সামান্য হয় তুচ্ছ মনে করে দেয়া থেকে বিরত থাকবে না এমনকি তা ছাগলের খুরই বা হোক না কেন।

জিনিস কম হলে তা নিকটতম প্রতিবেশীকেই দিবে।

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আমার দু'জন প্রতিবেশী রয়েছে। অতএব তাদের মধ্য থেকে সর্ব প্রথম আমি কাকে হাদিয়া দেবো? তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ

إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا

(বুখারী, হাদীস ৬০২০)

অর্থাৎ নিকটবর্তী প্রতিবেশীকেই হাদিয়া দিবে। যার ঘরের দরোজা তোমারই দরোজার পাশে।

৫৪. কোন আল্লাহ্'র ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করা অথবা তাঁকে যে কোনভাবে কষ্ট দেয়াঃ

কোন আল্লাহ্'র ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করা অথবা তাঁকে যে কোনভাবে কষ্ট দেয়াও আরেকটি কবীরা গুনাহ্। কারণ, তাদেরকে কষ্ট দেয়া মানে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ কে কষ্ট দেয়া। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ কে কষ্ট দিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর রহ্মত থেকে বঞ্চিত করবেন এবং আখিরাতে রয়েছে তার জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِيْ الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ ، وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴾

(আহ্যাব : ৫৭)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ কে কষ্ট দেয় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লা'নত করবেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

হ্যরত আবু হুরাইরাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ، وَ مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَ مَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ ، وَ بَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ ، وَ يَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا ، وَ رِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا ، وَ إِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ ، وَ لَئِنِ اسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِيْذَنَّهُ ، وَ مَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِيْ

عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَ أَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ

(বুখারী, হাদীস ৬৫০২)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করলো আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। ফরয আমল চাইতেও আমার নিকট অধিক প্রিয় এমন কোন আমল নেই যার মাধ্যমে কোন বান্দাহ্ আমার নিকটবর্তী হতে পারে। এতদ্সত্ত্বেও কোন বান্দাহ্ যদি লাগাতার নফল আমলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হয় তখন আমি তাকে ভালোবাসি। আর আমি কখনো কাউকে ভালোবাসলে তার কান আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তখন সে তা দিয়ে এমন কিছুই শুনে যাতে আমি সন্তুষ্ট হই। তার চোখও আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তখন সে তা দিয়ে এমন কিছুই দেখে যাতে আমি সন্তুষ্ট হই। তার হাতও আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তখন সে তা দিয়ে এমন কিছুই ধরে যাতে আমি সন্তুষ্ট হই। তার পাও আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তখন সে তা দিয়ে এমন কিছুর প্রতিই চলে যাতে আমি সন্তুষ্ট হই। সে আমার নিকট কোন কিছু চাইলে আমি তাকে তা দিয়ে থাকি। আমার নিকট সে কোন কিছু থেকে আশ্রয় চাইলে আমি তাকে তা থেকে আশ্রয় দিয়ে থাকি। আমি কোন কিছু করতে এতটুকুও ইতস্তত করি না যতটুকু ইতস্তত করি কোন মু'মিনের জীবন নিতে। সে মৃত্যু চায় না। আর আমি তাকে কোন ভাবেই দুঃখ দিতে চাই না।

হযরত 'আয়িয বিন্ 'আমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আবু সুফ্য়ান নিজ দলবল নিয়ে সাল্মান, স্বুহাইব ও বিলাল رضي الله عنهم এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। তখন তাঁরা আবু সুফ্য়ানকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার কসম! আল্লাহ্'র তরবারি এখনো তাঁর এ শত্রুর গর্দান উড়িয়ে দেয়নি। তখন আবু বকর رضي الله عنه তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমরা কুরাইশ নেতার ব্যাপারে এমন কথা বলতে পারলে?! অতঃপর রাসূল ﷺ কে ঘটনাটি জানানো হলে তিনি বললেনঃ

يَا أَبَا بَكْرٍ! لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ

(মুসলিম, হাদীস ২৫০৪)

অর্থাৎ হে আবু বকর! সম্ভবত তুমি তাদেরকে রাগিয়ে দিলে! যদি তুমি তাদেরকে রাগান্বিত করে থাকো তা হলে যেন তুমি আল্লাহ্ তা'আলাকে রাগান্বিত করলে।

অতঃপর আবু বকর ﷺ তাঁদের নিকট এসে বললেনঃ হে আমার ভাইয়েরা! আমি তো তোমাদেরকে রাগিয়ে দিয়েছি। তাঁরা বললেনঃ না, হে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই! বরং আমরা আপনার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করছি তিনি যেন আপনাকে ক্ষমা করে দেন।

তবে একটি কথা না বললেই হয় না। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার ওলী হওয়ার জন্য এ ব্যাপারে কারোর ইজাযত বা খিলাফত পেতে হবে কি? তার বংশটি কোন ওলীর বংশ হতে হবে কি? ওলী হওয়ার জন্য সুফিবাদের ধরা-বাঁধা নিয়মানুযায়ী রিয়াযত-মুজাহাদা করতে হবে কি? উক্ত পথ পাড়ি দিতে কোন ইযাযতপ্রাপ্ত ওলীর হাত ধরতে হবে কি? ইত্যাদি ইত্যাদি।

না, এর কিছুই করতে হবে না। বরং আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর দেয়া ওলীর নির্ধারিত সংজ্ঞা অনুযায়ী আমাদেরকে উক্ত পথ পাড়ি দিতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ، الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ، لَهُمُ الْبُشْرَى فِيْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِيْ الآخِرَةِ، لاَ تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾

(ইউনুস : ৬২-৬৪)

অর্থাৎ জেনে রেখো, (কিয়ামতের দিন) নিশ্চয়ই আল্লাহ্'র ওলীদের কোন ভয় থাকবে না। না থাকবে তাঁদের কোন চিন্তা ও আশঙ্কা। তাঁরা হচ্ছেন খাঁটি ঈমানদার এবং সত্যিকার আল্লাহ্ভীরু। তাঁদের জন্য রয়েছে বিশেষ সুসংবাদ দুনিয়া এবং আখিরাতেও। আল্লাহ্ তা'আলার কথায় কোন হেরফের নেই। এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত সফলতা।

উক্ত আয়াতে ওলী হওয়ার জন্য খাঁটি ঈমান এবং সত্যিকার আল্লাহ্ভীরুতার শর্ত দেয়া হয়েছে। তথা সকল ফরজ কাজ সমূহ পালন করা এবং সকল পাপ-পঙ্কিলতা থেকে দূরে থাকা। কখনো হঠাৎ কোন পাপকর্ম ঘটে গেলে তাওবার মাধ্যমে তা থেকে মুক্তির ব্যবস্থা নেয়া। উপরন্তু নফল আমল সমূহের প্রতি বেশি মনযোগী হওয়া এবং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসা।

হযরত মু'আয বিন্ জাবাল ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَجَبَتْ مَحَبَّتِيْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ ، وَ لِلْمُتَجَالِسِيْنَ فِـــيَّ ، وَ لِلْمُتَـــزَاوِرِيْنَ فِـــيَّ ، وَلِلْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ

(ইব্নু হিব্বান/মাওয়ারিদ, হাদীস ২৫১০ বাগাওয়ী, হাদীস ৩৪৬৩ কোযায়ী, হাদীস ১৪৪৯, ১৪৫০)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমার কর্তব্য ওদেরকে ভালোবাসা যারা আমার জন্য অন্যকে ভালোবাসে, আমার জন্য অন্যের সাথে উঠে-বসে, আমার জন্য অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং আমারই জন্য কাউকে দান করে।

৫৫. লুঙ্গি, পাজামা অথবা যে কোন কাপড় টাখনু বা পায়ের গিঁটের নিচে পরাঃ

লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট অথবা যে কোন কাপড় টাখনু বা পায়ের গিঁটের নিচে

পরা কবীরা গুনাহ্। চাই তা গর্ব করেই হোক অথবা এমনিতেই।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِيْ النَّارِ

(বুখারী, হাদীস ৫৭৮৭)

অর্থাৎ লুঙ্গি, পাজামা বা প্যান্টের যে অংশটুকু পায়ের গিঁটের নিচে যাবে তা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

যে ব্যক্তি টাখনু বা পায়ের গিঁটের নিচে কাপড় পরিধান করে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার সাথে কোন কথা বলবেন না, তার দিকে তাকাবেনও না এমনকি তাকে গুনাহ্ থেকে পবিত্রও করবেন না উপরন্তু তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

হযরত আবু যর গিফারী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَ لاَ يُـزَكِّيْهِمْ ، وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارٍ ، قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ: خَابُوْا وَخَسِرُوْا ، مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ!؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ ، وَ الْمَنَّانُ وَ فِيْ رِوَايَةٍ: الْمَنَّانُ الَّذِيْ لاَ يُعْطِيْ شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ ، وَ الْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

(মুসলিম, হাদীস ১০৬ আবু দাউদ, হাদীস ৪০৮৭, ৪০৮৮)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তি এমন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেনও না এমনকি তাদেরকে গুনাহ্ থেকে পবিত্রও করবেন না উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূল ﷺ কথাগুলো তিন বার বলেছেন। হযরত আবু যর ﷺ বলেনঃ তারা সত্যিই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা কারা হে আল্লাহ্'র

রাসূল ﷺ! রাসূল ﷺ বললেনঃ টাখনু বা পায়ের গিঁটের নিচে কাপড় পরিধানকারী, কাউকে কোন কিছু দিয়ে খোঁটা দানকারী এবং মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য সাপ্লাইকারী।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ

(বুখারী, হাদীস ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪ মুসলিম, হাদীস ২০৮৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি গর্ব করে নিজ নিম্ন বসন মাটিতে টেনে চলবে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি রহ্মতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

একজন মু'মিনের লুঙ্গি, পাজামা ইত্যাদি জঙ্ঘার অর্ধেক পর্যন্তই হওয়া উচিৎ। পায়ের গিঁট পর্যন্ত হলেও চলবে। তবে যে ব্যক্তি গিঁটের নিচে পরবে সে গর্বকারীরই অন্তর্ভুক্ত।

হযরত জাবির বিন্ সুলাইম ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ

وَ ارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ ، وَ إِيَّاكَ وَ إِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ ، وَ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪০৮৪)

অর্থাৎ তোমার নিম্ন বসন জঙ্ঘার অর্ধেকে উঠিয়ে নাও। তা না করলে অন্ততপক্ষে পায়ের গিঁট পর্যন্ত। তবে গিঁটের নিচে পরা থেকে অবশ্যই সতর্ক থাকবে। কারণ, তা অহঙ্কারের পরিচায়ক। আর আল্লাহ্ তা'আলা অহঙ্কার করা পছন্দ করেন না।

হযরত আবু সাঈদ্ খুদ্রী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، وَ لاَ حَرَجَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪০৯৩)

অর্থাৎ একজন মুসলমানের নিম্ন বসন জঙ্ঘার অর্ধেক পর্যন্তই হওয়া চাই। তবে তা এবং পায়ের গিঁটের মাঝে থাকলেও কোন অসুবিধে নেই।

জামা এবং পাগড়িও গিঁটের নিচে যেতে পারবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الإِسْبَالُ فِيْ الْإِزَارِ وَ الْقَمِيْصِ وَ الْعِمَامَةِ ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪০৯৪)

অর্থাৎ গিঁটের নিচে পরা হারাম হওয়ার ব্যাপারটি লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট, জামা, পাগড়ি ইত্যাদির মধ্যেও ধরা হয়। যে ব্যক্তি গর্ব করে এগুলোর কোনটি মাটিতে টেনে চলবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি রহ্মতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

অসতর্কতাবশত প্যান্ট, লুঙ্গি বা পাজামা গিঁটের নিচে চলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্রই তা গিঁটের উপরে উঠিয়ে নিবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমি রাসূল ﷺ এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যখন আমার নিম্ন বসন ছিলো গিঁটের নিচে। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ

يَا عَبْدَ اللهِ! ارْفَعْ إِزَارَكَ ، فَرَفَعْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ: زِدْ ، فَزِدْتُ ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ

(মুসলিম, হাদীস ২০৮৬)

অর্থাৎ হে আব্দুল্লাহ্! তোমার নিম্ন বসন (গিঁটের উপর) উঠিয়ে নাও। তখন আমি উপরে উঠিয়ে নিলাম। রাসূল ﷺ আবারো বললেনঃ আরো উপরে। তখন আমি আরো উপরে উঠিয়ে নিলাম। এরপর থেকে আজো পর্যন্ত আমি এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করছি। উপস্থিত লোকদের কেউ বলে উঠলোঃ তখন আপনি কোন পর্যন্ত উঠিয়েছিলেন? তিনি বললেনঃ জঙ্ঘার অর্ধ ভাগ পর্যন্ত।

৫৬. সোনা বা রুপার প্লেট কিংবা গ্লাসে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করাঃ

সোনা বা রুপার প্লেট কিংবা গ্লাসে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করা আরেকটি কবীরা গুনাহ্।

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الَّذِيْ يَأْكُلُ أَوَ يَشْرَبُ فِيْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِه نَارَ جَهَنَّمَ

(বুখারী, হাদীস ৫৬৩৪ মুসলিম, হাদীস ২০৬৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সোনা বা রুপার আসবাবপত্রে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করে সে যেন নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ঢুকায়।

সোনা, রুপার প্লেট-বাটি এবং হাল্কা বা ঘন সিল্ক দুনিয়াতে কাফির পুরুষরাই ব্যবহার করবে। মুসলমানরা নয়। কারণ, মুসলমানদের জন্য তা প্রস্তুত রয়েছে আখিরাতে।

হযরত 'হুযাইফাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَلْبَسُوْا الْحَرِيْرَ وَ لاَ الدِّيْبَاجَ ، وَ لاَ تَشْرَبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ ، وَ لاَ تَأْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِيْ الدُّنْيَا ، وَ لَنَا فِيْ الْآخِرَةِ

(বুখারী, হাদীস ৫৪২৬, ৫৬৩২, ৫৬৩৩, ৫৮৩১ মুসলিম, হাদীস ২০৬৭)

অর্থাৎ তোমরা হাল্কা বা ঘন সিল্ক পরিধান করো না। তেমনিভাবে সোনা রুপার পেয়ালায় পান করো না এবং এ গুলোর প্লেটে খেও না। কারণ, সেগুলো দুনিয়াতে কাফিরদের জন্য এবং আখিরাতে আমাদের জন্য।

৫৭. কোন পুরুষের স্বর্ণ বা সিল্কের কাপড় পরিধান করাঃ

কোন পুরুষের জন্য স্বর্ণ বা সিল্কের কাপড় পরিধান করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত আবু মূসা আশ্'আরী, 'আলী ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ وَ الذَّهَبِ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ ، وَ أُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ

(তিরমিযী, হাদীস ১৭২০ ইব্নু মাজাহ্, ৩৬৬২, ৩৬৬৪)

অর্থাৎ সিল্ক ও স্বর্ণ আমার পুরুষ উম্মতের উপর হারাম করে দেয়া হয়েছে এবং তা হালাল করা হয়েছে মহিলাদের জন্য।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِيْ يَدِ رَجُلٍ ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَ قَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِيْ يَدِهِ ، فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ ، قَالَ: لاَ وَاللهِ! لاَ آخُذُهُ أَبَدًا ، وَ قَدْ طَرَحَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

(মুসলিম, হাদীস ২০৯০)

অর্থাৎ একদা রাসূল ﷺ জনৈক ব্যক্তির হাতে একটি সোনার আংটি দেখতে পেলেন। তখন তিনি সোনার আংটিটি তার হাত থেকে খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেনঃ তোমাদের কেউ ইচ্ছে করে আগুনের জ্বলন্ত কয়লা হাতে নিতে চায়? রাসূল ﷺ চলে গেলে লোকটিকে বলা হলোঃ আংটিটা নিয়ে নাও। অন্য কোন কাজে লাগাতে পারবে। লোকটি বললোঃ আল্লাহ্ তা'আলার কসম!

আমি তা কখনোই কুড়িয়ে নিতে পারবো না যা একদা রাসূল ﷺ খুলে ফেলে দিলেন।

সোনা, রুপার প্লেট-বাটি এবং হাল্কা বা ঘন সিল্ক দুনিয়াতে কাফির পুরুষরাই ব্যবহার করবে। মুসলমানরা নয়। কারণ, তাদের জন্য তা প্রস্তুত রয়েছে আখিরাতে।

হযরত 'হুযাইফাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَلْبَسُوْا الْحَرِيْرَ وَ لاَ الدِّيْبَاجَ ، وَ لاَ تَشْرَبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ ، وَ لاَ تَأْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِيْ الدُّنْيَا ، وَ لَنَا فِيْ الآخِرَةِ

(বুখারী, হাদীস ৫৪২৬, ৫৬৩২, ৫৬৩৩, ৫৮৩১ মুসলিম, হাদীস ২০৬৭)

অর্থাৎ তোমরা হাল্কা বা ঘন সিল্ক পরিধান করো না। তেমনিভাবে সোনা রুপার পেয়ালায় পান করো না এবং এ গুলোর প্লেটে খেও না। কারণ, সেগুলো দুনিয়াতে কাফিরদের জন্য এবং আখিরাতে আমাদের জন্য।

হযরত 'উমর ও আব্দুল্লাহ্ বিন্ যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِيْ الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِيْ الآخِرَةِ

(বুখারী, হাদীস ৫৮৩৩, ৫৮৩৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সিল্ক পরিধান করবে সে আর আখিরাতে তা পরিধান করবে না।

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকেও বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِيْ الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِيْ الآخِرَةِ

(বুখারী, হাদীস ৫৮৩৫)

অর্থাৎ দুনিয়াতে সিল্কের কাপড় সেই পরিধান করবে যার জন্য আখিরাতে এ জাতীয় কিছুই থাকবে না।

৫৮. কোন গোলাম বা যার পেছনে অগ্রিম টাকা খরচ করে চুক্তিভিত্তিক কাজের জন্য আনা হয়েছে চুক্তি শেষ না হতেই তার পলায়নঃ

কোন গোলাম বা যার পেছনে অগ্রিম টাকা খরচ করে চুক্তিভিত্তিক কাজের জন্য আনা হয়েছে চুক্তি শেষ না হতেই তার পলায়ন হারাম বা কবীরা গুনাহ্।

হযরত জারীর ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيْهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ

(মুসলিম, হাদীস ৬৮)

অর্থাৎ কোন গোলাম নিজ মনিব থেকে পলায়ন করলে সে কাফির হয়ে যাবে যতক্ষণ না তার মনিবের কাছে ফিরে আসে।

হযরত জারীর ﵁ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ

(মুসলিম, হাদীস ৭০)

অর্থাৎ কোন গোলাম তার মনিবের কাছ থেকে পলায়ন করলে তার কোন নামাযই কবুল করা হবে না।

হযরত জাবির ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلَاةً ، وَ لَا تَصْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ : الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيْهِ ، وَ الْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى ، وَ السَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ

(ইবনু হিব্বান/ইহ্সান, হাদীস ৫৩৩১ কান্যুল্ 'উম্মাল, হাদীস ৪৩৯২৭)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তির নামায আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করেন না এবং তাদের কোন সাওয়াবও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উঠবে না। তারা হচ্ছে, নিজ মনিবের কাছ থেকে পলায়নকারী গোলাম যতক্ষণ না সে তাদের কাছে ফিরে

আসে। সে মহিলা যার উপর তার স্বামী অসন্তুষ্ট যতক্ষণ না সে তার উপর সন্তুষ্ট হয় এবং কোন নেশাখোর মাতাল ব্যক্তি যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়।

হযরত ফাযালাহ্ বিন্ 'উবাইদ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ثَلاَثَةٌ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ : رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَ عَصَى إِمَامَهُ فَمَـــاتَ عَاصِــيًا ، وَعَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ ، وَ امْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ كَفَاهَا الْمُؤْنَةَ فَتَبَرَّجَتْ

(বুখারী/আদাবুল্ মুফ্রাদ, হাদীস ৫৯০ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ৪৫৫৯ বায্যার, হাদীস ৮৪ বায়হাক্বী/শু'আবুল্ ঈমান, হাদীস ৭৭৯৭ 'হাকিম ১/১১৯)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাই করো না। তারা হচ্ছে, মুসলিম জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি যে নিজ প্রশাসকের অবাধ্য এবং এমতাবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়। নিজ মনিব থেকে পলায়নকারী গোলাম এবং এমতাবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়। এমন এক মহিলা যার স্বামী বাড়িতে নেই এবং সে তার স্ত্রীর খরচাদি দিয়েই বাড়ি থেকে বিদায় নিয়েছে অথবা নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছে অথচ সে মহিলা বেপর্দা অবস্থায় ঘর থেকে বের হয়।

হযরত 'আলী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ

(আহ্মাদ্, হাদীস ২৯১৩ 'হাকিম ৪/১৫৩)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত ওই ব্যক্তির উপর যে নিজ মনিব ছেড়ে অন্য কাউকে মনিব হিসেবে গ্রহণ করলো।

৫৯. নিশ্চিতভাবে জানা সত্ত্বেও নিজ পিতাকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজ পিতা হিসেবে গ্রহণ করা বা পরিচয় দেয়াঃ

নিশ্চিতভাবে জানা সত্ত্বেও নিজ পিতাকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজ পিতা

হিসেবে গ্রহণ করা বা পরিচয় দেয়া (যদিও তা শুধু কাগজপত্রে এবং যে কোন কারণেই হোক না কেন) হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত সা'আদ্ বিন্ আবী ওয়াক্কাস্ব এবং হযরত আবু বাকরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

(বুখারী, হাদীস ৪৩২৬, ৪৩২৭, ৬৭৬৬ মুসলিম, হাদীস ৬৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ পিতাকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজ পিতা হিসেবে পরিচয় দেয় অথচ সে জানে যে, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই তার পিতা নয় তা হলে জান্নাত তার উপর হারাম হয়ে যাবে।

হযরত 'আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَ الْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَ لاَ عَدْلاً

(মুসলিম, হাদীস ১৩৭০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ পিতাকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজ পিতা হিসেবে পরিচয় দেয় অথবা নিজ মনিবকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজ মনিব হিসেবে পরিচয় দেয় তার উপর আল্লাহ্ তা'আলা, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লা'নত পতিত হোক। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার কোন নফল অথবা ফরয আমল কবুল করবেন না।

কোন কোন সন্তান তো এমনও আছে যে, ছোট বেলায় তার পিতা তার প্রতি বহু অবহেলা দেখিয়েছে। এমনকি তার কোন খবরা খবরই সে রাখেনি। তখন বড় হয়ে সে সন্তান তার পিতাকেই অস্বীকার করে বসে অথবা পরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ করে। হয়তো বা সে কখনো তার সৎ বাবাকেই আপন বাবা হিসেবে পরিচয় দেয়। এমতাবস্থায় সত্যিই সে মারাত্মক অপরাধী। পিতার কৃতকর্মের জন্য সে আখিরাতে শাস্তি ভোগ করবে অবশ্যই। তবে তাতে

সন্তানের নিজ পিতাকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيْهِ فَهُوَ كُفْرٌ

(বুখারী, হাদীস ৬৭৬৮ মুসলিম, হাদীস ৬২)

অর্থাৎ তোমরা নিজ পিতার প্রতি অনীহা প্রকাশ করো না। কারণ, যে ব্যক্তি নিজ পিতার প্রতি অনীহা প্রকাশ করলো সে কুফরি করলো।

৬০. কারোর সাথে কোন বিষয় নিয়ে অমূলক ঝগড়া-ফাসাদ করাঃ

কারোর সাথে কোন বিষয় নিয়ে অমূলক ঝগড়া-ফাসাদ করা আরেকটি কবীরা গুনাহ্। তা এভাবে যে, কোন সত্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নেই বরং অন্যকে অপমান করা এবং নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই কারোর কথায় দোষ-ত্রুটি বের করার চেষ্টা করা।

আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদে এ জাতীয় লোকদের লুক্কায়িত উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَـادِلُوْنَ فِيْ آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ، إِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ ، مَا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ، فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴾

(গাফির/মু'মিন : ৫৬)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা কোন দলীল ছাড়াই আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন সমূহ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাদের অন্তরে রয়েছে শুধু অহঙ্কার যা সফল হবার নয়। অতএব তুমি আল্লাহ্ তা'আলার শরণাপন্ন হও। তিনিই তো সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।

কারোর সাথে তর্ক করলে তা একমাত্র সত্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই এবং সুন্দর পন্থায় হতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تُجَادِلُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ﴾

('আন্কাবূত : ৪৬)

অর্থাৎ তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে একমাত্র উত্তম পন্থায়ই তর্কে লিপ্ত হবে।

কারোর সাথে অনর্থক ঝগড়া-ফাসাদকারী আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একেবারেই ঘৃণিত এবং তারাই তাঁর কোপানলে পতিত।

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصْمُ

(বুখারী, হাদীস ২৪৫৭, ৪৫২৩ মুসলিম, হাদীস ২৬৬৮)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্ব নিকৃষ্ট ব্যক্তি হচ্ছে অহেতুক ঝগড়া-ফাসাদকারীই।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ خَاصَمَ فِيْ بَاطِلٍ وَ هُوَ يَعْلَمُهُ ؛ لَمْ يَزَلْ فِيْ سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ

(আবু দাউদ্, হাদীস ৩৫৯৭ আহ্মাদ্, হাদীস ৫৩৮৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জেনেশুনে কারোর সাথে বাতিল কোন জিনিস নিয়ে ঝগড়া-ফাসাদ করলো আল্লাহ্ তা'আলা সত্যিই তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন যতক্ষণ না সে তা ছেড়ে দেয়।

কোর'আন নিয়ে অমূলক ঝগড়া-ফাসাদ করা কুফরি।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْمِرَاءُ فِيْ الْقُرْآنِ كُفْرٌ

(আবু দাউদ্, হাদীস ৪৬০৩ আহ্মাদ্, হাদীস ৭৮৪৮ ইব্নু হিব্বান/মাওয়ারিদ্, হাদীস ৫৯ 'হাকিম ২/২২৩)

অর্থাৎ কুর'আন নিয়ে অমূলক ঝগড়া-ফাসাদ করা কুফরি।

কোন ব্যক্তি হিদায়াতের রাস্তা থেকে ফসকে গেলেই অহেতুক ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত হয়।

হযরত আবু উমামাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوْا عَلَيْهِ إِلاَّ أُوْتُوْا الْجَدَلَ ، ثُمَّ تَـــلاَ رَسُـــوْلُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً ، بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ﴾ الزُّخْرُف

(তিরমিযী, হাদীস ৩২৫৩ আহ্মাদ্ ৫/২৫২-২৫৬ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪৮ 'হাকিম ২/৪৪৮)

অর্থাৎ কোন জাতি হিদায়াত পাওয়ার পর আবারো পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে (আল্লাহ্ তা'আলা) তাদেরকে অহেতুক ঝগড়া-ফাসাদে ব্যস্ত করে দেন। অতঃপর রাসূল ﷺ নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেনঃ যার মর্মার্থঃ তারা শুধু বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এমন কথা বললো। বস্তুত তারা বাক-বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়। (যুখরুফ : ৫৮)

রাসূল ﷺ নিজ উম্মতের মধ্যে এ জাতীয় বাকপটু মুনাফিকের আশঙ্কাই করেছিলেন।

হযরত 'ইম্রান বিন্ 'হুস্বাইন ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِيْ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيْمِ اللِّسَانِ

(ত্বাবারানী/কবীর খণ্ড ১৮ হাদীস ৫৯৩ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ৮০ বায্যার, হাদীস ১৭০)

অর্থাৎ আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে প্রত্যেক বাকপটু মুনাফিকেরই বেশি আশঙ্কা করছি।

৬১. নিজ প্রয়োজনের বেশি পানি ও ঘাস অন্যকে দিতে অস্বীকার করাঃ

নিজ প্রয়োজনের বেশি পানি ও ঘাস অন্যকে দিতে অস্বীকার করাও কবীরা গুনাহ্।

হযরত 'আমর বিন্ শু'আইব ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ أَوْ كَلَأً مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(আহ্মাদ্, হাদীস ৬৬৭৩, ৬৭২২, ৭০৫৭ স'হীহুল্ জা'মি', হাদীস ৬৫৬০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাড়তি পানি ও ঘাস অন্যকে দিতে অস্বীকার করলো আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে তাঁর অনুগ্রহ করতে অস্বীকার করবেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ : رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَ هُوَ كَاذِبٌ ، وَ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، وَ رَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُوْلُ اللهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِيْ كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ

(বুখারী, হাদীস ২৩৬৯)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে রহ্মতের দৃষ্টিতেও তাকাবেন না। তারা হলো, এমন এক ব্যক্তি যে কোন পণ্যের ব্যাপারে এ বলে মিথ্যা কসম খেলো যে, ক্রেতা যা দিয়েছে সে তার বেশি দিয়েই পণ্যটি ক্রয় করেছে ; অথচ কথাটি একেবারেই

মিথ্যা। আরেক জন ব্যক্তি এমন যে, সে আসরের পর মিথ্যা কসম খেলো অন্য আরেক জন মুসলমানের সম্পদ অবৈধভাবে হরণ করার জন্য। আরেক জন ব্যক্তি এমন যে, সে বাড়তি পানি অন্যকে দিতে অস্বীকার করলো। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে বলবেনঃ আজ আমি তোমাকে অনুগ্রহ করতে অস্বীকার করলাম যেমনিভাবে তুমি অস্বীকার করলে অন্যকে বাড়তি পানি দেয়া থেকে ; অথচ তা তুমি সৃষ্টি করোনি।

৬২. কাউকে ওজনে কম দেয়াঃ

কাউকে ওজনে কম দেয়াও আরেকটি কবীরা গুনাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ، الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ، وَ إِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ، أَلاَ يَظُنُّ أُوْلآئِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ، لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ، يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾

(মুত্বাফ্ফিফীন : ১-৬)

অর্থাৎ জাহান্নামের ওয়াইল নামক উপত্যকা ওদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। তবে অন্যদের থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণভাবেই নিয়ে নেয়। কিন্তু অন্যকে দেয়ার সময় মাপে বা ওজনে কম দেয়। তারা কি ভাবে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে সে মহান দিবসে যে দিন সকল মানুষ দাঁড়াবে (হিসাব দেয়ার জন্য) সর্ব জগতের প্রতিপালকের সম্মুখে।

৬৩. আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে নিজকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ মনে করাঃ

আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে নিজকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ মনে করাও আরেকটি কবীরা গুনাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَفَأَمِنُوْا مَكْرَ اللهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُوْنَ ﴾

(আ'রাফ : ৯৯)

অর্থাৎ তারা কি নিজেদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সূক্ষ্ম পাকড়াও থেকে নিরাপদ মনে করে? বস্তুতঃ একমাত্র ক্ষতিগ্রস্তরাই আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে নিঃশঙ্ক হতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَ رَضُوْا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ اطْمَأَنُّوْا بِهَا ، وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُوْنَ ، أُوْلآئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴾

(ইউনুস : ৭-৮)

অর্থাৎ যারা (পরকালে) আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং যারা পার্থিব জীবন নিয়েই পরিতৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধেও গাফিল তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। তা একমাত্র তাদেরই কার্যকলাপের কারণে।

আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে নিজকে নিরাপদ মনে করা এটাও যে, বান্দাহ্ গুনাহ্ করতে থাকবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমার আশা করবে।

হযরত ইসমাঈল বিন রাফি' (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ

مِنَ الأَمْنِ مِنْ مَكْرِ اللهِ إِقَامَةُ الْعَبْدِ عَلَى الذَّنْبِ يَتَمَنَّى عَلَى اللهِ الْمَغْفِرَةَ

(আল্ ইরশাদ্ : ৮০)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সূক্ষ্ম পাকড়াও থেকে নির্ভয় হওয়ার মানে এও যে, বান্দাহ্ গুনাহ্ করতে থাকবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমার আশা করবে।

আমি বা আপনি যতই নেক আমল করি না কেন তাতে গর্বের কিছুই নেই এবং তাতে আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে নিজকে নিরাপদ মনে করারও কোন যৌক্তিকতা নেই। কারণ, আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই যে, আমাদের আমলগুলো আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদা কবুল করছেন। আর কবুল করে থাকলেও আমরা এ ব্যাপারেও নিশ্চিত নই যে, আমরা সর্বদা এ জাতীয় আমল করার সুযোগ পাবো। এ কারণে সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নেক আমলের উপর টিকে থাকার দো'আ করতে হবে।

আবার কেউ কেউ তো এমনো আছে যে, সে আমল ততো বেশি করে না ঠিকই এরপরও আরেক জনের ব্যাপারে এতটুকু বলতে দ্বিধা করে না যে, আমরা তো অন্তত এতটুকু হলেও করছি। অমুক তো এতটুকুও করছে না। আপনি কি নিশ্চিত যে, আপনার এতটুকু আমলই আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কবুল হয়ে যাচ্ছে। বরং সবারই উচিৎ সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করা এবং নিজের গুনাহ্'র কথা স্মরণ করে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বদা কান্নাকাটি করা। সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দ্বীনের উপর অটল থাকার দো'আ করা।

হযরত 'উক্ববাহ্ বিন্ 'আমির ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! নাজাত পাওয়া যাবে কিভাবে? তিনি বললেনঃ

أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ، وَ لْيَسَعْكَ بَيْتُكَ ، وَ ابْكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ

(তিরমিযী, হাদীস ২৪০৬)

অর্থাৎ জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করো, নিজ ঘরেই অবস্থান করো এবং গুনাহ্'র জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কান্নাকাটি করো।

হযরত শাহ্র বিন্ 'হাউশাব ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قُلْتُ لأُمِّ سَلَمَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ! مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ! ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا أَكْثَرَ دُعَاءَكَ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ! ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ ؟! قَالَ: يَا أُمَّ سَلَمَةَ! إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ؛ إِلاَّ وَ قَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ ، وَ مَنْ شَاءَ أَزَاغَ ، فَتَلاَ مُعَاذٌ: ﴿ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾

(তিরমিযী, হাদীস ৩৫২২)

অর্থাৎ আমি হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কে বললামঃ হে উম্মুল মু'মিনীন! আপনার নিকট থাকাবস্থায় রাসূল ﷺ অধিকাংশ সময় কি দো'আ করতেন? তিনি বললেনঃ অধিকাংশ সময় রাসূল ﷺ বলতেনঃ হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনি ইসলামের উপর অটল অবিচল রাখুন। হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনাকে দেখছি আপনি অধিকাংশ সময় উপরোক্ত দো'আ করেন। মূলতঃ এর রহস্য কি? রাসূল ﷺ বললেনঃ হে উম্মে সালামাহ্! প্রতিটি মানুষের অন্তর আল্লাহ্ তা'আলার দু'টি আঙ্গুলের মধ্যে অবস্থিত। ইচ্ছে করলে তিনি কারোর অন্তর সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর ইচ্ছে করলে তিনি কারোর অন্তর বক্র পথে পরিচালিত করেন। বর্ণনাকারী মু'আয বলেনঃ এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সর্বদা তাঁর নিকট নিম্নোক্ত দো'আ করতে আদেশ করেন যার অর্থঃ

হে আমার প্রভু! আপনি আমাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন। অতএব আমাদের অন্তরকে আর বক্র পথে পরিচালিত করবেন না।

৬৪. আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হওয়াঃ

আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হওয়াও আরেকটি কবীরা গুনাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ مَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّه إِلاَّ الضَّالُّوْنَ ﴾

(হিজ্র : ৫৬)

অর্থাৎ একমাত্র পথভ্রষ্টরাই নিজ প্রভুর করুণা থেকে নিরাশ হয়ে থাকে।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تَيْأَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللهِ ، إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ ﴾

(ইউসুফ : ৮৭)

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার করুণা থেকে কখনোই নিরাশ হয়ো না। কারণ, একমাত্র কাফিররাই আল্লাহ্ তা'আলার করুণা থেকে নিরাশ হয়ে থাকে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ رضي الله عنه বলেনঃ

أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ : الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَ الأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ وَ الْقُنُوْطُ مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ وَالْيَأْسُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ

('আব্দুর রায্যাক, হাদীস ১৯৭০১)

অর্থাৎ সর্ববৃহৎ পাপ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, তাঁর শাস্তি থেকে নিজকে নিরাপদ ভাবা এবং তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া।

তবে মঙ্গলজনক নিয়ম হচ্ছে এই যে, সুস্থতার সময় আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় পাওয়া এবং অসুস্থতা বা মৃত্যুর সময় আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মতের আশা করা। আর উভয়টির মধ্যে সর্বদা সমতা বজায় রাখাই তো সর্বোত্তম।

হযরত জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে তাঁর মৃত্যুর তিন দিন আগে বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ

لاَ يَمُوْتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَ هُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَزَّ وَ جَلَّ

(মুসলিম, হাদীস ২৮৭৭ আবু দাউদ, হাদীস ৩১১৩ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪২৪২)

অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকেই যেন আল্লাহ্ তা'আলার উপর সুধারণা নিয়েই মৃত্যু বরণ করে।

হযরত আনাস্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ شَابٌّ وَ هُوَ فِيْ الْمَوْتِ ، فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ: وَ اللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ أَرْجُوْ اللهَ ، وَ إِنِّيْ أَخَافُ ذُنُوْبِيْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لاَ يَجْتَمِعَانِ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ فِيْ مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُوْ ، وَ آمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ

(তিরমিযী, হাদীস ৯৮৩ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪৩৩৭)

অর্থাৎ একদা নবী ﷺ জনৈক যুবকের নিকট গেলেন তখন সে মুমূর্ষু অবস্থায়। রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কি অবস্থায় আছো? সে বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আল্লাহ্'র কসম! আমি আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মতের আশা করছি এবং নিজের গুনাহ্'র ব্যাপারে ভয় পাচ্ছি। রাসূল ﷺ বললেনঃ এমন সময় কোন বান্দাহ্'র অন্তরে এ দু' জিনিস থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা তার আশা পূরণ এবং তার ভয় দূরীভূত করবেন।

মানুষ যতই গুনাহ্ করুক না কেন তবুও সে কখনো আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত হতে নিরাশ হতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَــةِ اللهِ ، إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعاً ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ، وَ أَنِيْبُوْا إِلَى رَبِّكُمْ وَ أَسْلِمُوْا لَــهُ

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُوْنَ ﴾

(যুমার : ৫৩-৫৪)

অর্থাৎ আপনি আমার বান্দাহ্দেরকে এ বাণী পৌঁছিয়ে দিন যে, হে আমার বান্দাহ্রা! তোমরা যারা গুনাহ্'র মাধ্যমে নিজেদের প্রতি অধিক অত্যাচার-অবিচার করেছো আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ থেকে কখনো নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। তোমরা নিজ প্রতিপালক অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করো শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার বহু পূর্বে। জেনে রাখো, এরপর কিন্তু তোমাদেরকে আর সাহায্য করা হবে না।

আশা ও ভয়ের সংমিশ্রণকেই ঈমান বলা হয়। নবী ও রাসূলদের ঈমান এ পর্যায়েরই ছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِيْ الْخَيْرَاتِ وَ يَدْعُوْنَنَا رَغَباً وَّ رَهَباً وَ كَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ ﴾

(আম্বিয়া : ৯০)

অর্থাৎ তারা (নবী ও রাসূলরা) সৎকর্মে দৌড়ে আসতো এবং আমাকে ডাকতো আশা ও ভয়ের মাঝে। তেমনিভাবে তারা ছিলো আমার নিকট সুবিনীত।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ أُوْلآئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَ يَخَافُوْنَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْراً ﴾

(ইস্‌রা/বানী ইস্‌রাঈল : ৫৭)

অর্থাৎ তারা যাদেরকে ডাকে তারাই তো নিজ প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় অনুসন্ধান করে বেড়ায়। এ প্রতিযোগিতায় যে, কে কতটুকু আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে পারে এবং তারা আল্লাহ্ তা'আলার দয়া

কামনা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় পায়। আপনার প্রতিপালকের শাস্তি সত্যিই ভয়াবহ।

৬৫. মৃত পশু, প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের গোস্ত খাওয়াঃ

মৃত পশু, প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের গোস্ত খাওয়া হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ لَآ أَجِدُ فِيْ مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَّسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ ، فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾

(আন্'আম : ১৪৫)

অর্থাৎ (হে মুহাম্মাদ ﷺ!) তুমি বলে দাওঃ আমার কাছে যে ওহী পাঠানো হয়েছে তাতে আমি আহারকারীর জন্য কোন কিছু হারাম পাইনি শুধু তিনটি বস্তু ছাড়া। আর তা হচ্ছে, মৃত পশু, প্রবাহিত রক্ত এবং শুকরের গোস্ত। কেননা, তা নাপাক।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ، وَالْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوْذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْلَامِ ، ذَلِكُمْ فِسْقٌ ﴾

(মা'য়িদাহ্ : ৩)

অর্থাৎ তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে মৃত পশু, (প্রবাহিত) রক্ত, শুকরের গোস্ত, যে পশুকে যবাই করা হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তির নামে, যে পশুর গলায় ফাঁস পড়ে সে মারা গেছে, যে পশুকে ধারালো নয় এমন কোন বস্তুর মাধ্যমে আঘাত করে মারা হয়েছে, যে পশু উঁচু কোন স্থান থেকে পড়ে মারা গেছে, যে পশুকে অন্য কোন পশু আঘাত

করে বা গুঁতো দিয়ে মেরেছে, যে পশুকে অন্য কোন হিংস্র পশু মেরে তার গোস্ত খেয়েছে, তবে এগুলোর মধ্য থেকে যে পশুকে তোমরা জীবিত পেয়ে যবাই করতে সক্ষম হয়েছো তা খেতে পারো, যে পশুকে মূর্তি (বা কোন পীরের) আস্তানায় যবাই করা হয়েছে এবং তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে নির্দিষ্ট কিছু তীরের মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ। তোমাদের এ সকল কর্মকাণ্ড সত্যিই আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ।

দাবা খেলা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। আর এ দাবা খেলাকেই রাসূল ﷺ শুকরের গোস্ত ও রক্ত দিয়ে হাত রাঙ্গানোর সাথে তুলনা করেছেন। তা হলে শুকরের গোস্ত খাওয়া কতটুকু গুনাহ্'র কাজ তা এখান থেকেই সহজে অনুমান করা যায়।

হযরত বুরাইদাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِيْ لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَ دَمِهِ

(মুসলিম, হাদীস ২২৬০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাবা খেললো সে যেন নিজ হাতকে শুকরের গোস্ত ও রক্ত দিয়ে রঞ্জিত করলো।

৬৬. জুমু'আহ্ ও জামাতে নামায না পড়াঃ

জুমু'আহ্ ও জামাতে নামায না পড়া আরেকটি কবীরা গুনাহ্।

কেউ লাগাতার কয়েকটি জুমু'আহ্ ছেড়ে দিলে আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরে মোহর মেরে দেন। তখন সে গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর ও হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنهم থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ ، ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ

(মুসলিম, হাদীস ৮৬৫)

অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক জুমু'আহ্ পরিত্যাগ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকুক নয়তো আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে অবশ্যই মোহর মেরে দিবেন। তখন তারা নিশ্চয়ই গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

এমনকি যে ব্যক্তি অলসতা বশত তিন ওয়াক্ত জুমু'আহ্'র নামায ছেড়ে দিয়েছে তার অন্তরেও আল্লাহ্ তা'আলা মোহর মেরে দিবেন।

হযরত আবুল্ জা'দ্ যাম্‌রী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ

(আবু দাউদ, হাদীস ১০৫২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তিন ওয়াক্ত জুমু'আহ্'র নামায অলসতা বশত ছেড়ে দিলো আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরে মোহর মেরে দিবেন।

যারা জামাতে উপস্থিত হয়ে ফরয নামাযগুলো আদায় করছে না রাসূল ﷺ তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصّلاَةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَرَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيْ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَىْ قَوْمٍ لاَيَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ

(বুখারী, হাদীস ৬৪৪, ৬৫৭, ২৪২০ মুসলিম, হাদীস ৬৫১ আবু দাউদ, হাদীস ৫৪৮ আহ্মাদ্, হাদীস ৩৮১৬)

অর্থাৎ আমার ইচ্ছে হয় কাউকে নামায পড়ানোর দায়িত্ব দিয়ে লাকড়ির বোঝাসহ কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে তাদের পিছু নেই যারা জামাতে উপস্থিত হয় না এবং তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেই।

যে ব্যক্তি শরয়ী অজুহাত ছাড়াই ঘরে নামায পড়লো তার নামায আদায় হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِىَ بِالصَّلاَةِ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِه عُذْرٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلاَةُ الَّتِـــيْ صَلَّى ، قِيْلَ: وَمَا الْعُذْرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ

(আবু দাউদ, হাদীস ৫৫১ বায়হাকী, হাদীস ৫৪৩১)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুয়ায্যিনের আযান শুনেও মসজিদে না গিয়ে ঘরে নামায পড়লো অথচ তার নিকট মসজিদে উপস্থিত না হওয়ার শরয়ী কোন ওযর নেই তা হলে তার আদায়কৃত নামায আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কবুল হবে না। সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি ওযর বলতে কি ধরনের ওযর বুঝাতে চাচ্ছেন? তিনি বললেনঃ ভয় অথবা রোগ।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ

(বায়হাকী, হাদীস ৪৭১৯, ৫৩৭৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আযান শুনেও মসজিদে উপস্থিত হয়নি অথচ তার কোন ওযর নেই। তা হলে তার নামায হবে না।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِىَ فَلَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، لَمْ يَجِدْ خَيْراً وَ لَمْ يُرَدْ بِهِ

(ইবনে আবী শায়বাহ, হাদীস ৩৪৬৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আযান শুনেও মসজিদে উপস্থিত হয়নি অথচ তার কোন ওযরই ছিলো না সে কল্যাণপ্রাপ্ত নয় অথবা তার সাথে কোন কল্যাণ করার ইচ্ছেই করা হয়নি।

৬৭. কাউকে ধোঁকা দেয়া বা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করাঃ

যে কোনভাবে কাউকে ধোঁকা দেয়া বা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করাও আরেকটি কবীরা গুনাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لاَ يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِه ﴾

(ফাত্বির : ৪৩)

অর্থাৎ কূট ষড়যন্ত্র একমাত্র ষড়যন্ত্রকারীদেরকেই বেষ্টন করে নেয়।

হযরত ক্বাইস্ বিন্ সা'দ্ ও হযরত আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْمَكْرُ وَ الْخَدِيْعَةُ فِيْ النَّارِ

(ইব্নু 'আদি' ২/৫৮৪ বায়হাক্বী/শু'আবুল্ ঈমান ২/১০৫/২ হা'কিম ৪/৬০৭)

অর্থাৎ ধোঁকা ও ষড়যন্ত্র জাহান্নামে যাওয়ার বিশেষ কারণ।

৬৮. কারোর সাথে তর্কের সময় তাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করাঃ

কারোর সাথে তর্কের সময় তাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করাও আরেকটি কবীরা গুনাহ্।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَ مَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَ إِذَا حَدَّثَ كَـــذَبَ ، وَ إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَ إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

(বুখারী, হাদীস ৩৪)

অর্থাৎ চারটি চরিত্র কারোর মধ্যে পাওয়া গেলে সে খাঁটি মুনাফিক হিসেবেই বিবেচিত হবে। আর যার মধ্যে সেগুলোর একটি পাওয়া গেলো তার মধ্যে তো শুধু মুনাফিকীর একটি চরিত্রই পাওয়া গেলো যতক্ষণ না সে তা ছেড়ে দেয়। উক্ত চরিত্রগুলো হলোঃ যখন তার কাছে কোন কিছু আমানত রাখা হয় তখন সে তা খেয়ানত করে, যখন সে কোন কথা বলে তখন সে মিথ্যা বলে, যখন সে কারোর সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তখন সে তা ভঙ্গ করে এবং যখন সে কারোর সাথে ঝগড়া দেয় তখন সে অশ্লীল কথা বলে।

৬৯. কারোর জমিনের সীমানা পরিবর্তন করাঃ

কারোর জমিনের সীমানা ঠেলে তার কিয়দংশ নিজের অধিকারভুক্ত করে নেয়াও আরেকটি কবীরা গুনাহ্।

হযরত 'আলী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ

(মুসলিম, হাদীস ১৯৭৮ আহমাদ, হাদীস ২৯১৩ হা'কিম ৪/১৫৩)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন সে ব্যক্তিকে যে অন্যের জমিনের সীমানা পরিবর্তন করে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ

(বুখারী, হাদীস ২৪৫৪, ৩১৯৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারোর জমিনের কিয়দংশ অবৈধভাবে হরণ করলো তাকে কিয়ামতের দিন সাত জমিন পর্যন্ত ধ্বসিয়ে দেয়া হবে।

৭০. সমাজে কোন বিদ্'আত বা কুসংস্কার চালু করাঃ

সমাজে কোন বিদ্'আত কিংবা কুসংস্কার চালু করা অথবা এগুলোর দিকে কাউকে আহ্বান করাও আরেকটি কবীরা গুনাহ্।

হযরত জারীর বিন্ 'আব্দুল্লাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سَنَّ فِيْ الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

(মুসলিম, হাদীস ১০১৭)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন বিদ্'আত কিংবা কুসংস্কার চালু করলো সে কুসংস্কারের গুনাহ্ তো তাকে অবশ্যই বহন করতে হবে উপরন্তু যারা তার পরবর্তীতে উক্ত গুনাহ্ করবে তাদের সকলের গুনাহ্ও তাকে বহন করতে হবে অথচ তাদের গুনাহ্ এ কারণে এতটুকুও কম করা হবে না।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

(মুসলিম, হাদীস ২৬৭৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাউকে কোন গুনাহ্ তথা ভ্রষ্টতার দিকে ডাকলো তার ডাকে সাড়া দিয়ে যারা উক্ত গুনাহ্'র কাজ করবে তাদের সমপরিমাণ গুনাহ্ তার আমলনামায় লেখা হবে অথচ এ কারণে তাদের গুনাহ্ এতটুকুও কম করা হবে না।

৭১. কারোর দিকে ছুরি বা কোন অস্ত্র দিয়ে ইঙ্গিত করাঃ

কারোর দিকে দা, ছুরি বা অন্য কোন অস্ত্র দিয়ে ইঙ্গিত করাও আরেকটি কবীরা গুনাহ্।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ ، وَ إِنْ كَانَ أَخَــاهُ لِأَبِيْهِ وَ أُمِّهِ

(মুসলিম, হাদীস ২৬১৬)

অর্থাৎ কেউ নিজ কোন মুসলমান ভাইয়ের দিকে লোহা জাতীয় কোন অস্ত্র দিয়ে ইঙ্গিত করলে ফিরিশ্তারা তাকে লা'নত করতে থাকে যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। যদিও উক্ত ব্যক্তি তার সহোদর ভাইই হোক না কেন।

রাসূল ﷺ অন্য হাদীসে এ নিষেধের কারণও উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيْهِ بِالسِّلاَحِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِيْ يَدِهِ فَيَقَعُ فِيْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ

(বুখারী, হাদীস ৭০৭২ মুসলিম, হাদীস ২৬১৭)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যেন নিজ অন্য মুসলমান ভাইয়ের দিকে অস্ত্র দিয়ে ইঙ্গিত না করে। কারণ, তোমাদের কারোরই জানা নেই যে, হয়তো বা শয়তান তার হাত টেনে অন্যের গায়ে লাগিয়ে দিবে। তখন সে জাহান্নামের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে।

৭২. চেহারায় দাগ দেয়া, চেহারার কেশ উঠানো, নিজের চুলের সাথে অন্য চুল সংযোজন কিংবা দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করাঃ

চেহারায় দাগ দেয়া, চেহারার কেশ উঠানো, নিজের চুলের সাথে অন্য চুল সংযোজন কিংবা দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করাও হারাম এবং কবীরা গুনাহ্।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্উদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ

ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَ الْمُوْتَشِمَاتِ وَ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ

(বুখারী, হাদীস ৪৮৮৬, ৫৯৩১, ৫৯৪৩, ৫৯৪৮ মুসলিম, হাদীস ২১২৫)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন সে মহিলাকে যে অপরের চেহারা দাগে এবং যে অপরকে দিয়ে নিজ চেহারা দাগ করায়, যার চেহারার কেশ উঠানো হয় এবং যে মহিলা সৌন্দর্যের জন্য নিজ দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে ; আল্লাহ্ প্রদত্ত গঠন পরিবর্তন করে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্, আয়েশা, আস্মা' ও 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ

(বুখারী, হাদীস ৫৯৩৩, ৫৯৩৪, ৫৯৩৭, ৫৯৪২ মুসলিম, হাদীস ২১২২, ২১২৩, ২১২৪)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন নিজের চুলের সাথে অন্য চুল সংযুক্তকারিণী মহিলাকে এবং যার জন্য তা করা হয়েছে তাকেও।

৭৩. হারাম শরীফের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করাঃ

মক্কা ও মদীনার হারাম এলাকার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করাও আরেকটি কবীরা গুনাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ مَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ ﴾

(হাজ্জ : ২৫)

অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি হারাম শরীফের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার ইচ্ছে করবে আমি

তাকে আস্বাদন করাবো মর্মন্তুদ শাস্তি।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلاَثَةٌ : مُلْحِدٌ فِيْ الْحَرَمِ ، وَ مُبْتَغٍ فِيْ الْإِسْلاَمِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَ مُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيْقَ دَمَهُ

(বুখারী, হাদীস ৬৮৮২)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্ব নিকৃষ্ট। হারাম শরীফের সম্মান ক্ষুণ্নকারী, মুসলমান হয়ে জাহিলিয়্যাতের মত ও পন্থা অন্বেষণকারী এবং অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করতে আগ্রহী।

৭৪. কবীরা গুনাহ্'র কারণে কোন ক্ষমতাসীনকে কাফির সাব্যস্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করাঃ

কবীরা গুনাহ্'র কারণে কোন ক্ষমতাসীনকে কাফির সাব্যস্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা আরকটি কবীরা গুনাহ্।

এ জাতীয় ব্যক্তিকে আরবীতে খারিজী এবং একের অধিককে খাওয়ারিজ বলা হয়।

রাসূল ﷺ এ জাতীয় খারিজীদেরকে জাহান্নামের কুকুর এবং আকাশের নিচের সর্বনিকৃষ্ট নিহত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হযরত ইব্নু আবী আওফা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْخَوَارِجُ كِلاَبُ النَّارِ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৭২)

অর্থাৎ খারিজীরা হচ্ছে জাহান্নামের কুকুর।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوْا تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ ، وَ خَيْرُ قَتِيْلٍ مَنْ قَتَلُوْا ، كِلاَبُ أَهْلِ النَّارِ ، قَدْ كَانُوْا هَؤُلاَءِ مُسْلِمِيْنَ فَصَارُوْا كُفَّارًا

(তিরমিযী, হাদীস ৩০০০ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৭৫)

অর্থাৎ (খারিজীরাই হচ্ছে) আকাশের নিচের সর্বনিকৃষ্ট নিহত ব্যক্তি এবং তারা যাদেরকে হত্যা করবে তারাই হবে সর্বোৎকৃষ্ট নিহত ব্যক্তি। তারা হচ্ছে জাহান্নামীদের কুকুর। তারা ছিলো একদা মুসলমান অতঃপর হলো কাফির।

এমনকি রাসূল ﷺ এ জাতীয় খারিজীদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে সাওয়াবও ঘোষণা দিয়েছেন।

হযরত 'আলী ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্উদ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يَأْتِيْ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ ، يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(বুখারী, হাদীস ৩৬১১, ৫০৫৭, ৬৯৩০ মুসলিম, হাদীস ১০৬৬ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৬৭)

অর্থাৎ শেষ যুগে এমন এক জাতি আসবে যাদের বয়স হবে কম এবং তারা হবে বোকা। কথা বলবে সর্বশ্রেষ্ঠ কথা। তবে তারা ইসলাম থেকে তেমনিভাবে বের হয়ে যাবে যেমনিভাবে বের হয়ে যায় তীর শিকারের শরীর থেকে। তারা কুর'আন পড়বে ঠিকই। তবে তাদের কুর'আন গলা অতিক্রম করবে না তথা কবুল করা হবে না। তোমরা যেখানেই তাদেরকে পাবে হত্যা করবে। কারণ, তাদেরকে হত্যা করলে কিয়ামতের দিন সাওয়াব পাওয়া যাবে।

ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে কোন অসদাচরণ দেখলে তা ধৈর্যের সাথে মেনে নিবে।

এ জন্য তার আনুগত্য প্রত্যাখ্যান এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَـــةً جَاهِلِيَّةً

(বুখারী, হাদীস ৭০৫৩ মুসলিম, হাদীস ১৮৪৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ ক্ষমতাসীনের পক্ষ থেকে কোন অসদাচরণ দেখে সে যেন তা ধৈর্যের সাথে মেনে নেয়। কারণ, যে ব্যক্তি চলমান প্রশাসন থেকে এক বিঘত সমপরিমাণ তথা সামান্যটুকুও বের হয়ে যায় সে জাহিলী যুগের মৃত্যু বরণ করবে।

হযরত 'আউফ বিন্ মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَلاَ مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ ، فَرَآهُ يَأْتِيْ شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَـــأْتِيْ مِـــنْ مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَ لاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

(মুসলিম, হাদীস ১৮৫৫)

অর্থাৎ জেনে রাখো, কারোর উপর কোন ব্যক্তি ক্ষমতাসীন হলে এবং সে ব্যক্তি কোন গুনাহ্'র কাজ করলে তার সে গুনাহ্কেই তুমি অপছন্দ করবে তবে তার আনুগত্য একেবারেই প্রত্যাখ্যান করবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لاَ حُجَّةَ لَهُ ، وَ مَنْ مَاتَ وَ لَـــيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

(মুসলিম, হাদীস ১৮৫০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি চলমান কোন প্রশাসনের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিলো সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তখন এ ব্যাপারে তার কোন কৈফিয়ত শুনা হবে না এবং যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলো যে, তখন সে কোন প্রশাসনের আনুগত্যের দায়বদ্ধতার তোয়াক্কা করেনি তা হলে সে জাহিলী যুগের মৃত্যু বরণ করবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্উদ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ أَثَرَةً وَ أُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهَا ، قَالُوْا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُــوْلَ اللهِ؟ قَالَ: أَدُّوْا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ ، وَ سَلُوْا اللهَ حَقَّكُمْ

(বুখারী, হাদীস ৭০৫২)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমরা আমার মৃত্যুর পর (ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে) নিজ স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং আরো অনেক অসৎ কাজ দেখতে পাবে। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! তখন আপনি আমাদেরকে কি করার আদেশ করছেন? রাসূল ﷺ বললেনঃ তখন তোমরা তাদের অধিকার তথা আনুগত্য আদায় করবে এবং নিজ অধিকার আল্লাহ্ তা'আলার নিকট চাবে।

ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে কোন শরীয়ত বিরোধী কার্য পরিলক্ষিত হলে তা কখনো সমর্থন করা যাবে না। বরং তখন এ ব্যাপারে নিজের অসম্মতি অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে। তবে তাদের বিরুদ্ধে কখনো অস্ত্র ধরা যাবে না যতক্ষণ না তারা নামায পরিত্যাগ করে অথবা তাদের পক্ষ থেকে শরীয়তের নিরেট প্রমাণ ভিত্তিক সুস্পষ্ট কুফরি পাওয়া যায়।

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ، فَتَعْرِفُوْنَ وَ تُنْكِرُوْنَ ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَ مَنْ

أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ ، وَ لَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَ تَابَعَ ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَلاَ نُقَـاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لاَ ، مَا صَلَّوْا

(মুসলিম, হাদীস ১৮৫৪)

অর্থাৎ তোমাদের উপর এমন কতেক ক্ষমতাসীন আসবে যারা কিছু কাজ করবে শরীয়ত সম্মত আর কিছু শরীয়ত বিরোধী। যে ব্যক্তি তা অপছন্দ করবে সে কোনমতে নিষ্কৃতি পাবে আর যে তা মেনে নিতে অস্বীকার করবে সে সুন্দরভাবে নিরাপদ থাকবে আর যে তা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয় সেই দোষী। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আমরা কি এমন ক্ষমতাসীনদের সথে যুদ্ধ করবো না? রাসূল ﷺ বললেনঃ না, যতক্ষণ তারা নামায আদায় করে।

হযরত 'উবাদাহ্ বিন্ স্বামিত رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

بَايَعَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ ، فِيْ مَنْشَطِنَا وَ مَكْرَهِنَا ، وَ عُسْرِنَا وَ يُسْرِنَا وَ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَ أَنْ لاَ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَ أَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا ، لاَ نَخَافُ فِيْ اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ

(বুখারী, হাদীস ৭০৫৫, ৭০৫৬, ৭১৯৯, ৭২০০ মুসলিম, হাদীস ১৭০৯)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ আমাদেরকে বাই'আত করেছেন ক্ষমতাসীনদের কথা শুনতে এবং তাদের আনুগত্য করতে। চাই তা আমাদের ভালোই লাগুক বা নাই লাগুক, চাই তা সচ্ছল অবস্থায় হোক বা অসচ্ছল অবস্থায় অথবা আমাদের স্বার্থকে অগ্রাহ্য করে নিজ স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়ার অবস্থায়ই হোক না কেন এবং আমারা যেন ক্ষমতাসীনদের সাথে ক্ষমতার লড়াই না করি। আমরা যেন সত্য কথা বলি যেখানেই আমরা থাকি না কেন। আমরা যেন আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে কোন নিন্দাকারীর নিন্দাকে পরোয়া না করি যতক্ষণ না আমরা তাদের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট কুফরি দেখতে পাই যে কুফরির

ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সঠিক প্রমাণ রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

(বুখারী, হাদীস ৭০৭০ মুসলিম, হাদীস ৯৮)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে সে আমার উম্মত নয়।

৭৫. কোন ব্যক্তির স্ত্রী বা কাজের লোককে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলাঃ

কোন ব্যক্তির স্ত্রী বা কাজের লোককে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলাও কবীরা গুনাহ্।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوْكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا

(আবু দাউদ, হাদীস ৫১৭০ আহ্মাদ্, হাদীস ৯১৫৭ 'হা'কিম ২/১৯৬ বায়হাক্বী ৮/১৩)

অর্থাৎ কেউ অন্য কারোর স্ত্রী বা কাজের লোককে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুললে সে আমার উম্মত নয়।

৭৬. শরীয়তের সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ ছাড়াই কোন মুসলমানকে কাফির বলাঃ

শরীয়তের সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ ছাড়াই কোন মুসলমানকে কাফির বলা আরেকটি কবীরা গুনাহ্।

হযরত আবু যর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَرْمِيْ رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوْقِ ، وَ لاَ يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ ، إِنْ لَـمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ

(বুখারী, হাদীস ৬০৪৫)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কাউকে ফাসিক বা কাফির বললে তা তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে যদি উক্ত ব্যক্তি এমন শব্দের উপযুক্তই না হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيْهِ : يَا كَافِرُ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ، إِنْ كَانَ كَمَا قَـالَ ، وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ

(মুসলিম, হাদীস ৬০)

অর্থাৎ কেউ নিজ কোন মুসলিম ভাইকে কাফির বললে তা উভয়ের কোন এক জনের উপরই বর্তায়। যদি উক্ত ব্যক্তি সত্যিকারার্থে কাফির হয়ে থাকে তা তো হলোই আর যদি সে সত্যিকারার্থে কাফির নাই হয়ে থাকে তা হলে তা তার উপরই বর্তাবে।

وَ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

সমাপ্ত

প্রিয় বাংলাভাষী ভাইয়েরা!

নির্মল নির্ভেজাল সত্য পেতে হলে তা যথাসাধ্য ও সঠিক পন্থায় অনুসন্ধান করতে হবে। তবে তা পাওয়া সহজ যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তা সহজ করে দেন। নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ "আমি তোমাদের মাঝে এমন দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি যা তোমরা শক্তভাবে ধারণ করে থাকলে কোন দিন পথহারা হবে না। জিনিস দু'টি হলো আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ্। (মুওয়াত্তা/মালিক : ১৫৯৪, ১৬২৮, ৩৩৩৮).

অতএব আপনি সর্বদা এ ব্যাপারে যত্নবান হবেন যে- যেন আপনার সকল এবাদত ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার শরীয়ত, রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কিরাম তথা কিয়ামত পর্যন্ত আসা তাঁদের অনুসারীদের তরীকা মতো হয়। আর আমরা ''ইন্‌শা আল্লাহ'' আপনাকে সেই আলোর পথে পৌঁছাতে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবো। এ কাজে আমাদের উপকরণ হলো বই-পুস্তক, ক্যাসেট এবং দাওয়াতী কাজে নিযুক্ত আলিম সম্প্রদায়।

অতএব হক ও আলোর অনুসন্ধানে উক্ত উপকরন সমূহের কোন কিছুর প্রয়োজন মনে করলে আমাদের সাথে অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। আমরা যথাসাধ্য আপনার সহযোগিতায় যত্নবান হবো "ইন্‌শা আল্লাহ্"।

বাদ্‌শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র
পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫
কে, কে, এম, সি. হাফ্‌র আল্‌-বাতিন ৩১৯৯১